দ্বীনে-ইসলামের সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য

সঞ্চয়নে ঃ-
আব্দুল হামীদ মাদানী

অবতরণিকা

মহান আল্লাহ মানুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ জীবরূপে সৃষ্টি করেছেন এবং তার শ্রেষ্ঠত্ব বহাল রাখার জন্য সর্বাঙ্গসুন্দর বিধান ও পথনির্দেশনা অবতীর্ণ করেছেন। তিনি জান্নাত থেকে আদি মানব-মানবীকে অবতারিত করেন পৃথিবী নামক এই গ্রহে। সেই সময় তিনি বলেও দেন,

{اهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعاً فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ (٣٨) وَالَّذِينَ كَفَرواْ وَكَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (٣٩) سورة البقرة

অর্থাৎ, ‘তোমরা সকলেই এ স্থান হতে নেমে যাও, পরে যখন আমার পক্ষ হতে তোমাদের নিকট সৎপথের কোন নির্দেশ আসবে, তখন যারা আমার সৎপথের নির্দেশ অনুসরণ করবে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না। আর যারা (কাফের) অবিশ্বাস করে ও আমার নিদর্শনকে মিথ্যাজ্ঞান করে, তারাই অগ্নিবাসী সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।’ (বাক্বারাহ ঃ ৩৮-৩৯)

যে সৎপথের নির্দেশ তিনি পাঠিয়েছেন পৃথিবীতে তা হল ‘ইসলাম’। যার অর্থ হল আত্মসমর্পণ। যার ধাতু ‘সিল্‌ম’-এর অর্থ শান্তি। প্রকৃত প্রস্তাবে বিরোধিতা ও সংঘাতে কোন শান্তি নেই, শান্তি আছে আত্মসমর্পণে।

যারা আত্মসমর্পণ করবে, তাদের কোন ভয় থাকবে না, থাকবে না কোন আতঙ্ক, তারা নিরাপত্তা পাবে।

যারা আত্মসমর্পণ করবে, তারা দুঃখিত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে না, তারা

চিরসুখী হবে।

তাদের নাম হল 'মুসলিমূন'। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ} (٧٨)

অর্থাৎ, সংগ্রাম কর আল্লাহর পথে যেভাবে সংগ্রাম করা উচিত; তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন। তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠিনতা আরোপ করেননি; এটা তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের মিল্লাত (ধর্মাদর্শ); তিনি পূর্বে তোমাদের নামকরণ করেছেন 'মুসলিম' এবং এই গ্রন্থেও; যাতে রসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী স্বরূপ হয় এবং তোমরা সাক্ষী স্বরূপ হও মানব জাতির জন্য। সুতরাং তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহকে অবলম্বন কর; তিনিই তোমাদের অভিভাবক, কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী তিনি! (হাজ্জ ঃ ৭৮)

আর মহানবী ﷺ বলেছেন, সুতরাং হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা আল্লাহর (দেওয়া নাম) ডাকে ডাকো, যিনি তোমাদের নাম দিয়েছেন 'মুসলিম, মু'মিন'।" *(ত্বাবারানী, আবূ য়্যা'লা, ইবনে হিব্বান, তিরমিযী ২৮৬৩নং)*

সেই আত্মসমর্পণকারীদের একজনকে বলা হয়, 'মুসলিম', দু'জনকে বলা হয়, 'মুসলিমান'। তার থেকে অধিক ব্যক্তিকে বলা হয়, 'মুসলিমূন', 'মুসলিমীন'।

ফারসী ভাষায় বহুবচন করতে হলে শব্দের শেষে 'আন' যোগ

করতে হয়। যেমন বিরাদার = বিরাদারান, তালেব = তালেবান ইত্যাদি। সেই অনুসারে 'মুসলিম' শব্দের বহুবচনে বলা হয়, 'মুসলিমান'। যার অপভ্রংশ ও প্রচলিত শব্দ হল 'মুসলমান'।

মুসলিম-বিদ্বেষীদের অনেকেই উক্ত শব্দকে বাংলায় প্রয়োগ করে 'মুষলমান' লেখে। আর তার অর্থ বুঝায় ঃ মুষল দ্বারা মানে যারা, তারা মুষলমান। অর্থাৎ, এ জাত বড় একগুঁয়ে। এরা মুষল বা মুগুর ছাড়া কোন কথা মানে না। আঘাত ও মার ছাড়া কোন কথা এদেরকে মানানো যায় না! সন্ত্রাসী মনের ঐ শ্রেণীর বিদ্বেষীরা এই নাম দিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করে।

অস্বীকার করছি না যে, মুসলিমদের কেউ 'মুষলমান' নেই। কিন্তু জাতির দু-একজনের নোংরামি দেখে গোটা জাতির বদনাম করা ন্যায়পরায়ণ মানুষের নীতি নয়।

ইসলাম হল সর্বাঙ্গসুন্দর দ্বীন। এটাই হল প্রকৃত ধর্ম। মহান সৃষ্টিকর্তার মনোনীত ধর্ম। এ ছাড়া পৃথিবীর বুকে কোন ধর্ম, ধর্মই নয়।

{إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ} (١٩) سورة آل عمران

অর্থাৎ, নিশ্চয় ইসলাম আল্লাহর নিকট (একমাত্র মনোনীত) ধর্ম। (আলে ইমরান ঃ ১৯)

{وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ}

অর্থাৎ, যে কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম অন্বেষণ করবে, তার পক্ষ হতে তা কখনও গ্রহণ করা হবে না। আর সে হবে পরলোকে ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত। (আলে ইমরান ঃ ৮৫)

ইসলাম হল রাজপথ, প্রধান সড়ক। মহান সৃষ্টিকর্তার দিকে যাওয়ার একমাত্র পথ। পৃথিবীর অশান্তি ও পরকালের শাস্তি থেকে মুক্তির

একমাত্র রাস্তা। বাকী যে সকল পথ বিভিন্ন নাম নিয়ে ডানে-বামে বের হয়ে গেছে, সেগুলি বক্র পথ, ভ্রষ্ট পথ। ধ্বংস ও সর্বনাশের পথ। পৃথিবীতে অশান্তি ও পরকালে জাহান্নামের পথ। মহান সৃষ্টিকর্তাই বলেছেন,

{وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (١٥٣) سورة الأنعام

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই এটি আমার সরল পথ। সুতরাং এরই অনুসরণ কর এবং ভিন্ন পথ অনুসরণ করো না, করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ হতে বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলবে। এভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তোমরা সাবধান হও। (আন্‌আম ঃ ১৫৩)

মহানবী ﷺ বলেছেন, "মহান আল্লাহ সরল পথের উপমা বর্ণনা করেছেন। তার দুই পাশে আছে দুটি প্রাচীর। তাতে আছে অনেক উন্মুক্ত দুয়ার। সকল দুয়ারে পর্দা ঝুলানো আছে। পথের মাথায় একজন আহবায়ক আছে। সে আহবান ক'রে বলছে, 'হে লোক সকল! তোমরা সরল পথে চলতে থাকো। বাঁকা পথে যেয়ো না।' তার উপরেও একজন আহবায়ক আছে। যখনই কোন বান্দা কোন দুয়ার খুলতে চাচ্ছে, তখনই সে আহবান ক'রে বলছে, 'সর্বনাশ হোক তোমার! দুয়ারের পর্দা খুলো না। কারণ খুললেই তুমি তাতে প্রবেশ ক'রে যাবে।'

সরল পথ হল ইসলাম। উন্মুক্ত দরজাসমূহ হল আল্লাহর হারামকৃত বস্তুসমূহ। প্রাচীর ও পর্দাসমূহ হল আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা। পথের শেষ মাথায় আহবায়ক হল কুরআন। উপরের আহবায়ক হল প্রত্যেক মু'মিনের হৃদয়ে আল্লাহর আহবায়ক।" *(আহমাদ, হাকেম, সঃ জামে' ৩৮৮৭নং)*

ইসলামই সেই পথ, যে পথ প্রত্যেক মুসলিম তার প্রত্যেক নামাযের প্রত্যেক রাকআতে সৃষ্টিকর্তার নিকট প্রার্থনা করে থাকে। সে বলে,

{اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} (٧)

অর্থাৎ, আমাদেরকে সরল পথ দেখাও; তাদের পথ --যাদেরকে তুমি নিয়ামত দান করেছ। তাদের পথ---যারা ক্রোধভাজন (ইয়াহুদী) নয় এবং যারা পথভ্রষ্টও (খ্রিষ্টান) নয়। (ফাতিহা ঃ ৫-৭)

এই ইসলাম মানব জাতির মুক্তির একমাত্র উপায়। ইসলামই ইহ-পরকালে সুখলাভের একটি মাত্র অবলম্বন। তাই ইসলাম মুসলিমদের জন্য পরিপূর্ণ দ্বীন ও বৃহত্তম সম্পদ। মানুষের জন্য বড় নিয়ামত। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا}

অর্থাৎ, আজ অবিশ্বাসিগণ তোমাদের ধর্মের বিরুদ্ধাচরণে হতাশ হয়েছে। সুতরাং তাদেরকে ভয় করো না, শুধু আমাকে ভয় কর। আজ তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম (ইসলাম) পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের ধর্ম হিসাবে মনোনীত করলাম। (মায়িদাহ ঃ ৩)

যে ইসলাম পেয়েছে, সে জীবনে সফলতা লাভ করেছে। মুসলিমের জীবনই সার্থক জীবন। ইসলামের শেষনবী ﷺ বলেছেন,

« قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ ».

“সে ব্যক্তি সফলকাম, যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাকে পরিমিত রুযী দেওয়া হয়েছে এবং আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন, তাতে তাকে তুষ্ট

করেছেন।" (মুসলিম)

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "তার জন্য শুভ সংবাদ যাকে ইসলামের পথ দেখানো হয়েছে, পরিমিত জীবিকা দেওয়া হয়েছে এবং সে (যা পেয়েছে তাতে) পরিতুষ্ট আছে।" *(তিরমিযী)*

বলা বাহুল্য, চির অসফল সেই মানুষ, যে ইসলাম পায়নি, ইসলাম পেয়েও গ্রহণ করেনি। ইসলাম পেয়েও যে গ্রহণ করেনি, সে নাস্তিক, অবিশ্বাসী, অস্বীকারকারী, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী, সন্দেহপোষণকারী বা হঠকারী শুধু অসফলই নয়, বরং সে বড় যালেমও। যেহেতু সে এর ফলে নিজের প্রতি বড় যুলম করে। যুলম করে অন্যের প্রতি এবং যুলম করে মহান স্রষ্টার প্রতিও। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} (٧) سورة الصف

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ইসলামের দিকে তাকে আহবান করা সত্ত্বেও আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে, তার অপেক্ষা অধিক যালেম আর কে? আল্লাহ যালেম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। *(স্বাফ: ৭)*

পক্ষান্তরে যাঁরা উদারচিত্ত, তাঁরা সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে 'আলোকপ্রাপ্ত' হন। ইসলাম মান্য করে তাঁরা জীবনে চলার পথে আলো পান। মহান আল্লাহ বলেন,

{أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ} (٢٢) سورة الزمر

অর্থাৎ, আল্লাহ ইসলামের জন্য যার বক্ষ উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছেন ফলে সে তার প্রতিপালক হতে (আগত) আলোর মধ্যে আছে, সে কি তার সমান---যে এরূপ নয়? দুর্ভোগ তাদের জন্য, যাদের অন্তর

আল্লাহর স্মরণে কঠিন, ওরাই স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে। (যুমার ঃ ২২)

{أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ}

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি মৃত ছিল, যাকে আমি পরে জীবিত করেছি এবং যাকে মানুষের মধ্যে চলার জন্য আলোক দিয়েছি সেই ব্যক্তি কি ঐ ব্যক্তির মত, যে অন্ধকারে রয়েছে এবং সে স্থান হতে বের হবার নয়? এরূপে অবিশ্বাসীদের দৃষ্টিতে তাদের কৃতকর্মকে শোভন ক'রে রাখা হয়েছে। (আন্আম ঃ ১২২)

ইসলামই হল মানব-প্রকৃতির অনুকূল ধর্ম। ইসলাম হল মানবকুলের জীবন ব্যবস্থা। মানব-জীবনের সকল দিককে পরিবেষ্টন করে ইসলামের সুব্যবস্থা ও সুশৃঙ্খলতা। শুধু মানবই নয়, অমানবের মঙ্গলেও রয়েছে ইসলামের শ্বাশত বিধান। যদিও এ বিশ্ব-চরাচরের সব কিছুই সৃষ্টি হয়েছে কেবল মানুষের জন্য, তবুও জীব-জন্তু ও উদ্ভিদ-জগতের নানা বিধান রয়েছে ইসলামে। আর তাও মানুষের কল্যাণের জন্যই।

ইসলামেই আছে জীবনের সুব্যবস্থা, শয়ন-শয্যা থেকে রাজ-সিংহাসন পর্যন্ত সকল সমস্যার সুসমাধান, সকল সংকটের মুক্তিপথ, ইহকাল ও পরকালের মোক্ষ লাভের সহজ উপায়।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ}

(٨٩) سورة النحل

অর্থাৎ, আর আমি তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি প্রত্যেক বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা স্বরূপ এবং আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম)দের

জন্য, পথনির্দেশ, করুণা ও সুসংবাদ স্বরূপ। (নাহ্ল ঃ ৮৯)

ইসলামের আছে আকর্ষণীয় রূপ-শোভা, মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য, স্নিগ্ধকর সৌরভ। জ্ঞানিগণ সেই সৌন্দর্য ও সৌরভের সন্ধান পেয়ে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হন। যেহেতু

'ফুল-সুরভির কদর জানে বুলবুলি আর রাজ-পরী,
মণি-মুক্তার কদর করে নৃপতি আর জওহরী।'

অবশ্য সেই সৌন্দর্য ও সৌরভ প্রত্যেক মুসলিমের মাঝে বিচ্ছুরিত নাও থাকতে পারে। প্রত্যেক ধারক ও বাহক ধারণ ও বহনে কর্তব্যপরায়ণ নাও হতে পারে। সে কথাও বোঝেন জ্ঞানিগণ।

যে জ্ঞানীর মনে সত্যের অনুসন্ধিৎসা থাকে, সে জ্ঞানী ইসলামের মাঝে সত্য দ্বীনের অনুসন্ধান পান। যিনি অন্ধকারের মাঝে আলোর নিশানা পেতে চান, তিনি ইসলামের মাঝে সূর্যের সন্ধান পান। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لاَ يَزِيغُ عَنْهَا إِلا هَالِكٌ).

"অবশ্যই তোমাদেরকে উজ্জ্বল (স্পষ্ট দ্বীন ও হুজ্জতের) উপর ছেড়ে যাচ্ছি; যার রাত্রিও দিনের মতোই। ধ্বংসোন্মুখ ছাড়া অন্য কেউ তা ছেড়ে ভিন্নপথ অবলম্বন করবে না।" *(ইবনে আবী আসেম, আহমাদ, ইবনে মাজাহ, হাকেম, সহীহ তারগীব ৫৬নং)*

ইসলামের সব ফুলই সুন্দর, সব ফুলই সৌরভময়। আমরা তার কিছু ফুলের সৌন্দর্য-সুগন্ধ নিয়ে আলোচনা করতে প্রয়াস পাব।

আক্বীদা ও বিশ্বাসে ইসলামের সৌন্দর্য

১। স্রষ্টা ও উপাস্যের ব্যাপারটা ইসলামে খুব স্পষ্ট। তাঁর সত্তা ও গুণাবলীর ব্যাপারে ইসলাম সমুজ্জ্বল বিবৃতি দিয়েছে। কুরআন কারীমে বলা হয়েছে,

{قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ (١) اللّهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ} (٤)

অর্থাৎ, বল, তিনিই আল্লাহ একক (অদ্বিতীয়)। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী (স্বয়ংসম্পূর্ণ)। তাঁর কোন সন্তান নেই এবং তিনিও কারো সন্তান নন এবং তাঁর সমতুল্য কেউই নেই। (ইখলাস ঃ ১-৪)

{هُوَ اللّهُ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (٢٢) هُوَ اللّهُ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٢٣) هُوَ اللّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْض وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ}

(٢٤) سورة الحشر

অর্থাৎ, তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোন (সত্য) উপাস্য নেই, তিনি অদৃশ্য এবং দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনিই অতি দয়াময়, পরম দয়ালু। তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোন (সত্য) উপাস্য নেই। তিনিই অধিপতি, পবিত্র, নিরবদ্য, নিরাপত্তা বিধায়ক, রক্ষক, পরাক্রমশালী, প্রবল, গর্বের অধিকারী। যারা তার শরীক স্থির করে, আল্লাহ তা হতে পবিত্র মহান। তিনিই আল্লাহ সৃজনকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, রূপদাতা। সকল উত্তম নাম তাঁরই। আকাশমন্ডলী ও

পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সমস্তই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। আর তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (হাশ্‌র ঃ ২২-২৪)

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (١) لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢) هُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٣) هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنْ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٤) لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ (٥) يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (٦) سورة الحديد

অর্থাৎ, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তাঁরই; তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান; তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। তিনিই আদি, অন্ত, ব্যক্ত ও গুপ্ত এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত। তিনিই ছয় দিনে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আরশে সমাসীন হয়েছেন। তিনি জানেন যা কিছু ভূমিতে প্রবেশ করে ও যা কিছু তা হতে বের হয় এবং আকাশ হতে যা কিছু নামে ও আকাশে যা কিছু উত্থিত হয়। তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন, তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা দেখেন। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তাঁরই, আর আল্লাহরই দিকে সব বিষয় প্রত্যাবর্তিত হবে। তিনিই রাত্রিকে প্রবেশ করান দিনে এবং দিনকে প্রবেশ করান রাত্রিতে। আর তিনি অন্তর্যামী। (হাদীদ ঃ ১-৬)

তাঁর দৃষ্টি ও জ্ঞান সর্বত্র আছে। তিনি আছেন সাত আসমানের উপর আরশে। এ জগতে তিনি দৃশ্য নন। জান্নাতে তাঁর চেহারা দেখা যাবে।

কুরআন মাজীদের আরো বিভিন্ন জায়গায় মহান আল্লাহর কর্ম ও গুণাবলীর বিষয় উল্লিখিত হয়েছে, যার মাধ্যমে তাঁর ব্যাপারে উজ্জ্বল ধারণা পেতে পারে একজন জ্ঞানী মানুষ।

২। ইসলাম মানুষের সৃষ্টি-উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে। ক্ষণস্থায়ী জীবনের লক্ষ্য স্থির করে। এ কথা স্পষ্ট করে যে, মানুষকে তার নিজের ইচ্ছামতো সৃষ্টি করা হয়নি, তাকে বেকার সৃষ্টি করা হয়নি, পৃথিবীর সংসারে কেবল পানভোজন ও বিলাস-ব্যসনের জন্য পাঠানো হয়নি। তাকে সৃষ্টি করার পশ্চাতে স্রষ্টার উদ্দেশ্য আছে। এ সংসারে আসার পর তার পালনীয় কর্তব্য আছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} الذاريات ٥٦

অর্থাৎ, আমি জ্বিন ও মানুষকে কেবল এ জন্য সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমারই ইবাদত করবে। (যারিয়াত ঃ ৫৬)

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}

অর্থাৎ, হে মানুষ সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের উপাসনা কর, যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে সৃষ্টি করেছেন; যাতে তোমরা পরহেযগার (ধর্মভীরু) হতে পার। *(বাক্বারাহ ঃ ২১)*

আর ইবাদত ও উপাসনা কেবল মসজিদ ও সিজদার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং তা হল প্রত্যেক সেই গুপ্ত ও প্রকাশ্য কথা ও কাজ, যাতে মহান আল্লাহ সন্তুষ্ট হন। বলা বাহুল্য, ইবাদতে আছে আল্লাহর সন্তুষ্টি, মানব-চরিত্রের সৌন্দর্য, সামাজিক সুবন্ধন, জীবের সেবা ও সৃষ্টির প্রতি করুণার বিকাশ।

৩। স্রষ্টার সেই উদ্দেশ্য সফল না করলে তার পরিণামের কথাও

ঘোষণা করেছে ইসলাম। কর্তব্য পালন না করলে কী পরিণতি হতে পারে, সে ব্যাপারেও যথেষ্ট সতর্ক করেছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ} النساء ١٤

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অবাধ্য হবে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমা লংঘন করবে, তিনি তাকে আগুনে নিক্ষেপ করবেন। সেখানে সে চিরকাল থাকবে, আর তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনা-দায়ক শাস্তি। (নিসা ঃ ১৪)

৪। পক্ষান্তরে যারা মহান স্রষ্টার সে উদ্দেশ্য সফল করে এবং দুনিয়ায় এসে নিজেদের কর্তব্য যথাসাধ্য পালন করে, তাদের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেছে ইসলাম। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَّهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلاًّ ظَلِيلاً}

অর্থাৎ, যারা বিশ্বাস করে ও ভাল কাজ করে, তাদেরকে বেহেশ্তে প্রবেশ করাব; যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, সেখানে তাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিনী আছে এবং তাদেরকে চিরস্নিগ্ধ ঘন ছায়ায় স্থান দান করব। (নিসা ঃ ৫৭)

৫। পৃথিবীর বুকে একমাত্র ইসলামই এমন ধর্ম, যার অনুসারিগণ স্রষ্টার উপাসনা ও দাসত্ব করে সরাসরি তাঁরই নির্দেশিত পদ্ধতি অনুসারে। সরাসরি তাঁরই গাইড-বুক থেকে গ্রহণ করে নিজেদের জীবন-সংবিধান। যা প্রলয়-দিবসের পূর্ব পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকবে। যেহেতু সৃষ্টিকর্তা নিজেই তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এবং সেই অনুসারে তাঁর অনুগতগণ সেই চেষ্টায় ব্রতী আছে। মহান

আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} (٩) سورة الحجر

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই ওর সংরক্ষক। (হিজ্‌র ঃ ৯)

{وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلاَّ الْكَافِرُونَ (٤٧) وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذاً لارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ (٤٨) بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلاَّ الظَّالِمُونَ}

অর্থাৎ, এভাবেই আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং যাদেরকে আমি গ্রন্থ দিয়েছিলাম, তারা এতে বিশ্বাস করে এবং এদের মধ্যেও কেউ কেউ এতে বিশ্বাস করে। কেবল অবিশ্বাসীরাই আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে। তুমি তো এর পূর্বে কোন গ্রন্থ পাঠ করতে না এবং তা নিজ হাতে লিখতেও না যে, মিথ্যাবাদীরা (তা দেখে) সন্দেহ পোষণ করবে। বরং যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তাদের অন্তরে এ (কুরআন) স্পষ্ট নিদর্শন। কেবল অনাচারীরাই আমার নিদর্শনকে অস্বীকার করে। (আনকাবূত ঃ ৪৭-৪৯)

৬। ইসলামই সেই ধর্ম, যা আদম থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত মহান আল্লাহর প্রেরিত বিধান। সারা সৃষ্টির মাঝে যেমন তিনি ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি সৃষ্টি করেছেন, তেমনি সারা সৃষ্টির কল্যাণের জন্য তিনি ইসলাম প্রেরণ করেছেন। যুগে যুগে সকল ধর্ম ইসলাম রূপেই সত্য ছিল। বিশ্বের প্রত্যেক জাতির নিকট রসূল প্রেরণ করে তিনি তাওহীদের বাণীই প্রচার করলেন। অতঃপর তার অনুসারীরা পৃথক পৃথক নাম নিয়ে ভ্রষ্ট হয়ে গেল। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ فَسِيرُواْ فِي الأَرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ} النحل ٣٦

অর্থাৎ, অবশ্যই আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রসূল পাঠিয়েছি এই নির্দেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর ও তাগূত থেকে দূরে থাক। অতঃপর তাদের কতককে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তাদের কতকের উপর ভ্রষ্টতা অবধারিত হয়। সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে দেখ, যারা সত্যকে মিথ্যা বলেছে তাদের পরিণাম কী হয়েছে। (নাহ্ল ঃ ৩৬)

পরিশেষে পৃথিবীর যখন একটি শহরের মতো হওয়ার সময় কাছিয়ে এল, তখন সারা বিশ্বের মানুষের জন্য কেবল ইসলামকেই মনোনীত করলেন। সারা বিশ্বের মানব-দানবকে কেবল ইসলামেরই অনুসারী হতে আহবান করলেন। সমস্ত দ্বীনকে রহিত করে কেবল ইসলামকে 'শেষ পথ' বা 'চূড়ান্ত মার্গ' হিসাবে নির্ধারিত করলেন। তিনি বলেন,

{إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللّهِ فَإِنَّ اللّهِ سَرِيعُ الْحِسَابِ}

অর্থাৎ, নিশ্চয় ইসলাম আল্লাহর নিকট (একমাত্র মনোনীত) ধর্ম। যাদেরকে গ্রন্থ দেওয়া হয়েছিল, তারা পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ তাদের নিকট জ্ঞান আসার পরও তাদের মধ্যে মতানৈক্য ঘটিয়েছিল! আর যে আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে (সে জেনে রাখুক যে), নিশ্চয় আল্লাহ সত্বর হিসাব গ্রহণকারী। (আলে ইমরান ঃ ১৯)

যেহেতু একই রাজ্যে দুই আইন চলতে পারে না। একই উপাস্যের পক্ষ থেকে একই পৃথিবীতে তাঁর উপাসকদের জন্য একাধিক ধর্ম সচল

হতে পারে না। একই প্রভুর নিকট হতে দাসদের নিকট একাধিক রকমের নির্দেশ আসতে পারে না।

বলা বাহুল্য, ইসলামই হল সর্বশেষ ধর্ম এবং একমাত্র ধর্ম। এ ছাড়া অন্য ধর্ম রহিত। এ ছাড়া মানব-দানবের নিকট থেকে অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করা হবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} آل عمران ٨٥

অর্থাৎ, যে কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম অন্বেষণ করবে, তার পক্ষ হতে তা কখনও গ্রহণ করা হবে না। আর সে হবে পরলোকে ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত। (আলে ইমরান ঃ ৮৫)

৭। ইসলাম একটি সহজ ও সরল ধর্ম। এর মধ্যে কোন অস্পষ্টতা ও প্রচ্ছন্নতা নেই। মানুষের বিবেক-বুদ্ধির তারতম্য সত্ত্বেও যে কোন মানুষ তা সহজে বুঝতে পারে, গ্রহণ করতে পারে ও আমল করতে পারে। ইসলামের বিধান উচ্চ-নিম্ন সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য সমান। ইসলাম সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে আসা ন্যায়পরায়ণতা ও সততার আহবান। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ} البقرة ٢٨٥

অর্থাৎ, রসূল তার প্রতি তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তাতে সে বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং বিশ্বাসিগণও; সকলে আল্লাহতে, তাঁর ফিরিশ্তাগণে, তাঁর কিতাবসমূহে এবং তাঁর রসূলগণে বিশ্বাস স্থাপন করেছে। (তারা বলে,) আমরা তাঁর

রসূলগণের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না। আর তারা বলে, আমরা শুনলাম ও মান্য করলাম! হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমার ক্ষমা চাই, আর তোমারই দিকে (আমাদের) প্রত্যাবর্তন হবে। *(বাক্বারাহ ঃ ২৮৫)*

জীবনের সকল পদক্ষেপে ইসলামের নিয়ন্ত্রণ আছে। সংসারের সকল কর্মক্ষেত্রে ইসলামের সুশৃঙ্খলতা আছে। ইসলাম কেবল উপাসনালয়-কেন্দ্রিক ধর্ম নয়। বরং ইসলাম হল জীবনের চলার পথের প্রত্যেক পদক্ষেপের আলোক-দিশারী। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (١٥١) وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللّهِ أَوْفُواْ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ}

[الأنعام : ١٥١–١٥٢]

অর্থাৎ, বল, এসো তোমাদের জন্য তোমাদের প্রতিপালক যা নিষিদ্ধ করেছেন তা তোমাদেরকে পড়ে শোনাই। তা এই ঃ তোমরা কোন কিছুকে তাঁর অংশী করবে না, মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে, দারিদ্রের কারণে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না। আমিই তোমাদেরকে ও তাদেরকে জীবিকা দিয়ে থাকি। প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে হোক, অশ্লীল আচরণের নিকটবর্তীও হয়ো না এবং আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা

করো না। তোমাদেরকে তিনি এ নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা অনুধাবন কর। পিতৃহীন বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সৎ উদ্দেশ্য ছাড়া তার সম্পত্তির নিকটবর্তী হয়ো না এবং পরিমাপ ও ওজন ন্যায়ভাবে পুরাপুরি প্রদান কর। আমি কাউকেও তার সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করি না। আর যখন তোমরা কথা বলবে, তখন স্বজনের বিরুদ্ধে হলেও ন্যায় কথা বল এবং আল্লাহকে প্রদত্ত অঙ্গীকার পূর্ণ কর। এভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। *(আন্আমঃ ১৫১-১৫২)*

আর মহানবী ﷺ বলেছেন, "সাতটি সর্বনাশী কর্ম হতে দূরে থাক।" সকলে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! তা কী কী?' তিনি বললেন,

((الشِّرْكُ بِاللهِ ، وَالسِّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالحَقِّ ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلاَتِ)). متفق عَلَيْهِ

"আল্লাহর সাথে শির্ক করা, যাদু করা, ন্যায় সঙ্গত অধিকার ছাড়া আল্লাহ যে প্রাণ হত্যা করা হারাম করেছেন তা হত্যা করা, সূদ খাওয়া, এতীমের মাল ভক্ষণ করা, (যুদ্ধক্ষেত্র হতে) যুদ্ধের দিন পলায়ন করা এবং সতী উদাসীনা মুমিনা নারীর চরিত্রে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া।" *(বুখারী ২৭৬৬, মুসলিম ৮৯নং, আবূ দাউদ, নাসাঈ)*

৮। ইসলাম সকল আসমানী কিতাব (ঐশীগ্রন্থ)এর প্রতি ঈমান ও বিশ্বাস রাখাকে ওয়াজেব মনে করে। সুতরাং মুসলিমরা কোন আসমানী গ্রন্থকে অস্বীকার ও অবিশ্বাস করে না। ইতিপূর্বে তাওরাত, ইনজীল, যবূর ইত্যাদি যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে বিশ্বাস রাখে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{قُولُواْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ} (١٣٦) سورة البقرة

অর্থাৎ, তোমরা বল, 'আমরা আল্লাহতে বিশ্বাস করি এবং যা আমাদের প্রতি এবং ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াক্বুব ও তার বংশধরগণের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং যা মূসা ও ঈসাকে প্রদান করা হয়েছে এবং যা অন্যান্য নবীগণ তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে প্রদত্ত হয়েছে তাতেও (বিশ্বাস করি)। আমরা তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁর কাছে আত্ম-সমর্পণকারী।' *(বাক্বারাহ ঃ ১৩৬)*

{وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ}

অর্থাৎ, এর পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের সমর্থক ও সংরক্ষকরূপে আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি। সুতরাং আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুসারে তুমি তাদের বিচার-নিষ্পত্তি কর এবং যে সত্য তোমার নিকট এসেছে, তা ত্যাগ ক'রে তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। (মায়িদাহ ঃ ৪৮)

৯। ইসলামই মহান আল্লাহর সর্বশেষ দ্বীন। কেবল এই দ্বীনের গ্রন্থই রয়েছে অবিকৃত, অপরিবর্তিত, অপরিবর্ধিত। যেহেতু মহান আল্লাহই তার হিফাযতের দায়িত্ব নিয়েছেন। পক্ষান্তরে পূর্বেকার সকল গ্রন্থ মানব কর্তৃক বিকৃত, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত। যেহেতু মহান আল্লাহই তার সাক্ষ্য দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ وَلاَ تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىَ خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمُ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} (١٣) المائدة

অর্থাৎ, তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের দরুন আমি তাদেরকে অভিসম্পাত করেছি ও তাদের হৃদয় কঠোর ক'রে দিয়েছি, তারা বাক্যাবলীর পরিবর্তন সাধন ক'রে থাকে এবং তারা যা উপদিষ্ট হয়েছিল তার একাংশ ভুলে গেছে। তুমি সর্বদা ওদের অল্পসংখ্যক ব্যতীত সকলেরই তরফ হতে বিশ্বাসঘাতকতার সংবাদ পেতে থাকবে। সুতরাং তুমি ওদেরকে ক্ষমা কর ও উপেক্ষা কর। নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন। (মায়িদাহ ঃ ১৩)

কিতাবধারীরা কিতাবের অনেক অংশ স্বার্থবশে গোপন করেছে, সে কথারও সাক্ষ্য দিয়েছেন মহান আল্লাহ। তিনি বলেছেন,

{وَإِذَ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاء ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْاْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ} (١٨٧)

অর্থাৎ, (স্মরণ কর) যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল, আল্লাহ তাদের নিকট প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, তোমরা তা (কিতাব) স্পষ্টভাবে মানুষের কাছে প্রকাশ করবে এবং তা গোপন করবে না। এর পরও তারা তা পৃষ্ঠের পিছনে নিক্ষেপ করে (অগ্রাহ্য করে) ও তা স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করে। সুতরাং তারা যা ক্রয় করে তা কত নিকৃষ্ট। (আলে ইমরান ঃ ১৮৭)

১০। ইসলাম সকল নবী-রসূলের প্রতি ঈমান ও বিশ্বাস রাখাকে জরুরী মনে করে। নাম জানা-অজানা কোনও নবীকে অবিশ্বাস করলে কেউ মুসলিম হতে পারে না।

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ آمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِيَ أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ بِاللّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيداً} النساء ١٣٦

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহতে, তাঁর রসূলে, তিনি যে কিতাব তাঁর রসূলের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন তাতে এবং যে কিতাব তিনি পূর্বে অবতীর্ণ করেছেন তাতে বিশ্বাস কর; আর যে কেউ আল্লাহ, তাঁর ফিরিশ্তাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রসূলগণ এবং পরকালকে অবিশ্বাস করে, সে পথভ্রষ্ট হয়ে সুদূরে চলে যায়। (নিসা ঃ ১৩৬)

ঈমানের ক্ষেত্রে মুসলিম নবীদের মাঝে কোন পার্থক্য আনয়ন করে না। তা করলে সে ঈমানের সুফল ও পুরস্কার লাভে ধন্য হবে না। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَالَّذِينَ آمَنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُوْلَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا} (١٥٢) سورة النساء

অর্থাৎ, যারা আল্লাহ এবং তাঁর রসূলগণে বিশ্বাস করে এবং তাদের কোন একজনের সাথে অন্য জনের পার্থক্য করে না, তাদেরকেই তিনি পুরস্কার দেবেন। আর আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *(নিসা ঃ ১৫২)*

অবশ্য মুহাম্মাদ ﷺ-ই সর্বশেষ নবী। তাঁর পর আর কোন নবী নেই। যেহেতু আর কোন প্রয়োজনও ছিল না। যেহেতু তাঁর শরীয়ত চিরন্তন, কিয়ামত পর্যন্ত সকল অবস্থায় সচল। তাঁর বিধান যুগান্তকারী। যত দিন যায়, পৃথিবী তত যেন ছোট হয়ে আসে। একটি শহর থেকে একটি কক্ষের মতো হয়ে আসছে পৃথিবী, যার চারিপাশে লাগানো আছে আয়না। যেন পৃথিবীর সকল সভ্যতার মানুষকে দেখা যায়, সকলের সাথে আলাপ করা যায়! সে ক্ষেত্রে অন্য কোন নবী বা নতুন বিধানের

প্রয়োজনীয়তা অবশিষ্ট থাকে না।

১১। একমাত্র ইসলামের নবীই এমন, যাঁর জীবনের আম-খাস সকল খুঁটিনাটি তাঁর অনুসারিগণ সযত্নে সংরক্ষিত রেখেছেন। তাঁর প্রত্যেকটা উক্তি, কর্ম ও অবস্থাকে সূক্ষ্মভাবে বর্ণনা করেছেন। যা 'সুন্নাহ'রূপে লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং ইসলামী শরীয়তের দ্বিতীয় উৎসরূপে মর্যাদা ও গুরুত্ব লাভ করেছে।

যাঁর উক্তি ও কর্ম ছিল আল-কুরআনের ব্যাখ্যা। যাঁর সুমহান চরিত্র ছিল আল-কুরআন।

১২। পূর্ববর্তী সকল নবী-রসূল (আলাইহিমুস সালাম) প্রেরিত হয়েছিলেন নির্দিষ্ট গোত্রের জন্য, নির্ধারিত সময়ের জন্য। কিন্তু শেষনবী ﷺ প্রেরিত হয়েছেন সারা বিশ্বের মানুষের জন্য, বিশ্ব ধ্বংসের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের জন্য। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ } (١٠٧) سورة الأنبياء

অর্থাৎ, আমি তো তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি শুধু করুণা রূপেই প্রেরণ করেছি। (আম্বিয়াঃ ১০৭)

{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ}

অর্থাৎ, আমি তো তোমাকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। *(সাবা' ঃ ২৮)*

অতএব তাঁর আগমনের পর মানুষ মুক্তির পথ চাইলে তাকে অবশ্যই তাঁর অনুসরণ করতে হবে। তাছাড়া মুক্তিলাভের আর কোন পথ নেই।

{قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ

وَالأَرْضِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} (١٥٨) سورة الأعراف

অর্থাৎ, বল, 'হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্য সেই আল্লাহর (প্রেরিত) রসূল; যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী, তিনি ব্যতীত অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই, তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান। সুতরাং আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রসূল নিরক্ষর নবীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর; যে আল্লাহ ও তাঁর বাণীতে বিশ্বাস করে, এবং তোমরা তার অনুসরণ কর, যাতে তোমরা পথ পাও।' (আ'রাফ ঃ ১৫৮)

১৩। ইসলাম সকল নবী-রসূল (আলাইহিমুস সালাম)কে নিষ্পাপ মনে করে। তাঁদের চরিত্রকে নিষ্কলঙ্ক বিশ্বাস করে। এ কথা মানতে বাধ্য করে যে, তাঁরা ছিলেন মহান স্রষ্টার নির্বাচিত সৃষ্টি ও মনোনীত মানুষ। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ} (٤٧) سورة ص

অর্থাৎ, অবশ্যই তারা ছিল আমার মনোনীত ও উত্তম দাসদের অন্তর্ভুক্ত। (স্বাদ ঃ ৪৭)

১৪। ইসলাম তার অনুসারীদের উপর প্রত্যহ পাঁচ ওয়াক্তের নামায ফরয করেছে। যাতে সর্বদা তারা নিজ প্রভু ও প্রতিপালকের সাথে যোগসূত্র কায়েম রাখে এবং তার মাধ্যমে পাপ-পঙ্কিলতা ও অশ্লীলতা থেকে দূরে থাকতে পারে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ } (١١٤) سورة هود

অর্থাৎ, নামায কায়েম কর দিবসের দু'প্রান্তে ও রাত্রির কিছু অংশে;

নিঃসন্দেহে পুণ্যরাশি পাপরাশিকে মুছে ফেলে; এটা হচ্ছে উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য একটি উপদেশ। (হূদ ঃ ১১৪)

{اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ} (٤٥)

অর্থাৎ, তোমার প্রতি যে গ্রন্থ অহী করা হয়েছে তা পাঠ কর এবং যথাযথভাবে নামায পড়। নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। আর অবশ্যই আল্লাহর স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা জানেন। (আনকাবূত ঃ ৪৫)

কেবল একাকী নয়, ইসলাম মুসলিমকে জামাআত-সহকারে প্রত্যহ পাঁচবার নামায কায়েম করতে আদেশ করেছে। যাতে আছে সামাজিক যোগসূত্র, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য, সংহতি ও ঐক্য।

১৫। মুসলিমদের পুণ্য অর্জনের পথ অগণিত অপরিমিত। প্রতিপালকের কাছে সওয়াবের আশা রেখে প্রত্যেক সেই গুপ্ত বা প্রকাশ্য কথা ও কাজ করলে পুণ্যলাভ করতে পারে, যাতে তিনি খুশী হন। আর প্রত্যেক পুণ্য সে পরকালে হিসাবের দিন প্রত্যক্ষ করবে। মহান আল্লাহ বলেন,

{فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ} (٧) سورة الزلزلة

অর্থাৎ, সুতরাং কেউ অণু পরিমাণ ভালো কাজ করলে, সে তা দেখতে পাবে। (যিলযাল ঃ ৭)

{وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ } (٤٧) سورة الأنبياء

অর্থাৎ, কিয়ামত দিবসে আমি স্থাপন করব ন্যায় বিচারের দাঁড়িপাল্লাসমূহ; সুতরাং কারো প্রতি কোন অবিচার করা হবে না। কর্ম

যদি সরিষার দানা পরিমাণ ওজনের হয় তবুও তা আমি উপস্থিত করব। আর হিসাব গ্রহণকারীরূপে আমিই যথেষ্ট। (আম্বিয়া ঃ ৪৭)

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(كُلُّ سُلامَى مِنَ النَّاسِ عليه صَدَقَةٌ، كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ: تَعْدِلُ بَيْنَ اثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وتُعين الرَّجُلَ في دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عليها أو تَرْفَعُ لهُ متَاعَهُ صَدَقَةٌ، والْكَلِمةُ الطَّيِّبةُ صَدَقَةٌ، وبكُلِّ خَطْوَةٍ تَمشِيها إلى الصَّلاةِ صَدَقَةٌ، وتُمِيطُ الأَذَى عنِ الطَّرِيق صَدَقَةٌ).

"প্রত্যহ মানুষের অস্থির প্রত্যেক জোড়ের পক্ষ থেকে প্রত্যেক সূর্যময় দিনে রয়েছে প্রদেয় সদ্কাহ। দুই (বিবদমান) ব্যক্তির মাঝে তার সন্ধি ও শান্তি স্থাপন করা এক সদকাহ্। নিজ সওয়ারীর উপর অপরকে চড়িয়ে নেওয়া অথবা তার সামগ্রী বহন করে দেওয়া সদকাহ। ভালো কথা সদকাহ। নামাযের উদ্দেশ্যে (মসজিদের প্রতি) চলার প্রতিটি পদক্ষেপ সদকাহ। এবং পথ হতে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করাও সদকাহ।" *(বুখারী ২৮৯ ও ১০০৯ নং)*

১৬। মানুষ প্রকৃতিগতভাবে অপরাধী। পাপ-প্রবণতা তার স্বভাব। কিন্তু ইসলাম মার্জনার ব্যবস্থা রেখেছে। নিজ প্রভুর দিকে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ রেখেছে। পাপের অন্ধকারে তাকে নিরাশ ও হতাশাগ্রস্ত করে বর্জন করেনি। সৃষ্টিকর্তা মহান করুণাময়। কেউ পাপ থেকে ফিরে এলে তিনি খুশী হন। তিনি সমস্ত পাপ মাফ করে দেন। তিনি বলেছেন,

{قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ } (٥٣) سورة الزمر

অর্থাৎ, ঘোষণা করে দাও (আমার এ কথা), হে আমার দাসগণ!

তোমরা যারা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছ, তারা আল্লাহর করুণা হতে নিরাশ হয়ো না; নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত পাপ মাফ ক'রে দেবেন। নিশ্চয় তিনিই চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (যুমার ঃ ৫৩)

বরং অনুতপ্ত হয়ে সুপথে প্রত্যাবর্তন করলে তিনি সমস্ত পাপকে পুণ্যে পরিবর্তন করে দেন! তিনি বলেন,

{إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا} (٧٠) سورة الفرقان

অর্থাৎ, তবে যারা তওবা করে, বিশ্বাস ও সৎকাজ করে, আল্লাহ তাদের পাপকর্মগুলিকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন ক'রে দেবেন। আর আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (ফুরক্বান ঃ ৭০)

১৭। দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য, শির্ক নির্মূল করার জন্য, গায়রুল্লাহর উপাসনা ও দাসত্ব বন্ধ করার জন্য ইসলামে জিহাদ ফরয করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّهِ فَإِنِ انتَهَواْ فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ} (١٩٣) سورة البقرة

অর্থাৎ, আর তোমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাক, যতক্ষণ না ফিতনা (অশান্তি, শির্ক বা ধর্মদ্রোহিতা) দূর হয়ে আল্লাহর দ্বীন (ধর্ম) প্রতিষ্ঠিত না হয়, কিন্তু যদি তারা নিবৃত্ত হয়, তবে অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে ছাড়া (অন্য কারো বিরুদ্ধে) আক্রমণ করা চলবে না। (বাক্বারাহ ঃ ১৯৩)

অন্যায়-অত্যাচার বন্ধ করার জন্য, আত্মরক্ষার জন্য, অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ আবশ্যক।

{وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَكِنَّ اللّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ} (٢٥١) سورة البقرة

অর্থাৎ, আল্লাহ যদি মানব জাতির একদলকে অন্য দল দ্বারা দমন না করতেন, তাহলে নিশ্চয় পৃথিবী (অশান্তিপূর্ণ ও) ধ্বংস হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ বিশ্বজগতের প্রতি অনুগ্রহশীল। (বাক্বারাহ ঃ ২৫১)

{الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ} (٤٠)

অর্থাৎ, তাদেরকে তাদের ঘরবাড়ী হতে অন্যায়ভাবে বহিষ্কৃত করা হয়েছে শুধু এ কারণে যে, তারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ।' আল্লাহ যদি মানব জাতির এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে বিধ্বস্ত হয়ে যেত খ্রিস্টান সংসার-বিরাগীদের উপাসনা স্থান, গীর্জা, ইয়াহুদীদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ; যাতে অধিক স্মরণ করা হয় আল্লাহর নাম। আর আল্লাহ নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করেন যে তাঁকে (তাঁর ধর্মকে) সাহায্য করে। আল্লাহ নিশ্চয়ই মহাশক্তিমান, চরম পরাক্রমশালী। (হাজ্জ ঃ ৪০)

{وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ} (١٩٠) سورة البقرة

অর্থাৎ, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তোমরাও আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, তবে বাড়াবাড়ি (সীমালংঘন) করো না, নিশ্চয় আল্লাহ বাড়াবাড়িকারীদেরকে পছন্দ করেন না। (বাক্বারাহ ঃ ১৯০)

১৮। ইসলামে যা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে, তার উপর নতুনভাবে কিছু

সংযোজন করাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যাতে অন্যান্য ধর্মের মতো ইসলামের 'আসলতত্ব' ধীরে-ধীরে বিলীন হয়ে না যায়। সুন্নাহর জায়গায় বিদআহ স্থান দখল করে না বসে। এই জন্য কাজ যতই ভালো মনে করা হোক না কেন, শরীয়তে তার অনুমোদন না থাকলে, তা গ্রহণযোগ্য নয়। মহানবী ﷺ বলেছেন,

« مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ ».

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আমার এই দ্বীনে (নিজের পক্ষ থেকে) কোন নতুন কথা উদ্ভাবন করল---যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য। *(বুখারী ২৬৯৭, মুসলিম ৪৫৮৯নং)*

১৯। ইসলামে যোগ-যাদু, অশুভ ধারণা, অমূলক বিশ্বাস, গ্রহবিপাকে বিশ্বাস, ভাগ্য গণনায় বিশ্বাস, কুযাত্রা বা কুযোগে বিশ্বাস করা বৈধ নয়। মুসলিম জানে, মঙ্গলামঙ্গলের ঘটনাঘটনের মালিক একমাত্র সৃষ্টিকর্তা।

২০। ধর্মের ব্যাপারে মতভেদ করা নিষেধ। তবুও তার ব্যাখ্যা নিয়ে মতভেদ অস্বাভাবিক নয়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (١١٨) إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ} (١١٩) سورة هود

অর্থাৎ, তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে তিনি সকল মানুষকে এক জাতি করতে পারতেন। কিন্তু তারা সদা মতভেদ করতেই থাকবে। তবে যাদের প্রতি তোমার প্রতিপালক দয়া করেন তারা নয়, আর এ জন্যেই তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং 'আমি জ্বিন ও মানুষ উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করবই' তোমার প্রতিপালকের এই বাণী পূর্ণ হবেই। (হূদ ঃ ১১৮-১১৯)

অবশ্য সেই সময় উদার হয়ে বুদ্ধিমানদের করণীয় কী, তাও তিনি বলে দিয়েছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} (٥٩) سورة النساء

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস কর, তাহলে তোমরা আল্লাহর অনুগত হও, রসূল ও তোমাদের নেতৃবর্গ (ও উলামা)দের অনুগত হও। আর যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটে, তাহলে সে বিষয়কে আল্লাহ ও রসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। এটিই হল উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর। (নিসা ঃ ৫৯)

{وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ (١٧) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ} (١٨) سورة الزمر

অর্থাৎ, যারা তাগূতের পূজা হতে দূরে থাকে এবং আল্লাহর অনুরাগী হয়, তাদের জন্য আছে সুসংবাদ। অতএব সুসংবাদ দাও আমার দাসদেরকে, যারা মনোযোগ সহকারে কথা শোনে এবং যা উত্তম তার অনুসরণ করে। ওরাই তারা, যাদেরকে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং ওরাই বুদ্ধিমান। (যুমার ঃ ১৭- ১৮)

মানব-মনকে প্রভাবান্বিত করার ক্ষেত্রে ইসলামের বৈশিষ্ট্য

১। যে মন অপরাধী, সে মন ক্ষমা পেলে খুশী হয়। যে মন অলস, সে মন উৎসাহ পেলে সক্রিয় হয়। এই জন্য মুসলিম পাপ করে ফেললেও আশাবাদী থাকে এবং পুণ্যলাভে বড় উৎসাহী ও আগ্রহী হয়।

যখনই কোন পুণ্য করে, তখনই তার কিছু পাপ ক্ষয় হয়ে যায়। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ} (٧) سورة العنكبوت

অর্থাৎ, যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, আমি নিশ্চয়ই তাদের দোষত্রুটিসমূহকে মার্জনা ক'রে দেব এবং তাদেরকে তাদের কর্মের উত্তম ফলদান করব। (আনকাবূত ঃ ৭)

{وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ } (١١٤) سورة هود

অর্থাৎ, নামায কায়েম কর দিবসের দু'প্রান্তে ও রাত্রির কিছু অংশে; নিঃসন্দেহে পুণ্যরাশি পাপরাশিকে মুছে ফেলে; এটা হচ্ছে উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য একটি উপদেশ। (হূদ ঃ ১১৪)

২। কোন কাজে মন না বসলে, কোন কাজে শৈথিল্য ও অলসতা থাকলে, সে কাজে কোন পুরস্কার ঘোষণার সাথে মুসলিমকে উদ্বুদ্ধ করা হলে, সে আগ্রহের সাথে সে কাজ সম্পাদন করে। যে কাজ প্রার্থনীয়, সে কাজের বিনিময়ে বা পরিণামে নির্ধারিত পারিতোষিক থাকলে, সে কাজে মানুষের অনুপ্রেরণা জাগে। যেমন, মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (٢٠) سورة المزمل

অর্থাৎ, নামায প্রতিষ্ঠিত কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহকে দাও উত্তম ঋণ। তোমরা তোমাদের আত্মার মঙ্গলের জন্য ভাল যা কিছু অগ্রিম প্রেরণ করবে, তোমরা তা আল্লাহর নিকট উৎকৃষ্টতর এবং পুরস্কার হিসাবে মহত্তর পাবে। আর তোমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ মহা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *(মুযযাম্মিল ঃ ২০)*

৩। ইসলাম কেবল বিশ্বাস ও আনুষ্ঠানিকতার নাম নয়। ইসলাম মানুষকে কর্মে উদ্বুদ্ধ করে। আর সেই কর্মের উপর বহুগুণ পুরস্কার প্রদান করে। মহান আল্লাহ বলেন,

{مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} (٢٦١)

অর্থাৎ, যারা আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তাদের উপমা একটি শস্য-বীজের মত, যা থেকে সাতটি শীষ জন্মে, প্রতিটি শীষে থাকে একশত শস্য-দানা। আর আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা বহুগুণে বৃদ্ধি ক'রে দেন। আল্লাহ মহাদানশীল, মহাজ্ঞানী। (বাক্বারাহ ঃ ২৬১)

শুধু তাই নয়, মনে কর্মের সংকল্প থাকলে, তা কাজে পরিণত না করতে পারলেও পুরস্কার প্রদান করা হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বর্কতময় মহান প্রভু থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন যে, "নিশ্চয় আল্লাহ পুণ্যসমূহ ও পাপসমূহ লিখে দিয়েছেন। অতঃপর তিনি তার ব্যাখ্যাও করে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি কোন নেকী করার সংকল্প করে; কিন্তু সে তা কর্মে বাস্তবায়িত করতে পারে না,

আল্লাহ তাবারাকা অতাআলা তার জন্য (কেবল নিয়ত করার বিনিময়ে) একটি পূর্ণ নেকী লিখে দেন। আর সে যদি সংকল্প করার পর কাজটি করে ফেলে, তাহলে আল্লাহ তার বিনিময়ে দশ থেকে সাতশ গুণ, বরং তার চেয়েও অনেক গুণ নেকী লিখে দেন। পক্ষান্তরে যদি সে একটি পাপ করার সংকল্প করে; কিন্তু সে তা কর্মে বাস্তবায়িত না করে, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাঁর নিকট একটি পূর্ণ নেকী হিসাবে লিখে দেন। আর সে যদি সংকল্প করার পর ঐ পাপ কাজ করে ফেলে, তাহলে আল্লাহ মাত্র একটি পাপ লিপিবদ্ধ করেন।" (বুখারী-মুসলিম)

৪। মানুষ সম্মানীয় জীব। মহান স্রষ্টা তাকে সম্মান দান করেছেন, শিখিয়েছেন আত্মসম্মানবোধ। সুতরাং সে কোন মানুষের পূজারী হতে পারে না। পারে না তার থেকে সম্মানে ছোট কোন সৃষ্টিরও কাছে মাথা নত করতে। এটা তার সম্মানের প্রতিকূল। ইসলামই শিক্ষা দিয়েছে, কোন সৃষ্টির উপাসনা নয়, একক স্রষ্টার উপাসনা কর। ইসলামই নির্দেশ দিয়েছে, সৃষ্টির ইবাদত ছেড়ে স্রষ্টার ইবাদত কর। যিনি স্রষ্টা, অধিপতি, প্রতিপালক, রুযীদাতা, তিনিই উপাস্য, তিনিই ইবাদত পাওয়ার যোগ্য অধিকারী। ইসলামই শিখিয়েছে পৌত্তলিকতা শির্ক, সৃষ্টির পূজা শির্ক। আর শির্ক হল অন্ধকার, তাওহীদ হল আলো। ইসলাম মানুষকে শির্কের অন্ধকার থেকে উদ্ধার করে তাওহীদের আলোয় আনতে চায়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ} الحديد ٩

অর্থাৎ, তিনিই তাঁর বান্দাদের প্রতি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেন, তোমাদেরকে সমস্ত প্রকার অন্ধকার হতে আলোকে আনার জন্য। আর নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি করুণাময়; পরম দয়ালু।

(হাদীদ ঃ ৯)

৫। ইসলাম মানুষকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করে। সুউন্নত ও সভ্য রূপে গড়ে তোলে। হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি-খুনাখুনি ও মারামারি-দাঙ্গার নরক থেকে রক্ষা করে। ইসলাম মানুষের মাঝে সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে। ইসলাম আপোসে বিচ্ছিন্নতা, সম্পর্কহীনতা ও দলাদলি করতে নিষেধ করে। ঐক্য, সংহতি, সহানুভূতি, সহযোগিতা, সমমর্মিতা ও সমানুভূতির প্রতি মানুষকে আহবান করে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ}

অর্থাৎ, তোমরা সকলে আল্লাহর রশি (ধর্ম বা কুরআন)কে শক্ত ক'রে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ কর; তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে, অতঃপর তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করলেন। ফলে তোমরা তাঁর অনুগ্রহে পরস্পর ভাই-ভাই হয়ে গেলে। তোমরা অগ্নিকুন্ডের (দোযখের) প্রান্তে ছিলে, অতঃপর তিনি (আল্লাহ) তা হতে তোমাদেরকে উদ্ধার করেছেন। এরূপে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শন স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন, যাতে তোমরা সৎপথ পেতে পার। *(আলে ইমরান ঃ ১০৩)*

মহানবী ﷺ বলেছেন, "তোমরা এক অপরের প্রতি হিংসা করো না, কেনা-বেচাতে জিনিসের মূল্য বাড়িয়ে এক অপরকে ধোঁকা দিয়ো না, এক অপরের প্রতি শত্রুতা রেখো না, এক অপর থেকে (ঘৃণাভরে) মুখ ফিরায়ো না এবং এক অপরের (জিনিস) কেনা-বেচার উপর কেনা-বেচা করো না। আর হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা ভাই-ভাই হয়ে

যাও। মুসলিম মুসলিমের ভাই। সে তার প্রতি যুলুম করবে না, তাকে তুচ্ছ ভাববে না এবং তাকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেবে না। আল্লাহভীতি এখানে রয়েছে। (তিনি নিজ বুকের দিকে ইঙ্গিত করে এ কথা তিনবার বললেন।) কোন মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ ভাবা একটি মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য যথেষ্ট। প্রত্যেক মুসলিমের রক্ত, মাল এবং তার মর্যাদা অপর মুসলিমের উপর হারাম।” *(মুসলিম)*

তিনি আরো বলেছেন, “তোমাদের মধ্যে কেউ (পূর্ণ) মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।” *(বুখারী ও মুসলিম)*

৬। ইসলাম মুসলিমের মনে আশাবাদিতা সৃষ্টি করে। ইতিবাচক মন রাখতে উদ্বুদ্ধ করে। মন থেকে হতাশা ও নৈরাশ্য বিদূরিত করতে বলে। মানুষের মন দুর্বল হলেও সবল করতে উৎসাহিত করে। বিপদে ভেঙ্গে পড়তে এবং পতিত হলে পড়ে থাকতে নিষেধ করে। ধৈর্যধারণ করতে এবং নতুনভাবে জীবন শুরু করতে অনুপ্রাণিত করে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

إِنَّ الإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً (١٩) إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً (٢٠) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً (٢١) إِلاَّ الْمُصَلِّينَ (٢٢) الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ (٢٣)......

অর্থাৎ, মানুষ তো সৃজিত হয়েছে অতিশয় অস্থিরচিত্তরূপে। যখন তাকে বিপদ স্পর্শ করে, তখন সে হয় হা-হুতাশকারী। আর যখন তাকে কল্যাণ স্পর্শ করে, তখন সে হয় অতি কৃপণ। অবশ্য নামাযীগণ এর ব্যতিক্রম; যারা তাদের নামাযে সদা নিষ্ঠাবান।---- *(মাআ'রিজ ঃ ১৯-২৩)*

তিনি আরো বলেছেন,

{وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ } (٤٥)

অর্থাৎ, তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর এবং

বিনীতগণ ব্যতীত আর সকলের নিকট নিশ্চিতভাবে এ কঠিন। (বাক্বারাহ ঃ ৪৫)

মহানবী ﷺ বলেছেন, "(দেহমনে) সবল মু'মিন আল্লাহর নিকট দুর্বল মু'মিন অপেক্ষা বেশী প্রিয়। আর প্রত্যেকের মধ্যে কল্যাণ রয়েছে। তুমি ঐ জিনিসে যত্নবান হও, যাতে তোমার উপকার আছে এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর ও উৎসাহহীন হয়ো না। যদি তোমার কিছু ক্ষতি হয়, তাহলে এ কথা বলো না যে, 'যদি আমি এ রকম করতাম, তাহলে এ রকম হত।' বরং বলো, 'আল্লাহর (লিখিত) ভাগ্য এবং তিনি যা চেয়েছেন, তাই করেছেন।' কারণ, 'যদি' (শব্দ) শয়তানের কাজের দুয়ার খুলে দেয়।" *(মুসলিম)*

৭। ইসলাম বর্ণবৈষম্য স্বীকার করে না। জাতীয়তাবাদ ও দেশ, গোত্র, রঙ, ভাষা, বা জাতিভিত্তিক কোন পক্ষপাতিত্বের স্বীকৃতি দেয় না। মানুষে-মানুষে ভেদাভেদের প্রাচীর ভেঙ্গে চুরমার করে ইসলাম।

মহান স্রষ্টা মানুষকে ভিন্ন ভিন্ন রঙ, ভাষা বা গোত্রের নানা বৈচিত্র দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এটা তাঁর এক মহিমা ও সৃষ্টিকৌশল। তিনি বলেন,

{وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ} (٢٢) سورة الروم

অর্থাৎ, তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি নিদর্শন ঃ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বিভিন্নতা। এতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে। (রূম ঃ ২২)

কিন্তু পার্থক্যের বেড়া ভেঙ্গে মানুষের মাঝে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে আহবান করেছেন তিনিই। তিনি বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ

لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} (١٣) الحجرات

অর্থাৎ, হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরেরর সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক আল্লাহ্-ভীরু। আল্লাহ সবকিছু জানেন, সব কিছুর খবর রাখেন। *(হুজুরাতঃ ১৩)*

আর তাঁর প্রেরিত দূত ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাদের দেহ এবং তোমাদের আকৃতি দেখেন না, বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও আমল দেখেন।" (মুসলিম)

"কিয়ামতের দিন মোটা-তাজা বৃহৎ মানুষ আসবে, আল্লাহর কাছে তার মাছির ডানার সমানও ওজন হবে না।" (বুখারী ও মুসলিম)

"আরবীর উপর অনারবীর এবং অনারবীর উপর আরবীর, কৃষ্ণকায়ের উপর শ্বেতকায়ের এবং শ্বেতকায়ের উপর কৃষ্ণকায়ের কোন শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা নেই। শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা আছে তো কেবল তাক্বওয়ার কারণেই।" (মুসনাদে আহমাদ ৫/৪১১)

৮। ইসলাম সকল মানুষকে স্ব-স্ব অধিকার প্রদান করেছে। একজনের অধিকার-ভাগ কেটে অন্যকে প্রদান করেনি। হাদীসে বলা হয়েছে,

(إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ).

'নিশ্চয় তোমার উপর তোমার প্রভুর অধিকার রয়েছে। তোমার প্রতি তোমার আত্মারও অধিকার আছে এবং তোমার প্রতি তোমার পরিবারেরও অধিকার রয়েছে। অতএব তুমি প্রত্যেক অধিকারীকে তার অধিকার প্রদান কর।' *(বুখারী)*

নারী-কল্যাণ বিষয়ে ইসলামের বৈশিষ্ট্য

১। ইসলাম নারীকে তার যথার্থ মর্যাদা ও অধিকার প্রদান করেছে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُواْ اللّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا} (٣٢) سورة النساء

অর্থাৎ, যা দিয়ে আল্লাহ তোমাদের কাউকেও কারোর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, তোমরা তার লালসা করো না। পুরুষগণ যা অর্জন করে, তা তাদের প্রাপ্য অংশ এবং নারীগণ যা অর্জন করে, তা তাদের প্রাপ্য অংশ। তোমরা আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। (নিসা ঃ ৩২)

২। মায়ের পায়ের তলায় পুরুষের বেহেশ্‌ত নির্ধারণ করেছে।

মহানবী ﷺ বলেছেন, "তুমি মায়ের খিদমতে অবিচল থাক। কারণ, তার পদতলে তোমার জান্নাত রয়েছে।" *(ইবনে মাজাহ, সহীহ নাসাঈ ২৯০৮-নং)*

৩। স্ত্রীকে স্বামীর লেবাস বলে মর্যাদা দিয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ} (١٨٧) سورة البقرة

অর্থাৎ, তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক। (বাক্বারাহ ঃ ১৮৭)

৪। কন্যাকে মানুষের জন্য দোযখের পর্দা ও আবরণ নির্ধারণ করেছে।

মহানবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি এই একাধিক কন্যা নিয়ে সঙ্কটাপন্ন হবে, অতঃপর সে তাদের প্রতি যথার্থ সদ্ব্যবহার করবে, সেই ব্যক্তির জন্য ঐ কন্যারা জাহান্নাম থেকে অন্তরাল (পর্দা) স্বরূপ হবে।" *(বুখারী ১৪১৮ নং, মুসলিম ২৬২৯ নং)*

তিনি আরো বলেছেন, "যে ব্যক্তি দুটি অথবা তিনটি কন্যা, কিংবা দুটি অথবা তিনটি বোন তাদের মৃত্যু অথবা বিবাহ, অথবা সাবালিকা হওয়া পর্যন্ত, কিংবা ঐ ব্যক্তির মৃত্যু পর্যন্ত যথার্থ প্রতিপালন করে, সে ব্যক্তি আর আমি (পরকালে) তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলিদ্বয়ের মত পাশাপাশি অবস্থান করব।" *(আহমাদ ৩/ ১৪৭- ১৪৮, ইবনে হিব্বান ২০৪৫ নং, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৯৬ নং)*

৫। বিধবা ও তালাকপ্রাপ্তার জন্য পুনর্বিবাহ বৈধ করেছে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} (٣٢) سورة النــور

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যাদের স্বামী-স্ত্রী নেই, তাদের বিবাহ সম্পাদন কর এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎ, তাদেরও। তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত ক'রে দেবেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। (নূর ঃ ৩২)

৬। সকল ক্ষেত্রে নারীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পুরুষের উপর ন্যস্ত করেছে। নারী সৃষ্টিগতভাবে দুর্বল বলেই পুরুষকেই তার কর্তা নির্বাচন করেছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ} (٣٤) سورة النساء

অর্থাৎ, পুরুষ নারীর কর্তা। কারণ, আল্লাহ তাদের এককে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং এ জন্য যে পুরুষ (তাদের জন্য) ধন ব্যয় করে। (নিসা ঃ ৩৪)

{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ} (٢٢٨) سورة البقرة

অর্থাৎ, নারীদের তেমনি ন্যায়-সঙ্গত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের। কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের কিছুটা মর্যাদা আছে। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (বাক্বারাহ ঃ ২২৮)

৭। নারী পুরুষের কাছে অবহেলিতা ছিল। কন্যা-সন্তান অবাঞ্ছনীয় ছিল। তাই তাকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে হত্যা করা হতো, মাটিতে পুঁতে ফেলা হতো, কন্যার জনক হওয়াটা অপমানজনক ভাবা হতো। ইসলাম এ সবকে অন্যায় ঘোষণা করে কন্যার মর্যাদা রক্ষা করেছে। কন্যা-ঘাতকরা রক্ষা পাবে না।

{وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ (٨) بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ} (٩) التكوير

যখন জীবন্ত-প্রোথিতা কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কোন্ অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল? (তাকভীর ঃ ৮-৯)

কন্যা-সন্তানের ব্যাপারে মানুষের মন ও মানসিকতা এমন ছিল যে,

{وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ (٥٨) يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلاَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ} (٥٩) النحل

যখন তাদের কাউকে কন্যা-সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার মুখমন্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়।

তাকে যে সংবাদ দেওয়া হয়, তার গ্লানি হেতু সে নিজ সম্প্রদায় হতে আত্মগোপন করে; সে চিন্তা করে যে, হীনতা সত্ত্বেও সে তাকে রেখে দেবে, না মাটিতে পুঁতে দেবে। সাবধান! তারা যা সিদ্ধান্ত করে, তা কতই না নিকৃষ্ট। (নাহ্‌ল ঃ ৫৮-৫৯)

৮। আধুনিক জাহেলিয়াতেও নারী অবহেলিতা ও বঞ্চিতা। বিশেষ করে পণ ও যৌতুক প্রথার বিষাক্ত পরিবেশে সমাজের মন যেন গাইছে,

'কন্যা ঘরের আবর্জনা, পয়সা দিয়ে ফেলতে হয়,
রক্ষণীয়া পালনীয়া শিক্ষণীয়া আদৌ নয়।'

কিন্তু ইসলাম নারীর মর্যাদা দিয়েছে। পণ-যৌতুক গ্রহণ করতে নয়, বরং মোহর প্রদান করে বিবাহ করতে আদেশ করা হয়েছে পুরুষকে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} (٢٤) سورة النساء

অর্থাৎ, নারীদের মধ্যে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত সকল সধবা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ, তোমাদের জন্য এ হল আল্লাহর বিধান। উল্লিখিত নারীগণ ব্যতীত আর সকলকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য বৈধ করা হল; এই শর্তে যে, তোমরা তাদেরকে নিজ সম্পদের বিনিময়ে বিবাহের মাধ্যমে গ্রহণ করবে, অবৈধ যৌন-সম্পর্কের মাধ্যমে নয়। অতঃপর তোমরা তাদের মধ্যে যাদের (মাধ্যমে দাম্পত্যসুখ) উপভোগ করবে, তাদেরকে নির্ধারিত মোহর অর্পণ কর। (নিসা ঃ ২৪)

৯। কামুকদের কামনা, লম্পটদের লাম্পট্য ও ইভটিজারদের ইভটিজিং থেকে নারীকে মুক্তি দিতে ইসলাম পর্দার বিধান দিয়েছে। সম্ভ্রান্ত মহিলার পরিচয় দিতে নারীকে 'হিজাব' ব্যবহার করতে বলা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً}

অর্থাৎ, হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও বিশ্বাসীদের রমনীগণকে বল, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের (মুখমন্ডলের) উপর টেনে দেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজতর হবে; ফলে তাদেরকে উত্ত্যক্ত করা হবে না। আর আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (আহ্যাব ঃ ৫৯)

১০। নারীর নিরাপত্তার স্বার্থেই পরপুরুষের সাথে বিশেষ পদ্ধতিতে বাক্যালাপ করার বিধান দিয়েছে ইসলাম। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً} الأحزاب ٣٢

অর্থাৎ, হে নবী-পত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও; যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তবে পরপুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলো না, যাতে অন্তরে যার ব্যাধি আছে সে প্রলুব্ধ হয়। আর তোমরা সদালাপ কর। (স্বাভাবিকভাবে কথা বল।) *(আহ্যাব ঃ ৩২)*

উক্ত আয়াতে সম্বোধন যদিও নবী-পত্নীগণকে করা হয়েছে, তবুও তার বিধান প্রত্যেক মুসলিম নারীর জন্য। যেহেতু উক্ত বিধান পালনের ব্যাপারে তাঁদের তুলনায় এদের প্রয়োজনীয়তা বেশি।

১১। একই কারণে নারী-পুরুষ উভয়কেই চক্ষু অবনত করার বিধান দিয়েছে। যার দিকে সকাম দৃষ্টিপাত ক্ষতিকর হতে পারে, তার দিকে দৃষ্টিপাত নিষেধ করেছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ

اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (٣٠) وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ....} (٣١) سورة النــور

অর্থাৎ, বিশ্বাসীদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের যৌন অঙ্গকে সাবধানে সংযত রাখে; এটিই তাদের জন্য অধিকতর পবিত্র। ওরা যা করে, নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে অবহিত। বিশ্বাসী নারীদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের লজ্জাস্থান রক্ষা করে। তারা যা সাধারণতঃ প্রকাশ থাকে তা ব্যতীত তাদের সৌন্দর্য যেন প্রদর্শন না করে, তারা তাদের বক্ষঃস্থল যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত রাখে। *(নূর ঃ ৩০-৩১)*

মহানবী ﷺ বলেন, "একবার নজর পড়ে গেলে আর দ্বিতীয়বার তাকিয়ে দেখো না। প্রথমবারের (অনিচ্ছাকৃত) নজর তোমার জন্য বৈধ। কিন্তু দ্বিতীয়বারের নজর বৈধ নয়। *(আহমাদ, আবূ দাঊদ, তিরমিযী, হাকেম, সহীহুল জামে' ৭৯৫৩ নং)*

১২। একই কারণে মহিলাকে এমনভাবে চলাফেরা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে পর-পুরুষের মনে আকর্ষণ সৃষ্টি না করে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (٣١) سورة النــور

অর্থাৎ, তারা যেন এমন সজোরে পদক্ষেপ না করে, যাতে তাদের গোপন আভরণ প্রকাশ পেয়ে যায়। হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। *(নূর ঃ ৩১)*

মহানবী ﷺ বলেছেন, “প্রত্যেক চক্ষুই ব্যভিচারী। আর মহিলা যদি (কোন প্রকার) সুগন্ধ ব্যবহার করে কোন (পুরুষদের) মজলিসের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে, তবে সে ব্যভিচারিণী (বেশ্যার মেয়ে)।” *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে হিব্বান, ইবনে খুযাইমাহ, হাকেম, সহীহুল জামে’ ৪৫৪০নং)*

১৩। নারীর আবেগ নিয়ে যাতে কেউ খেলতে না পারে, নারীর অনভিজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে যাতে কেউ তাকে প্রবঞ্চিতা ও প্রতারিতা না করতে পারে, তার জন্য তার বিবাহে অভিভাবকের অনুমতি আবশ্যক করেছে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(أَيّمَا امْرَأَة نَكَحَت نَفسَهَا بِغَيْر إِذنِ وَلِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فنكاحها بَاطِل فنكاحها بَاطِل).

অর্থাৎ, মহানবী ﷺ বলেন, “যে নারী তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়াই নিজে নিজে বিবাহ করে, তার বিবাহ বাতিল, বাতিল, বাতিল।” *(আহমাদ, আবূ দাঊদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, দারেমী, মিশকাত ৩১৩১ নং)*

অবশ্য নারীর সম্মতিকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, তার সম্মতি না নিয়ে জোর করে কারো সাথে বিবাহকে অবৈধ করা হয়েছে। যেমন অপছন্দনীয় কারো সাথে বিবাহ হলে তাকে তালাক নেওয়ার অধিকারও দেওয়া হয়েছে।

১৪। নারীর স্বার্থেই একাধিক বিবাহ বৈধ করেছে ইসলাম। তার কোন ত্রুটির কারণে স্বামী তাকে বর্জন করলে তার দুর্দিন আসে, পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা বেশি হলে বহু নারী অবিবাহিতা থেকে যায়, স্ত্রী যৌন-মিলনে অক্ষম বা শীতল হলে স্বামী পরকীয়ার প্রেমে পড়ে, আরো কত কী। কিন্তু একাধিক বিবাহ করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিলে বৈধভাবে

স্বামীও খোশ হয়, স্ত্রীও স্ত্রী থাকে। তবে তাতে শর্ত হল পুরুষকে স্ত্রীদের মাঝে ন্যায়পরায়ণতা বজায় রাখতে হবে। নচেৎ একাধিক বিবাহ বৈধ নয়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ} (٣) سورة النساء

অর্থাৎ, আর তোমরা যদি আশংকা কর যে, পিতৃহীনাদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে বিবাহ কর (স্বাধীন) নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে; দুই, তিন অথবা চার। আর যদি আশংকা কর যে, সুবিচার করতে পারবে না, তবে একজনকে (বিবাহ কর) অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত (ক্রীত অথবা যুদ্ধবন্দিনী) দাসীকে (স্ত্রীরূপে ব্যবহার কর)। এটাই তোমাদের পক্ষপাতিত্ব না করার অধিকতর নিকটবর্তী। (নিসা ঃ ৩)

যেমন এমার্জেন্সী গেটের মতো তালাক (বিবাহ-বিচ্ছেদ)কেও বৈধতা দান করেছে ইসলাম।

১৫। জাহেলী যুগে নারীই এক প্রকার মীরাসের সম্পত্তি ছিল। তাকে মীরাস থেকে বঞ্চিত করা হতো। ইসলাম তাকে তার প্রাপ্য হক প্রদান করেছে। কখনো পুরুষের অর্ধেক, কখনো পুরুষের সমান। আল-ক্বুরআনের সূরা নিসায় তার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

১৬। স্বামীর কাছে স্ত্রীর মর্যাদা নিয়ে সমান ব্যবহার পাওয়া অধিকারিণী করেছে নারীকে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ} (٢٢٨) سورة البقرة

অর্থাৎ, নারীদের তেমনি ন্যায়-সঙ্গত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের। কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের কিছুটা মর্যাদা আছে। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (বাক্বারাহ ঃ ২২৮)

{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} (١٩) سورة النساء

অর্থাৎ, তাদের সাথে সৎভাবে জীবন যাপন কর; তোমরা যদি তাদেরকে ঘৃণা কর, তাহলে এমন হতে পারে যে, আল্লাহ যাতে প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন, তোমরা তাকে ঘৃণা করছ। (নিসা ঃ ১৯)

১৭। মহান আল্লাহর কাছে আনুগত্যের প্রতিদানে নারীকেও পুরুষের সমান করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً} الأحزاب ٣٥

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) পুরুষ ও আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) নারী, বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, রোযা পালনকারী পুরুষ ও রোযা পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী (সংযমী) পুরুষ ও যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী (সংযমী) নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও

আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী নারী---এদের জন্য আল্লাহ্‌ ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান রেখেছেন। *(আহ্‌যাবঃ ৩৫)*

{فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ} آل عمران ١٩٥

অর্থাৎ, অতঃপর তাদের প্রতিপালক তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে বলেন, আমি তোমাদের মধ্যে কোন কর্মনিষ্ঠ নর অথবা নারীর কর্ম বিফল করি না; তোমরা পরস্পর সমান। *(আলে ইমরানঃ ১৯৫)*

{وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتَ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيراً} النساء ١٢٤

অর্থাৎ, আর পুরুষই হোক অথবা নারীই হোক, যারাই বিশ্বাসী হয়ে সৎকাজ করবে, তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি (খেজুরের আঁটির পিঠে) বিন্দু পরিমাণও যুলুম করা হবে না। *(নিসাঃ ১২৪)*

পক্ষান্তরে যেখানে নারীকে পুরুষের সমানাধিকার দেওয়া হয়নি, যেমন পিতার ওয়ারেস হওয়ার ক্ষেত্রে, একই সময়ে একাধিক স্বামী রাখার ক্ষেত্রে ইত্যাদি, সেখানে সৃষ্টিকর্তার মহা কৌশল ও ইসলামের হিকমতপূর্ণ যৌক্তিকতা আছে। জ্ঞানিগণ জ্ঞান-গবেষণা করলেই সহজে বুঝতে পারবেন, তাতে আসলে নারীর মর্যাদা আদৌ ক্ষুণ্ন করা হয়নি।

আম অধিকারে ইসলামের বৈশিষ্ট্য

১। ইসলাম প্রত্যেক মানুষকে তার স্বাধিকার প্রদান করতে উদ্বুদ্ধ করে। শুধু মানুষই নয়, জীব-জন্তু ও উদ্ভিদের অধিকার সম্বন্ধেও উদাসীন নয় ইসলাম। অধিকারীর অধিকার লংঘন করতে নিষেধ করেছে ইসলাম। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ} (١٩٠) البقرة والمائدة ٨٧

অর্থাৎ, বাড়াবাড়ি (সীমালংঘন) করো না, নিশ্চয় আল্লাহ বাড়াবাড়িকারীদেরকে পছন্দ করেন না। *(বাক্বারাহ ঃ ১৯০, মায়িদাহ ঃ ৮৭)*

পশুর প্রতি দয়াপ্রদর্শনে পুরস্কার রেখেছে ইসলাম।

রসূল ﷺ বলেন, "এক ব্যক্তি এক কুয়ার নিকটবর্তী হয়ে তাতে অবতরণ করে পানি পান করল। অতঃপর উঠে দেখল, কুয়ার পাশে একটি কুকুর (পিপাসায়) জিহ্বা বের করে হাঁপাচ্ছে। তার প্রতি লোকটির দয়া হল। সে তার পায়ের একটি (চর্মনির্মিত) মোজা খুলে (কুয়াতে নেমে তাতে পানি ভরে এনে) কুকুরটিকে পান করাল। ফলে আল্লাহ তার এই কাজের প্রতিদান স্বরূপ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করালেন।"

লোকেরা বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! জীব-জন্তুর প্রতি দয়াপ্রদর্শনেও কি আমাদের সওয়াব আছে? তিনি বললেন, "প্রত্যেক সজীব প্রাণবিশিষ্ট জীবের (প্রতি দয়াপ্রদর্শনে) সওয়াব বিদ্যমান।" *(বুখারী ২৪৬৬ নং, মুসলিম ২২৪৪ নং)*

পশুর অধিকার নষ্ট করার এবং তার প্রতি নিষ্ঠুর হওয়ার সাজা রেখেছে ইসলাম।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

(عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا سَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ).

"এক মহিলাকে একটি বিড়ালের জন্য শাস্তি দেওয়া হয়েছে। সে তাকে বেঁধে রেখেছিল এবং অবশেষে সে মারা গিয়েছিল, পরিণতিতে মহিলা তারই কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করল। সে যখন তাকে বেঁধে রেখেছিল, তখন তাকে আহার ও পানি দিত না এবং তাকে ছেড়েও দিত না যে, সে কীট-পতঙ্গ ধরে খাবে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

একদা মহানবী ﷺ একটি উটকে দেখলেন, (ক্ষুধায়) তার পিঠের সাথে পেট লেগে গেছে। তা দেখে তিনি বললেন, "তোমরা এই অবলা জন্তুদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। সুতরাং উত্তমভাবে (সুস্থ থাকা অবস্থায়) তাতে সওয়ার হও এবং উত্তমভাবে (সুস্থ থাকা অবস্থায়) তা খাও (বা তার পিঠ থেকে নেমে যাও)।" *(আবূ দাঊদ, ইবনে খুযাইমাহ, সহীহ তারগীব ২২৭৩নং)*

অহেতুক প্রাণী হত্যা করতে নিষেধ করেছে ইসলাম।

ইসলামের নবী ﷺ বলেছেন,

(إنّ أعْظَمَ الذُّنوبِ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ مِنْها طَلَّقَها وَذَهَبَ بِمَهْرِها ورَجُلٌ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً فَذَهَبَ بأُجْرَتِهِ وآخَرُ يَقْتُلُ دَابَّةً عَبثاً).

"আল্লাহর নিকট সব চাইতে বড় পাপিষ্ঠ সেই ব্যক্তি, যে কোন মহিলাকে বিবাহ করে, অতঃপর তার নিকট থেকে মজা লুটে নিয়ে তাকে তালাক দেয় এবং তার মোহরও আত্মসাৎ করে। (দ্বিতীয় হল) সেই ব্যক্তি, যে কোন লোককে মজুর খাটায়, অতঃপর তার মজুরী আত্মসাৎ করে এবং (তৃতীয় হল) সেই ব্যক্তি, যে খামোখা পশু হত্যা করে।" *(হাকেম, বাইহাকী, সহীহুল জামে' ১৫৬৭ নং)*

অহেতুক গাছ কেটে ফেলতে নিষেধ করেছে ইসলাম।

মহানবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি (খামোখা) কোন কুল গাছ কেটে ফেলবে (যে গাছের নিচে মুসাফির বা পশু-পক্ষী ছায়া গ্রহণ করত), সে ব্যক্তির মাথাকে আল্লাহ সোজা জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।" *(আবূ দাঊদ ৫২৩৯নং)*

ফল-ফসলের জন্য, পরিবেশ দূষণমুক্ত করার জন্য অথবা ছায়াগ্রহণ করার জন্য ইসলাম গাছ লাগাতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

মহানবী ﷺ বলেন, "কিয়ামত কায়েম হয়ে গেলেও তোমাদের কারো হাতে যদি কোন গাছের চারা থাকে এবং সে তা এর আগেই রোপন করতে সক্ষম হয়, তবে যেন তা রোপন করে ফেলে।" *(আহমাদ, সঃ জামে' ১৪২৪নং)*

প্রিয় নবী ﷺ আরো বলেন, "যে কোন মুসলিম গাছ লাগায় কিংবা কোন ফসল ফলায় আর তা হতে কোন পাখী, মানুষ অথবা চতুষ্পদ জন্তু ভক্ষণ করে, তবে তা তার জন্য সদকাহ (করার সমপরিমাণ সওয়াব লাভ) হয়।" *(বুখারী ২৩২০নং)*

২। মানুষের প্রতি দরদী হতে উদ্বুদ্ধ করে ইসলাম। মানুষের প্রতি হিতাকাঙ্ক্ষী হতে, তার ইহ-পরকালের ব্যাপারে কল্যাণকামী হতে অনুপ্রাণিত করে।

মহানবী ﷺ বলেন, "দ্বীন হল হিতাকাঙ্ক্ষার নাম।" আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, 'কার জন্য হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "আল্লাহ, তাঁর কিতাব, তাঁর রসূল, মুসলিমদের নেতৃবর্গ এবং তাদের জনসাধারণের জন্য।" *(মুসলিম ৫৫নং)*

পরকালের শাস্তি থেকে মুক্তি দেওয়ার লক্ষ্যে মানুষকে সৎকর্মে আদেশ ও অসৎ কর্মে বাধা প্রদান করতে নির্দেশ দেয়। মহান আল্লাহ

বলেন,

{وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (١٠٤) سورة آل عمران

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা (লোককে) কল্যাণের দিকে আহবান করবে এবং সৎকার্যের নির্দেশ দেবে ও অসৎ কার্য থেকে নিষেধ করবে। আর এ সকল লোকই হবে সফলকাম। (আলে ইমরান ঃ ১০৪)

{كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ} (١١٠) سورة آل عمران

অর্থাৎ, তোমরাই শ্রেষ্ঠতম জাতি। মানবমন্ডলীর জন্য তোমাদের অভ্যুত্থান হয়েছে, তোমরা সৎকার্যের নির্দেশ দান করবে, অসৎ কার্য (করা থেকে) নিষেধ করবে, আর আল্লাহতে বিশ্বাস করবে। (আলে ইমরান ঃ ১১০)

বলাই বাহুল্য যে, উপকারিতার স্থায়িত্বকাল অনুসারে উপকারীর মহত্ত্ব কম-বেশি হয়। যে উপকারী পার্থিব কোন উপকার করে মানুষের সাহায্য করে, হয়তো-বা ৬০/৭০ বছর জীবনের উপকার সাধন করে তাকে কৃতার্থ করে, সে উপকারী নিশ্চয় মহান। কিন্তু যে উপকারী পার্থিব জীবনে উপকার করার পরেও পরকালের অনন্তকাল জীবনে সুখী হওয়ার জন্য উপকার সাধন করে, সে উপকারী নিশ্চয় সুমহান।

৩। পার্থিব সাহায্য-সহযোগিতার ক্ষেত্রে ইসলাম মুসলিমকে অপর মুসলিমের জন্য আয়নাস্বরূপ মনে করে। সামাজিক বন্ধনের ক্ষেত্রে পুরো সমাজকে একটি অট্টালিকার মতো নিরূপণ করে। ধনীদের ধনে গরীবদের অধিকার নির্ধারণ করে। ইসলাম এমন সমাজ চায় না, যে

সমাজে কেউ খাবে, কেউ খাবে না। কেউ পোলাও খাবে, কেউ রুটিও পাবে না। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} (١٩) سورة الذاريات

অর্থাৎ, তাদের ধন-সম্পদে রয়েছে ভিক্ষুক ও বঞ্চিতের হক। (যারিয়াত ঃ ১৯)

{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (٦٠) سورة التوبة

অর্থাৎ, (ফরয) স্বাদক্বাসমূহ শুধুমাত্র নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত এবং স্বাদক্বাহ (আদায়ের) কাজে নিযুক্ত কর্মচারীদের জন্য, যাদের মনকে ইসলামের প্রতি অনুরাগী করা আবশ্যক তাদের জন্য, দাসমুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে (সংগ্রামকারী) ও (বিপদগ্রস্ত) মুসাফিরের জন্য। এ হল আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত (বিধান)। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। (তাওবাহ ঃ ৬০)

৪। দান-খয়রাত করে অনাথ, বিধবা ও দরিদ্রের সেবা করতে উদ্বুদ্ধ করে ইসলাম। দুর্বলদের প্রতি দয়াপ্রদর্শন করতে উৎসাহিত করে দ্বীনের বিধান। আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করতে আগ্রহান্বিত করে ইসলামী শরীয়ত। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا}

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর ও কোন কিছুকে তাঁর অংশী

করো না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, আত্মীয় ও অনাত্মীয় প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, পথচারী এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার কর। নিশ্চয় আল্লাহ আত্মম্ভরী দাম্ভিককে ভালবাসেন না। (নিসা ঃ ৩৬)

মহানবী ﷺ বলেছেন "আমি এবং নিজের অথবা অপরের অনাথ (এতীমের) তত্ত্বাবধায়ক জান্নাতে (পাশাপাশি) থাকব। আর বিধবা ও দুঃস্থ মানুষকে দেখাশুনাকারী ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর সমতুল্য।" *(ত্বাবারানীর আওসাত্ব, সহীহুল জামে' ১৪৭৬নং)*

তিনি আরো বলেছেন, "আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখা, সুন্দর চরিত্র অবলম্বন করা, এবং প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার রাখায় দেশ আবাদ থাকে এবং আয়ু বৃদ্ধি পায়।" *(আহমাদ, সহীহুল জামে ৩৭৬৭নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

((وَاللّهِ لاَ يُؤْمِنُ ، وَاللّهِ لاَ يُؤْمِنُ ، وَاللّهِ لاَ يُؤْمِنُ !)) قِيلَ : مَنْ يَا رَسُولَ اللّهِ ؟ قَالَ : ((الَّذِي لاَ يَأمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ!)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

"আল্লাহর কসম! সে ব্যক্তি মু'মিন নয়। আল্লাহর কসম! সে ব্যক্তি মু'মিন নয়। আল্লাহর কসম! সে ব্যক্তি মু'মিন নয়।" জিজ্ঞেস করা হল, 'কোন্ ব্যক্তি? হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "যে লোকের প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদে থাকে না।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

৫। ইসলাম তার অনুসারীবর্গকে পূর্ণ একটি মাস উপবাস ও রোযা পালন করার নির্দেশ দেয়। যাতে তার মাধ্যমে শিখতে পারে আত্মসংযম, সহানুভূতি, সহমর্মিতা ও ধৈর্যশীলতা। অনুশীলন করতে পারে আল্লাহ-ভীতি ও সৎকর্মের। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (١٨٣) سورة البقرة

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের (রোযার) বিধান দেওয়া হল, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে দেওয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা সংযমশীল হতে পার। (বাক্বারাহ ঃ ১৮৩)

৬। ইসলাম অনাথের তত্ত্বাবধান করতে উদ্বুদ্ধ করে। এতীমের প্রতি অনুগ্রহ করতে উৎসাহিত করে এবং তার অধিকার হরণ তথা সম্পদ ভক্ষণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا} (٢) سورة النساء

অর্থাৎ, পিতৃহীনদেরকে তাদের ধন-সম্পদ সমর্পণ কর এবং উৎকৃষ্টের সাথে নিকৃষ্ট বদল করো না এবং তোমাদের সম্পদের সাথে তাদের সম্পদকে মিশ্রিত ক'রে গ্রাস করো না; নিশ্চয় তা মহাপাপ। (নিসা ঃ ২)

{وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً} (٣٤) سورة الإسراء

অর্থাৎ, সাবালক না হওয়া পর্যন্ত সদুদ্দেশ্যে ছাড়া এতীমের সম্পত্তির নিকটবর্তী হয়ো না। আর প্রতিশ্রুতি পালন করো; নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে।(৩৪)

{إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} (١٠) سورة النساء

অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা পিতৃহীনদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে, তারা আসলে নিজেদের উদরে অগ্নি ভক্ষণ করে। আর অচিরেই তারা

জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে। (নিসা ঃ ১০)

৭। ব্যবহারে ধনী-গরীব, আমীর-ফকীর, দেশী-বিদেশী বা কুলীন-অকুলীনের মাঝে কোন পার্থক্য করে না। ইসলামে সবাই সমান। মহান আল্লাহর দরবারে ও ইবাদতে সবাই বরাবর।

{وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ} (٥٢) سورة الأنعام

অর্থাৎ, যারা তাদের প্রতিপালককে প্রাতে ও সন্ধ্যায় তাঁর মুখমণ্ডল (দর্শন বা সন্তুষ্টি) লাভের জন্য ডাকে, তাদেরকে তুমি বিতাড়িত করো না। তাদের কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তোমার নয় এবং তোমার কোন কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তাদের নয় যে, তুমি তাদেরকে বিতাড়িত করবে, করলে তুমি অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (আন্‌আম ঃ ৫২)

{وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا} (٢٨) سورة الكهف

অর্থাৎ, তুমি নিজেকে তাদেরই সংসর্গে রাখ, যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের প্রতিপালককে তাঁর মুখমণ্ডল (দর্শন বা সন্তুষ্টি) লাভের উদ্দেশ্যে আহবান করে এবং তুমি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করে, তাদের দিক হতে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ো না। আর তুমি তার আনুগত্য করো না, যার হৃদয়কে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী ক'রে দিয়েছি, যে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে ও যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে। (কাহফ ঃ ২৮)

{عَبَسَ وَتَوَلَّى (١) أَنْ جَاءَهُ الأَعْمَى (٢) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى (٣) أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى (٤) أَمَّا مَنْ اسْتَغْنَى (٥) فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى (٦) وَمَا عَلَيْكَ أَلاَّ يَزَّكَّى (٧) وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى (٨) وَهُوَ يَخْشَى (٩) فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى (١٠) كَلاَّ إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ (١١) فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ} (١٢)

অর্থাৎ, সে ভ্রূ কুঞ্চিত করল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল। যেহেতু তার নিকট অন্ধ লোকটি আগমন করেছিল। তোমাকে কিসে জানাবে? হয়তো বা সে পরিশুদ্ধ হত। অথবা উপদেশ গ্রহণ করত, ফলে তা তার উপকারে আসত। পক্ষান্তরে যে লোক বেপরোয়া, তুমি তার প্রতি মনোযোগ দিলে। অথচ সে পরিশুদ্ধ না হলে তোমার কোন দোষ নেই। পক্ষান্তরে যে তোমার নিকট ছুটে এল, সভয় মনে, তুমি তার প্রতি বিমুখ হলে! কক্ষনো (এরূপ করবে) না। এটা তো উপদেশবাণী; যে ইচ্ছা করবে সে তা স্মরণ রাখবে (ও উপদেশ গ্রহণ করবে)। *(আবাসা ঃ ১-১২)*

ইসলামে অস্পৃশ্যতা নেই, নেই জাতপাতের কোন প্রকার দুর্গন্ধ। যোগ্যতা অর্জন করলে ইমামতি করার অধিকার আছে সকলের। আল্লাহর দরবারে পরস্পরের পায়ে পা লাগিয়ে দাঁড়াবার অধিকার আছে সকলের। উর্দু কবি বলেছেন,

'এক হী সফ্ মে খড়ে হো গয়ে মাহমূদ ও ইয়ায,
না কোয়ী বান্দা রহা, না কোয়ী বান্দা-নেওয়ায।'

ইসলামে জাতপাত নেই। ভেদাভেদের কোন প্রাচীর নেই। আপোসের সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের কোন অন্তরাল নেই। কবি বলেছেন,

'সৈয়দ, পাঠান, কাজী, মোল্লা, চৌধুরী বা খন্দকার,
কুলি, চাষী, জোলা, নাপিত, কর্মকার বা কুম্ভকার।
যে যাহাই হও, মুসলিম কিনা জানিতে আমি চাই,
মুসলিম যদি এসো মোর বুকে তুমি যে আমার ভাই।'

সামাজিকতা ও সহাবস্থানে ইসলামের বৈশিষ্ট্য

১। সামাজিকতা ও সহাবস্থানের ক্ষেত্রে মুসলিমদের মাঝে কোন ভেদাভেদ নেই। আমীর-গরীব, উঁচু-নিচু সকলেই একপাত্রে পানাহার করতে পারে। এক জায়গায় বসতে পারে। এমনকি মসজিদেও আমীর-গরীব সবাই সমান। সেখানে কেবল ধনীদের দাপট থাকবে---তা নয়।

বসার জায়গা, যা যার, তা তার। গরীবকে তুলে কোন ধনী সেখানে বসতে পারে না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কোন ব্যক্তি অন্য কাউকে তার জায়গা থেকে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে যেন অবশ্যই না বসে। বরং তোমরা জায়গা প্রশস্ত ক'রে ও নড়ে-সরে জায়গা ক'রে বসো।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

যে জায়গায় যে বসেছিল, কোন কাজে সে অন্যত্র গিয়ে ফিরে এলে, সেই জায়গার বেশি হকদার সেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মজলিস থেকে কেউ উঠে গিয়ে আবার সেখানে ফিরে এলে সেই ঐ জায়গার বেশি হকদার।" *(মুসলিম)*

সেখানে আমীর-গরীব দেখা হয় না। গরীব হলেও সে তার নিজ জায়গা গ্রহণ করবে অনায়াসে।

ধনী বা প্রভাবশালী বলেই কেউ অন্যদের মাঝে ফারাক সৃষ্টি তাদের মাঝে বসতে পারে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কোন ব্যক্তির জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে দু'জনের মধ্যে তাদের বিনা অনুমতিতে তফাৎ সৃষ্টি করবে। *(আবূ দাউদ, তিরমিযী)* আবূ দাউদের এক বর্ণনায় আছে, "দু'জনের মধ্যে তাদের বিনা অনুমতিতে বসা যাবে না।"

উঠা-বসার আদব শিখাতেও কুরআন বলে,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} (١١) سورة المجادلة

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! যখন তোমাদেরকে বলা হয়, 'মজলিসে স্থান প্রশস্ত কর', তখন তোমরা প্রশস্ত ক'রে দাও। আল্লাহ তোমাদের জন্য প্রশস্ততা দেবেন। আর যখন বলা হয়, 'উঠে যাও', তখন তোমরা উঠে যাও। তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে বহু মর্যাদায় উন্নত করবেন। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। *(মুজাদালাহঃ ১১)*

২। তিনজন একত্রে থাকলে একজনকে ছেড়ে দুইজন গোপনে বা ফিস্‌ফিসিয়ে কিছু বলাকে পছন্দ করে না ইসলাম। যেহেতু তাতে তৃতীয়জনের মনে কুধারণা ও সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে এবং তার ফলে আপোসের মাঝে বিদ্বেষ ও মনোমালিন্য দেখা দিতে পারে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যখন (কোন স্থানে) একত্রে তিনজন থাকবে, তৃতীয়জনকে ছেড়ে যেন দু'জনে কানাকানি না করে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

৩। ইসলাম সহাবস্থানে ও লোকাচরণের আদব শিক্ষা দিয়ে মুসলিমকে পথে-ঘাটে বসতে মানা করে।

মহানবী ﷺ বলেন, "তোমরা রাস্তায় বসা হতে বিরত থাক।" সাহাবীগণ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! সে মজলিসে না বসলে তো আমাদের উপায় নেই; আমরা সেখানে কথাবার্তা বলি।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "যখন তোমরা (সেখানে) না বসে মানবেই না, তখন তোমরা রাস্তার হক আদায় কর।" তাঁরা বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! রাস্তার

হক কী?’ তিনি বললেন, “দৃষ্টি সংযত রাখা, কাউকে কষ্ট না দেওয়া, সালামের জবাব দেওয়া, ভাল কাজের নির্দেশ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা।” *(বুখারী-মুসলিম)*

জন্মের আগে ও পরে মানব ও মানবতার প্রতি সযত্নতায় ইসলামের বৈশিষ্ট্য

১। ইসলাম বলে বিবাহের আগে দ্বীনদার চরিত্রবান বরকনে অনুসন্ধান কর।

মহানবী ﷺ বলেন, “তোমাদের নিকট যখন এমন ব্যক্তি (বিবাহের পয়গাম নিয়ে) আসে; যার দ্বীন ও চরিত্রে তোমরা মুগ্ধ, তখন তার সাথে (মেয়ের) বিবাহ দাও। যদি তা না কর, তাহলে পৃথিবীতে ফিৎনা ও মহাফাসাদ সৃষ্টি হয়ে যাবে।” *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ১৯৬৭, মিশকাত ৩০৯০, সিঃ সহীহাহ ১০২২নং)*

“চারটি গুণ দেখে মহিলাকে বিবাহ করা হয়; তার ধন-সম্পদ, তার বংশ মর্যাদা, তার রূপ-সৌন্দর্য এবং তার দ্বীন-ধর্ম দেখে। তুমি দ্বীনদার পাত্রী লাভ ক’রে সফলকাম হও। (অন্যথায় তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।)” *(বুখারী ৫০৯০নং)*

ইসলাম বলে, যাকে ভালোবাসবে, তাকে আল্লাহর ওয়াস্তে বাসো, যাকে ঘৃণা করবে, তাকে দ্বীনের স্বার্থে কর।

মহানবী ﷺ বলেছেন, “ঈমানের সবচেয়ে মজবুত হাতল হল আল্লাহর ওয়াস্তে বন্ধুত্ব করা এবং আল্লাহর ওয়াস্তে শত্রুতা করা, আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসা এবং আল্লাহর ওয়াস্তে ঘৃণা করা।” *(ত্বাবারানী, সঃ জামে’ ২৫৩৯নং)*

তিনি আরো বলেছেন, ইসলামের সবচেয়ে মজবুত হাতল এই যে,

তুমি আল্লাহর ওয়াস্তে সম্প্রীতি স্থাপন করবে এবং আল্লাহর ওয়াস্তে বিদ্বেষ স্থাপন করবে। *(আহমাদ, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান, সঃ জামে' ২০০৯নং)*

২। মাতৃগর্ভে শিশু আসার আগে সে যাতে শয়তানের কবলে না পড়ে, তার জন্য নির্দিষ্ট ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে দম্পতিকে।

দ্বীনের নবী ﷺ বলেছেন, "যদি তোমাদের কেউ স্ত্রী সহবাসের ইচ্ছা করে, তখন এই দুআ পড়ে,

'বিসমিল্লা-হ, আল্লা-হুম্মা জান্নিবনাশ শাইত্বা-না অজান্নিবিশ শায়ত্বা-না মা রাযাক্বতানা।'

অর্থাৎ, আমি আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করছি, হে আল্লাহ! তুমি শয়তানকে আমাদের নিকট থেকে দূরে রাখ এবং আমাদেরকে যে (সন্তান) দান করবে, তার থেকেও শয়তানকে দূরে রাখ।

তাহলে ওদের ভাগ্যে সন্তান এলে, শয়তান তার কোন ক্ষতি করতে পারে না।" *(বুখারী-মুসলিম)*

৩। মায়ের স্বাস্থ্য ও গর্ভস্থ ভ্রূণের প্রতি যথেষ্ট যত্ন নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং গর্ভবতীকে রমযানের রোযা কাযা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। যেমন দুগ্ধদান কালেও একই অনুমতি রয়েছে। রোযা কাযা করতে সময় না পেলে রোযা রাখার বিনিময়ে মিসকীন খাওয়াতে পারে। *(আবূ দাঊদ ২৩১৯, তিরমিযী ৭১৫, ইবনে মাজাহ ১৬৬৭নং)*

৪। গর্ভবতী থাকা অবস্থায় শরীয়ত তার উপর অপরাধের কোন আঘাতমূলক দন্ডবিধি প্রয়োগ করা অবৈধ ঘোষণা করেছে। যাতে ভ্রূণের কোন ক্ষতি না হয়। *(মুসলিম)*

৫। ইসলামের নির্দেশ, তালাকপ্রাপ্ত নারীর জন্য গর্ভ গোপন করা বৈধ নয়। কেননা, গর্ভাবস্থায় অন্যত্র বিবাহ হলে বংশে সংমিশ্রণ ঘটবে। বীর্য হবে প্রথম স্বামীর কিন্তু সন্তান সম্পর্কিত হবে দ্বিতীয় স্বামীর সাথে। আর এটা হল খুব বড় প্রতারণা, খুব বড় পাপ।

মহান আল্লাহর নির্দেশ হল,

{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ} (٢٢٨) البقرة

অর্থাৎ, তালাকপ্রাপ্তা (বর্জিতা) নারীগণ তিন রজঃস্রাব কাল প্রতীক্ষায় থাকবে। (অর্থাৎ বিবাহ করা থেকে বিরত থাকবে।) তারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হলে তাদের গর্ভাশয়ে আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন তা গোপন রাখা তাদের পক্ষে বৈধ নয়। (বাক্বারাহ ঃ ২২৮)

তাছাড়া ইসলামের নির্দেশ হল, সন্তানকে তার জনকের প্রতি সম্বদ্ধ করতে হবে। জাতকের সাথে জনকের সম্পর্ক অস্বীকার বা গোপন করা যাবে না। অন্য পুরুষকে জাতকের জনক বলে দাবী করা যাবে না।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} (٥) سورة الأحزاب

অর্থাৎ, তোমরা ওদেরকে পিতৃপরিচয়ে ডাক; আল্লাহর দৃষ্টিতে এটিই ন্যায়সঙ্গত, যদি তোমরা ওদের পিতৃপরিচয় না জান, তবে ওদেরকে তোমরা ধর্মীয় ভাই এবং বন্ধুরূপে গণ্য কর। *(আহ্যাব ঃ ৫)*

আর মহানবী ﷺ বলেছেন, "অজ্ঞাত বংশের সম্বন্ধ দাবী করা অথবা ছোট বা নীচু হলে তা অস্বীকার করা মানুষের জন্য কুফরী।" *(আহমাদ প্রমুখ, সহীহুল জামে' ৪৪৮৬নং)*

"যে ব্যক্তি পরের বাপকে নিজের বাপ বলে দাবী করে, সে ব্যক্তি জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। অথচ তার সুগন্ধি ৫০০ বছরের দূরবর্তী স্থান থেকেও পাওয়া যাবে।" *(আহমাদ ২/১৭১, ইবনে মাজাহ ২৬১১, সহীহুল জামে' ৫৯৮৮নং)*

"যে ব্যক্তি পরের বাপকে নিজের বাপ বলে দাবী করে অথবা তার (স্বাধীনকারী) প্রভু ছাড়া অন্য প্রভুর প্রতি সম্বন্ধ জুড়ে, সে ব্যক্তির উপর কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর অবিরাম অভিশাপ।" *(আবূ দাঊদ, সহীহুল জামে' ৫৯৮৭নং)*

বলা বাহুল্য, যে ব্যভিচারিণী গর্ভের ভ্রূণ গোপন করে বিবাহ ক'রে অথবা পরপুরুষের সাথে অবৈধ মিলন ক'রে স্বামীর বংশে অন্য বংশের অথবা অবৈধ সন্তানের অনুপ্রবেশ ঘটায়, তার পাপ যে কত বড়, তা অনুমেয়!

৬। জন্মের পরে পৃথিবীতে আগমনের সাথে সাথে তার কর্ণকুহরে তাওহীদের বাণী আযান-ধ্বনি শোনাবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার সময়েও তাকে তাওহীদের কালেমা স্মরণ করানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৭। শিশুর সুন্দর নাম রাখতে নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম।

৮। খুশী ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে জন্মের সপ্তম দিনে আকীকা (ছাগল যবাই) করতে নির্দেশ দিয়েছে। নির্দেশ দিয়েছে তার মাথার চুল চেঁছে পরিষ্কার ক'রে সেই চুলের ওজন পরিমাণ চাঁদি অভাবীদেরকে সদকা করতে।

৯। শিশুকে নির্ধারিত সময় অবধি মাতৃদুগ্ধ পান করাবার নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম। মায়ের নিকট থেকে শিশুর এটা পাওনা অধিকার।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا

فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَـاحَ عَلَيْهِمَـا وَإِنْ أَرَدتُّـمْ أَن تَـسْتَرْضِعُواْ أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُـواْ أَنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} (٢٣٣) سورة البقرة

অর্থাৎ, জননীগণ তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু' বছর দুধ পান করাবে; যদি কেউ দুধ পান করার সময় পূর্ণ করতে চায়। জনকের কর্তব্য যথাবিধি তাদের ভরণ-পোষণ করা। কাউকে তার সাধ্যাতীত কার্যভার দেওয়া হয় না। কোন জননীকে তার সন্তানের জন্য এবং কোন জনককে তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে না। আর (পিতা মারা গেলে) উত্তরাধিকারীর বিধানও অনুরূপ। পক্ষান্তরে যদি পিতা-মাতা পরস্পর সম্মতি ও পরামর্শক্রমে দু' বছরের মধ্যেই (শিশুর) দুধপান ছাড়াতে চায়, তবে তাদের কোন দোষ হবে না। আর যদি তোমরা তোমাদের সন্তানদের কোন ধাত্রীর দুধ পান করাতে চাও, তাতেও তোমাদের কোন দোষ হবে না; যদি তোমরা তাদের নির্ধারিত প্রদেয় বিধিমত অর্পণ কর। আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, তোমরা যা কর আল্লাহ তার দ্রষ্টা। *(বাক্বারাহ ঃ ২৩৩)*

১০। শিশুর পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার প্রতি খেয়াল রেখে তার যথাসময়ে খতনা (লিঙ্গত্বক ছেদন) করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তার নখ-চুল যথানিয়মে কেটে ফেলার তাকীদ দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "পাঁচটি কাজ হল প্রকৃতিগত সুন্নত; খতনা করা, গুপ্তাঙ্গের লোম চেঁছে ফেলা, নখ কাটা, বগলের লোম তুলে ফেলা এবং মোছ ছেঁটে ফেলা।" *(বুখারী ৫৮৮৯, মুসলিম ২৫৭নং)*

১১। শিশুকে যথানিয়মে জ্ঞান, আদব ও চরিত্র শিক্ষা দেওয়ার নির্দেশ আছে ইসলামে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لاَ يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ}

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা কর অগ্নি হতে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে নির্মম-হৃদয়, কঠোর-স্বভাব ফিরিশ্তাগণ, যারা আল্লাহ যা তাদেরকে আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং তারা যা করতে আদিষ্ট হয়, তাই করে। *(তাহরীমঃ ৬)*

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা নিজেদের সন্তান-সন্ততিদেরকে নামাযের আদেশ দাও; যখন তারা সাত বছরের হবে। আর তারা যখন দশ বছরের সন্তান হবে, তখন তাদেরকে নামাযের জন্য প্রহার কর এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দাও।" *(আবূ দাউদ)*

১২। ইসলাম পিতামাতাকে সন্তানদের মাঝে ন্যায়পরায়ণতা বজায় রাখতে আদেশ দেয়।

মহানবী ﷺ বলেছেন, "তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমাদের সন্তানদের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা কর। *(বুখারী, মুসলিম)*

১৩। ইসলাম ভ্রূণ ও সন্তান হত্যা করতে নিষেধ করেছে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ} (١٥١) الأنعام

অর্থাৎ, দারিদ্রের কারণে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না। আমিই তোমাদেরকে ও তাদেরকে জীবিকা দিয়ে থাকি। *(আন্আমঃ ১৫১)*

{وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْءًا

كَبِيرًا} (٣١) سورة الإسراء

অর্থাৎ, তোমাদের সন্তানদেরকে তোমরা দারিদ্র্য-ভয়ে হত্যা করো না, আমিই তাদেরকে জীবনোপকরণ দিয়ে থাকি এবং তোমাদেরকেও। নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ। *(বানী ইস্রাঈল ঃ ৩১)*

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لاَّ يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَزْنِينَ وَلاَ يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلاَ يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } (١٢) سورة الممتحنة

অর্থাৎ, হে নবী! বিশ্বাসী নারীরা যখন তোমার নিকট এসে বায়আত করে এই মর্মে যে, তারা আল্লাহর সাথে কোন শরীক স্থির করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তান-সন্ততিদের হত্যা করবে না, তারা সজ্ঞানে কোন অপবাদ রচনা ক'রে রটাবে না এবং সৎকার্যে তোমাকে অমান্য করবে না, তখন তাদের বায়আত গ্রহণ কর এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *(মুমতাহিনাহ ঃ ১২)*

১৪। ইসলাম মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীব রূপে সৃষ্টি করেছেন। এক মানুষ অন্য মানুষের সম্মান করবে, কিন্তু ছোট হলেও বড়কে প্রণিপাত করবে না। প্রণাম বা পা ছুঁয়ে সালাম করবে না। শরয়ী পদ্ধতিতে শ্রদ্ধা জানাবে।

১৫। মানুষ মারা গেলেও সম্মানের সাথে তার কাফন-দাফন করা হয়। সাদা কাপড়কে সুগন্ধিত করে তাকে কাফনানো হয়। মহানবী ﷺ বলেন, "তোমরা তোমাদের লেবাসের মধ্যে সাদা কাপড় পরিধান কর। কারণ, তা সব চাইতে উত্তম। আর ঐ সাদা কাপড় দ্বারা তোমাদের

ম্যাইয়্যেতকেও কাফনাও।" *(আবু দাঊদ ৩৫২৯, তিরমিযী ৯১৫, ইবনে মাজাহ ১৪৬১, আহমাদ ২১০৯)*

কাফনের কাপড়কে তিনবার আগর কাষ্ঠের সুগন্ধময় ধুঁয়া দিয়ে সুগন্ধময় করা হয়। মহানবী ﷺ বলেন, "যখন তোমরা তোমাদের মাইয়্যেতকে সুগন্ধ ধুঁয়া দিয়ে সুগন্ধময় করবে, তখন যেন তা তিনবার কর।" *(আহমাদ ১৩০১৪, ইবনে শাইবাহ, মাওয়ারিদুয যামআন ৭৫২, হাকেম ১/৩৫৫, বাইহাকী ৩/৪০৫)*

আগর কাঠের ধুঁয়া না হলে গোলাপ পানি ইত্যাদি দ্বারাও সুগন্ধিত করা হয়।

সমান মাপের তিনটি কাপড়ে (লেফাফায়) কাফনানো হয়। পরস্পর তিনটি কাপড়কে বিছিয়ে দেওয়া হয়। এর উপর প্রয়োজনে (মলদ্বার হতে নাপাকী বের হতে থাকলে) ১০০/২৫ সেমি কাপড়কে দুই মাথায় ফেড়ে নিয়ে লেঙ্গট বানিয়ে মাইয়্যেতের পাছার স্থানে রাখা হয়। (ইহরাম অবস্থার মৃত না হলে) তার উপর মিস্ক, কর্পূর বা অন্য কোন সুগন্ধি মিশ্রিত তুলো রাখা হয়। অতঃপর লাশকে পর্দার সাথে এনে তার উপর ধীরভাবে রাখা হয়।

(মুহরিম না হলে) মাইয়্যেতের সিজদার স্থান সমূহে, বগলে, দুইরানের মধ্যবর্তী ইত্যাদি স্থানে আতর লাগিয়ে দেওয়া হয়। সসম্মানে তাকে রাখা হয় জানাযার খাটে।

মুসলিমরা আন্তরিকতার সাথে শোকার্ত মনে তার আত্মার কল্যাণ কামনা করে জানাযা পড়ে। অতঃপর সম্মানের সাথে গোরস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। আল্লাহর নাম নিয়ে কবরে রাখা হয়। কবর এমনভাবে বন্ধ করা হয়, যাতে তার দেহে মাটি না লাগে। পুনরায় সকলে তার জন্য প্রার্থনা করে, যাতে তার পরকালের হিসাব সহজ হয়।

মাটির তৈরি মানুষকে সম্মানের সাথে মাটির বুকেই ফিরিয়ে দেওয়া

হয়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى} (৫৫)

অর্থাৎ, আমি মাটি হতে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তাতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেব এবং তা হতে পুনর্বার বের করব। *(ত্বা-হা ঃ ৫৫)*

নারী-পুরুষের সম্পর্ক ও চারিত্রিক ব্যাপারে ইসলামের বৈশিষ্ট্য

১। কুল-মান, বংশ-মর্যাদা ও সম্ভ্রম ও উত্তরাধিকারী সুসন্তান বজায় রাখতে ইসলাম মুসলিমকে বিবাহ করতে উদ্বুদ্ধ করে। যাতে অশ্লীলতা, ব্যভিচার, ধর্ষণ, ইভটিজিং, সমকাম, পশুগমন ইত্যাদি অপরাধ থেকে সমাজ মুক্ত ও পবিত্র থাকে।

মহানবী ﷺ বলেছেন, "হে যুবকদল! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি (বিবাহের অর্থাৎ স্ত্রীর ভরণপোষণ ও রতিক্রিয়ার) সামর্থ্য রাখে, সে যেন বিবাহ করে। কারণ, বিবাহ চক্ষুকে দস্তুরমত সংযত করে এবং লজ্জাস্থান হিফাযত করে। আর যে ব্যক্তি ঐ সামর্থ্য রাখে না, সে যেন রোযা রাখে। কারণ, তা যৌনেন্দ্রিয় দমনকারী।" *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৩০৮০নং)*

বিবাহ করে দাম্পত্য জীবনে সুখী হলে নারী-পুরুষ উভয়ে যেমন বহু পাপের ছোবল থেকে বেঁচে যায়, তেমনি তাতে অনেক পুণ্যেরও অধিকারী হয়।

মহানবী ﷺ বলেন, "বান্দা যখন বিবাহ করে তখন সে তার অর্ধেক দ্বীন পূর্ণ করে নেয়। অতএব তাকে তার অবশিষ্ট অর্ধেক দ্বীনের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করা উচিত।" *(বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান, সহীহুল জামে' ৪৩০ নং)*

২। ইসলামে বৈরাগ্যবাদের স্থান নেই। সংসার বর্জন করে কোন দ্বীনদারী নেই। সন্নাসী হয়ে বা ফকীরী নিয়ে কোন উপাসনা নেই। সংসার ও দাম্পত্য বর্জন করে কোন পৃথক বা অতিরিক্তি মর্যাদা নেই। ইসলামের নীতি হল,

'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়,
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।'

ইসলামের দূত বলেছেন,

«تزوجوا ؛ فَإِنِّي مُكَاثِر بكم الْأُمَم ، وَلَا تَكُونُوا كرهبانية النَّصَارَى» .

অর্থাৎ, তোমরা বিবাহ কর। কারণ আমি সকল উম্মতের মোকাবেলায় তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে (কিয়ামতে) আমি গর্ব করব। আর তোমরা খ্রিস্টানদের মতো বৈরাগী (সংসারত্যাগী) হয়ো না। *(বাইহাক্বী ১৩২৩৫, সিঃ সহীহাহ ১৭৮২নং)*

আসলেই সন্নাসবাদ পূর্ববর্তী জাতির আবিষ্কৃত উপাসনা-পদ্ধতি। তাতে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি নেই। সে কথার সাক্ষ্য দিয়ে তিনি বলেছেন,

{وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاء رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ} (٢٧)

অর্থাৎ, সন্ন্যাসবাদ ; এটা তো তারা নিজেরা প্রবর্তন করেছিল, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের বিধান ছাড়া আমি তাদেরকে এ (সন্ন্যাসবাদে)র বিধান দিইনি; অথচ এটাও তারা যথাযথভাবে পালন করেনি। সুতরাং তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তাদেরকে আমি তাদের পুরস্কার দিয়েছিলাম। আর তাদের অনেকেই সত্যত্যাগী। *(হাদীদ ঃ ২৭)*

উষমান বিন মাযঊন ﷺ আবেগময় ইবাদত শুরু করেছিলেন।

সংসার-বিরাগী হয়ে সব ছেড়ে আল্লাহর ইবাদতে মন দিয়েছিলেন। মহানবী ﷺ তাঁকে বলেছিলেন, "হে উষমান! আমাকে সন্ন্যাসবাদে আদেশ দেওয়া হয়নি। তুমি কি আমার তরীকা থেকে বিমুখ হয়েছ?" উষমান বললেন, 'না হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "আমার তরীকা হল, আমি (রাতে) নামায পড়ি এবং ঘুমাই, (কোনদিন) রোযা রাখি এবং (কোনদিন) রাখি না, বিবাহ করি ও ত্বালাক দিই। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার তরীকা থেকে বিমুখ হবে, সে আমার দলভুক্ত নয়। হে উষমান! নিশ্চয় তোমার উপর তোমার স্ত্রীর হক আছে, তোমার উপর তোমার নিজের হক আছে, তোমার উপর তোমার মেহমানের হক আছে....।" *(আবূ দাঊদ প্রমুখ, সিঃ সহীহাহ ১/৭৫০)*

অবশ্য ইসলাম মানুষকে পরিপূর্ণরূপে দুনিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়তেও নিষেধ করে। দুনিয়া পেয়ে আখেরাতকে ভুলে যেতে বারণ করে। ইসলামের নীতি হল,

{وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ}

(٧٧) سورة القصص

অর্থাৎ, আল্লাহ যা তোমাকে দিয়েছেন তার মাধ্যমে পরলোকের কল্যাণ অনুসন্ধান কর। আর তুমি তোমার ইহলোকের অংশ ভুলে যেয়ো না। তুমি (পরের প্রতি) অনুগ্রহ কর, যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেয়ো না। আল্লাহ অবশ্যই বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে ভালবাসেন না।' *(ক্বাস্বাস্ব ঃ ৭৭)*

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ

(٢٠٠) وِمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (٢٠١) أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُواْ وَاللّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ}

অর্থাৎ,এমন কিছু লোক আছে যারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে পৃথিবীতে (সওয়াব) দান কর।' বস্তুতঃ তাদের জন্য পরকালে কোন অংশ নেই। পক্ষান্তরে তাদের মধ্যে (এমন কিছু লোক আছে) যারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ইহকালে কল্যাণ দান কর এবং পরকালেও কল্যাণ দান কর। আর আমাদেরকে দোযখ-যন্ত্রণা থেকে রক্ষা কর।' তারা যা অর্জন করেছে, তার প্রাপ্ত অংশ তাদেরই। বস্তুতঃ আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর। *(বাক্বারাহ ঃ ২০০-২০২)*

দুনিয়া মানুষের লক্ষ্য নয়, উপলক্ষ্য। দুনিয়া মানুষের স্থায়ী ঠিকানা নয়, পরকালের জান্নাত অথবা জাহান্নামই আসল ঠিকানা। দুনিয়া আখেরাতের ফসলের জমি।

৩। মান-সম্ভ্রম ও বংশ নির্মল রাখার জন্য ইসলাম নারী-পুরুষের বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ককে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। বরং প্রেম-ভালোবাসার নামে তার নিকটবর্তী হতেই নিষেধ করেছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً} (٣٢) سورة الإسراء

অর্থাৎ, তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না, নিশ্চয় তা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ। (বানী ইস্রাঈল ঃ ৩২)

সমাজকে পবিত্র রাখার জন্য বৈধ স্বামী-স্ত্রী ছাড়া অন্য নারী-পুরুষের সহবাস, যিনা ও ব্যভিচারের কঠোরতম শাস্তি নির্ধারণ করেছে ইসলাম। বিবাহিত ব্যভিচারীর শাস্তি মৃত্যুদন্ড। আর অবিবাহিতদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ} (٢) سورة النــور

অর্থাৎ, ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী---ওদের প্রত্যেককে একশো কশাঘাত কর। আল্লাহ্‌র বিধান কার্যকরীকরণে ওদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে অভিভূত না করে; যদি তোমরা আল্লাহ্‌তে এবং পরকালে বিশ্বাসী হও। আর বিশ্বাসীদের একটি দল যেন ওদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। *(নূর ঃ ২)*

৪। লিভ টুগেদার বা গার্লফ্রেন্ড রেখে দায়িত্ব ও বন্ধনহীন সংসার করতে নিষেধ করেছে ইসলাম। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (٥) سورة المائدة

অর্থাৎ, আজ তোমাদের জন্য সমস্ত ভাল জিনিস বৈধ করা হল, যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের (যবেহকৃত) খাদ্যদ্রব্য তোমাদের জন্য বৈধ ও তোমাদের (যবেহকৃত) খাদ্যদ্রব্য তাদের জন্য বৈধ এবং বিশ্বাসী সচ্চরিত্রা নারীগণ ও তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের সচ্চরিত্রা নারীগণ (তোমাদের জন্য বৈধ করা হল); যদি তোমরা তাদেরকে মোহর প্রদান ক'রে বিবাহ কর, প্রকাশ্য ব্যভিচার অথবা উপপত্নীরূপে গ্রহণ করার জন্য নয়। আর যে

কেউ ঈমানকে অস্বীকার করবে, তার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত। *(মায়িদাহ ঃ ৫)*

৫। ইসলাম অপরের চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করতে নিষেধ করেছে। বরং অপবাদ দাতার জন্য শাস্তি নির্ধারণ করেছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (٤) النور

অর্থাৎ, যারা সাধ্বী রমণীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশি বার কশাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না; এরাই তো সত্যত্যাগী। *(নূর ঃ ৪)*

৬। যেভাবে চরিত্রে দাগ লাগতে পারে অথবা অবৈধ মিলন বা ব্যভিচার ঘটে যেতে পারে, সেভাবে নারী-পুরুষকে অবস্থান করতে নিষেধ করেছে ইসলাম। মহানবী ﷺ বলেছেন,

« لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِى مَحْرَمٍ ».

"কোন পুরুষ যেন কোন বেগানা নারীর সঙ্গে তার সাথে এগানা পুরুষ ছাড়া অবশ্যই নির্জনতা অবলম্বন না করে। আর মাহরাম ব্যতিরেকে কোন নারী যেন সফর না করে।"

এক ব্যক্তি আবেদন করল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার স্ত্রী হজ্জ পালন করতে বের হয়েছে। আর আমি অমুক অমুক যুদ্ধে নাম লিখিয়েছি।' তিনি বললেন, "যাও, তুমি তোমার স্ত্রীর সঙ্গে হজ্জ কর।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামের বৈশিষ্ট্য

১। ইসলাম মুসলিমকে আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক উভয়ভাবে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন থাকতে আদেশ করে। শির্ক, কুফরী, মুনাফিকী ও অমূলক বিশ্বাসের অপবিত্রতা থেকে মনকে এবং প্রস্রাব-পায়খানা, ঋতুস্রাব ও বীর্য ইত্যাদি থেকে দেহকে পবিত্র রাখতে নির্দেশ দেয়।

মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} (٢٢٢) سورة البقرة

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাপ্রার্থিগণকে এবং যারা পবিত্র থাকে, তাদেরকে পছন্দ করেন। *(বাক্বারাহ ঃ ২২২)*

যাতে অহংকার সৃষ্টি হয়, এমন বিলাসিতাকে অপছন্দ করে ইসলাম। তবে সৌন্দর্য বর্জন করতে আদেশ করে না। ভালো খেতে ও পরতে নিষেধ করে না। এ ব্যাপারে বিধান হল,

{يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (٣١) قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِي لِلَّذِينَ آمَنُواْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} (٣٢) سورة الأعراف

অর্থাৎ, হে আদমের বংশধরগণ! তোমরা প্রত্যেক নামাযের সময় সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান কর। পানাহার কর, কিন্তু অপচয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না। বল, ‘আল্লাহ স্বীয় দাসদের জন্য যে সব সুশোভন বস্তু ও পবিত্র জীবিকা সৃষ্টি করেছেন, তা কে নিষিদ্ধ করেছে?’ বল, ‘পার্থিব জীবনে বিশেষ করে কিয়ামতের

দিনে এ সমস্ত তাদের জন্য, যারা বিশ্বাস করে।' এরূপে আমি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করি। *(আ'রাফঃ ৩১-৩২)*

মহানবী ﷺ বলেন, "তোমরা যা ইচ্ছা তাই খাও এবং যেমন ইচ্ছা তেমনিই পর, তবে তাতে যেন দু'টি জিনিস না থাকে; অপচয় ও অহংকার।" *(বুখারী, মিশকাত ৪৩৮০নং)*

তিনি আরো বলেছেন, "যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহঙ্কার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।" একটি লোক বলল, 'মানুষ তো ভালবাসে যে, তার পোশাক সুন্দর হোক ও তার জুতো সুন্দর হোক, (তাহলে)?' তিনি বললেন, "আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্যকে ভালবাসেন। (সুন্দর পোশাক ও সুন্দর জুতো ব্যবহার অহংকার নয়, বরং) অহংকার হল, সত্য প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান করা।" *(মুসলিম)*

২। মানুষের জ্ঞান-বিবেক নষ্ট ও ধ্বংস করে দেয়, এমন সকল মাদকদ্রব্যকে 'হারাম' ঘোষণা করেছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (٩٠) سورة المائدة

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্যনির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। *(মায়িদাহঃ ৯০)*

৩। ইসলাম আত্মহত্যাকে অবৈধ ঘোষণা করেছে। যেহেতু আত্মা মানুষের মালিকানাভুক্ত নয়। সৃষ্টিকর্তার দেওয়া প্রাণকে হত্যা করার অধিকার মানুষকে দেয়নি ইসলাম। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (١٩٥) سورة البقرة

অর্থাৎ, তোমরা নিজেরা নিজেদের সর্বনাশ করো না। *(বাক্বারাহঃ ১৯৫)*

{وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} (٢٩) سورة النساء

অর্থাৎ, তোমরা আত্মহত্যা করো না; নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। *(নিসাঃ ২৯)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোন পাহাড় হতে নিজেকে ফেলে আত্মহত্যা করবে, সে ব্যক্তি জাহান্নামেও সর্বদা ও চিরকালের জন্য নিজেকে ফেলে অনুরূপ শাস্তিভোগ করবে। যে ব্যক্তি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করবে, সে ব্যক্তি জাহান্নামেও সর্বদা চিরকালের জন্য বিষ পান করে যাতনা ভোগ করবে। আর যে ব্যক্তি কোন লৌহখন্ড (ছুরি ইত্যাদি) দ্বারা আত্মহত্যা করবে, সে ব্যক্তি জাহান্নামেও ঐ লৌহখন্ড দ্বারা সর্বদা ও চিরকালের জন্য নিজেকে আঘাত করে যাতনা ভোগ করতে থাকবে।" *(বুখারী ৫৭৭৮, মুসলিম ১০৯নং প্রমুখ)*

তিনি আরো বলেছেন, "যে ব্যক্তি ফাঁসি নিয়ে আত্মহত্যা করবে, সে ব্যক্তি দোযখেও অনুরূপ ফাঁসি নিয়ে আযাব ভোগ করবে। আর যে ব্যক্তি বর্শা বা ছুরিকাঘাত দ্বারা আত্মহত্যা করবে, সে ব্যক্তি দোযখেও অনুরূপ বর্শা বা ছুরিকাঘাত দ্বারা (নিজে নিজে) আযাব ভোগ করবে।" *(বুখারী ১৩৬৫নং)*

৪। ইসলাম পার্থিব জীবনকে মানুষের প্রকৃত জীবন ও সর্বশেষ লক্ষ্যমাত্রা বলে স্থির করে না। বরং এ জীবনকে উপলক্ষ্য মনে করে। খেলা, ছলনা ও ধোঁকার বাসগৃহ ধারণা করে। যাতে কোন মানুষ এ জীবনে অনর্থক খেলায় মত্ত না হয়ে পড়ে, এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের ছলনার শিকার না হয়ে যায় এবং এ জীবনের বাহ্যিক চাকচিক্য দেখে ধোঁকা না খেয়ে যায়। কুরআন মানুষকে সতর্ক করে বলে,

{وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلاَ

تَعْقِلُونَ } (٣٢) سورة الأنعام

অর্থাৎ, পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক বই আর কিছুই নয় এবং যারা সাবধানতা অবলম্বন করে, তাদের জন্য পরকালের আবাসই শ্রেয়, তোমরা কি (তা) অনুধাবন কর না? *(আন্‌আম ঃ ৩২)*

{وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاء أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاء فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا} (٤٥)

অর্থাৎ, তাদের কাছে পেশ কর উপমা পার্থিব জীবনের; এটা পানির ন্যায় যা আমি বর্ষণ করি আকাশ হতে, যার দ্বারা ভূমির উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদ্‌গত হয়। অতঃপর তা বিশুষ্ক হয়ে এমন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় যে, বাতাস ওকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান। *(কাহফ ঃ ৪৫)*

{وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ} (٦٤) سورة العنكبوت

অর্থাৎ,এ পার্থিব জীবন তো খেল-তামাশা ছাড়া কিছুই নয়। আর পারলৌকিক জীবনই তো প্রকৃত জীবন; যদি ওরা জানত। *(আনকাবূত ঃ ৬৪)*

{يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ} (٣٩)

অর্থাৎ, (ফিরাঊন সম্প্রদায়ের বিশ্বাসী ব্যক্তি বলল,) হে আমার সম্প্রদায়! এ পার্থিব জীবন তো অস্থায়ী উপভোগের বস্তু। আর নিশ্চয় পরকাল হচ্ছে চিরস্থায়ী আবাস। *(মু’মিন ঃ ৩৯)*

{إِنَّمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ} (٣٦) سورة محمد

অর্থাৎ, পার্থিব জীবন তো শুধু খেল-তামাশা মাত্র। যদি তোমরা

বিশ্বাস কর ও আল্লাহ-ভীরুতা অবলম্বন কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে পুরস্কার দেবেন। আর তিনি তোমাদের ধন-সম্পদ চান না। *(মুহাম্মাদঃ ৩৬)*

{اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ} (٢٠) سورة الحديد

অর্থাৎ, তোমরা জেনে রেখো যে, পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক গর্ব প্রকাশ, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এর উপমা বৃষ্টি; যার দ্বারা উৎপন্ন ফসল কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, অতঃপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তা পীতবর্ণ দেখতে পাও, অবশেষে তা টুকরা-টুকরা (খড়-কুটায়) পরিণত হয় এবং পরকালে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। আর পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়। *(হাদীদঃ ২০)*

৫। ইসলাম মানুষকে সম্মান দিয়েছে। এমনকি মরণের পরেও তার যথাযোগ্য মর্যাদা রক্ষা করেছে। যথানিয়মে গোসল দিয়ে সুগন্ধময় কাফনে জড়িয়ে তার জন্য শুভ কামনা ও কল্যাণ প্রার্থনা করে সসম্মানে তার শেষ ঠিকানায় রেখে আসার নির্দেশ দিয়েছে। লাশের প্রতি অসম্মান করতে ও তার হাড্ডি ভাঙ্গতে নিষেধ করেছে।

মৃতকে গালি দিতে নিষেধ করেছে। কবরের উপর বসতে নিষেধ করেছে। জুতো পায়ে কবরস্থানে চলতে বারণ করেছে।

মৃতের সন্তানকে তার জন্য দুআ ও দান-খয়রাত করতে নির্দেশ

দিয়েছে।

অবশ্য মৃতের সম্মানে বাড়াবাড়ি করতেও নিষেধ করেছে, যাতে পৌত্তলিকতার পরশ না লেগে বসে।

বলা বাহুল্য, ফুল চড়ানো, চাদর চড়ানো, ধূপবাতি বা মোমবাতি জ্বালানো, তার সামনে প্রণতি জানানো ইত্যাদিতে ইসলামের অনুমোদন নেই।

ধন-সম্পদ বিষয়ে ইসলামের বৈশিষ্ট্য

১। ইসলাম পরের ধন অবৈধ কোন উপায়ে গ্রহণ করতে নিষেধ করে। অসদুপায়ে উপার্জন করতে নিষেধ করে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا}

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা একে অন্যের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। তবে তোমাদের পরস্পর সম্মতিক্রমে ব্যবসার মাধ্যমে (গ্রহণ করলে তা বৈধ)। আর নিজেদেরকে হত্যা করো না; নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। *(নিসাঃ ২৯)*

২। ইসলাম পার্থিব কোন স্বার্থে ঋণ দিতে নিষেধ করে, সূদ খেতে নিষেধ করে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (٢٧٥) سورة البقرة

অর্থাৎ, যারা সূদ খায় তারা (কিয়ামতে) সেই ব্যক্তির মত দন্ডায়মান হবে, যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল ক'রে দিয়েছে। তা এ জন্য যে তারা বলে, 'ব্যবসা তো সূদের মতই।' অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে বৈধ ও সূদকে অবৈধ করেছেন। অতএব যার কাছে তার প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে, তারপর সে (সূদ খাওয়া থেকে) বিরত হয়েছে, সুতরাং (নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বে) যা অতীত হয়েছে, তা তার (জন্য ক্ষমার্হ হবে), আর তার ব্যাপার আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত। কিন্তু যারা পুনরায় (সূদ খেতে) আরম্ভ করবে, তারাই দোযখবাসী; সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। *(বাক্বারাহঃ ২৭৫)*

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ} (٢٧٩) سورة البقرة

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সূদের যা বকেয়া আছে তা বর্জন কর; যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। আর যদি তোমরা (সূদ বর্জন) না কর, তাহলে আল্লাহ ও তার রসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধ সুনিশ্চিত জানো। কিন্তু যদি তোমরা তওবা কর, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই। তোমরা কারো উপর অত্যাচার করবে না এবং নিজেরাও অত্যাচারিত হবে না। *(বাক্বারাহঃ ২৭৮-২৭৯)*

ইসলাম যেমন সূদ খেতে নিষেধ করে, তেমনি দিতেও নিষেধ করে এবং তার কোন প্রকার সহযোগিতা করাকেও হারাম ঘোষণা করে।

আল্লাহর রসূল ﷺ সূদখোর, সূদদাতা, সূদের লেখক এবং তার উভয় সাক্ষ্যদাতাকে অভিশাপ করেছেন। আর বলেছেন, "(পাপে) ওরা সকলেই সমান।" *(মুসলিম ১৫৯৮-নং)*

তিনি আরো বলেছেন, "জেনেশুনে মানুষের মাত্র এক দিরহাম খাওয়া সূদ আল্লাহর নিকটে ৩৬ ব্যভিচার অপেক্ষা অধিক গুরুতর।" *(আহমাদ ৫/৩৩৫, ত্বাবারানীর কাবীর ও আউসাত্ব, সহীহুল জামে' ৩৩৭৫নং)*

"সূদ খাওয়ায় রয়েছে ৭০ প্রকার পাপ। এর মধ্যে সবচেয়ে ছোট পাপ হল নিজ মায়ের সাথে ব্যভিচার করার মতো!" *(ইবনে মাজাহ ২২৭৮, সহীহ ইবনে মাজাহ ১৮৪৪নং)*

৩। ইসলাম ঘুস দেওয়া-নেওয়াকে হারাম ঘোষণা করেছে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقاً مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} (١٨٨) سورة البقرة

অর্থাৎ, তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের ধন অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং মানুষের ধন-সম্পদের কিয়দংশ জেনেশুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিচারকগণকে ঘুষ দিও না। (বাক্বারাহ ঃ ১৮৮)

আল্লাহর রসূল ﷺ ঘুষখোর, ঘুষদাতা (উভয়কেই) অভিশাপ করেছেন। *(আবূ দাউদ ৩৫৮০, তিরমিযী ১৩৩৭, ইবনে মাজাহ ২৩১৩, ইবনে হিব্বান, হাকেম ৪/১০২-১০৩, সহী আবূ দাউদ ৩০৫৫নং)*

৪। ইসলাম জুয়াকে অবৈধ ঘোষণা করেছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ} (٩١) سورة المائدة

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্যনির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর, যাতে

তোমরা সফলকাম হতে পার। শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও নামাযে বাধা দিতে চায়! অতএব তোমরা কি নিবৃত্ত হবে না? *(মায়িদাহ ঃ ৯০-৯১)*

৫। ইসলাম অপরের মালকে চুরি করে নিতে হারাম ঘোষণা করেছে। এ ব্যাপারে তাকীদ করার জন্য চোরের হাত কেটে নিয়ে শাস্তি দিতে নির্দেশ দিয়েছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } (٣٨) سورة المائدة

অর্থাৎ, চোর এবং চোরনীর হাত কেটে ফেলো, এ তাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহর তরফ হতে শাস্তি। বস্তুতঃ আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। (মায়িদাহ ঃ ৩৮)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা এক অপরের প্রতি হিংসা করো না, কেনা-বেচাতে জিনিসের মূল্য বাড়িয়ে এক অপরকে ধোকা দিয়ো না, এক অপরের প্রতি শত্রুতা রেখো না, এক অপর থেকে (ঘৃণাভরে) মুখ ফিরায়ো না এবং এক অপরের (জিনিস) কেনা-বেচার উপর কেনা-বেচা করো না। আর হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা ভাই-ভাই হয়ে যাও। মুসলিম মুসলিমের ভাই। সে তার প্রতি যুলুম করবে না, তাকে তুচ্ছ ভাববে না এবং তাকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেবে না। আল্লাহভীতি এখানে রয়েছে। (তিনি নিজ বুকের দিকে ইঙ্গিত করে এ কথা তিনবার বললেন।) কোন মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ ভাবা একটি মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য যথেষ্ট। প্রত্যেক মুসলিমের রক্ত, মাল এবং তার মর্যাদা অপর মুসলিমের উপর হারাম।" *(মুসলিম)*

৬। এমনকি কুড়িয়ে পাওয়া মালেও কোন মুসলিমের অধিকার নেই।

সে মাল তার মালিককে ফিরিয়ে দিতে নির্দেশ দেয় ইসলাম। মালিক জানা না থাকলে এক বছর তার ঘোষণা দিতে আদেশ করে।

মহানবী ﷺ বলেন, “মুমিনের হারিয়ে যাওয়া জিনিস দোযখের শিখা স্বরূপ।” (ত্বাবারানী, সিলসিলাহ সহীহাহ ৬২০নং)

আল্লাহর নবী ﷺ-কে হারিয়ে যাওয়া উটের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে হলে তিনি বললেন, “তোমার সাথে তার সাথ কী? তার সঙ্গে তার পানীয় থাকে, জুতা থাকে। পানির জায়গায় এসে পানি খেয়ে এবং গাছপালা ভক্ষণ (করে বেঁচে থাকতে) পারে। পরিশেষে (খুঁজতে খুঁজতে) তার মালিক এসে তাকে পেয়ে যায়।” *(বুখারী, মুসলিম)*

৭। দেওয়ার সময় ওজনে বা মাপে কম এবং নেওয়ার সময় ওজনে বা মাপে বেশি নিতে বা দাঁড়ি মেরে লোককে ধোঁকা দিতে নিষেধ করেছে ইসলাম। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللّهِ أَوْفُواْ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} (١٥٢)

অর্থাৎ, পিতৃহীন বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সৎ উদ্দেশ্য ছাড়া তার সম্পত্তির নিকটবর্তী হয়ো না এবং পরিমাপ ও ওজন ন্যায়ভাবে পুরাপুরি প্রদান কর। আমি কাউকেও তার সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করি না। আর যখন তোমরা কথা বলবে, তখন স্বজনের বিরুদ্ধে হলেও ন্যায় কথা বল এবং আল্লাহকে প্রদত্ত অঙ্গীকার পূর্ণ কর। এভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। *(আনআমঃ ১৫২)*

{وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِالقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ

تَأْوِيلاً} (٣٥) سورة الإسراء

অর্থাৎ, মেপে দেয়ার সময় পূর্ণরূপে মাপো এবং সঠিক দাঁড়ি-পাল্লায় ওজন কর, এটাই উত্তম ও পরিণামে উৎকৃষ্টতম। *(বানী ইস্রাঈল ঃ ৩৫)*

{وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣) أَلا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (٤) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (٥) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ} (٦) المطففين

অর্থাৎ, ধ্বংস তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়, যারা লোকের নিকট হতে মেপে নেওয়ার সময় পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করে এবং যখন তাদের জন্য মেপে অথবা ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়। তারা কি চিন্তা করে না যে, তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে। এক মহা দিবসে; যেদিন দাঁড়াবে সমস্ত মানুষ বিশ্ব-জাহানের প্রতিপালকের সম্মুখে। *(মুত্বাফ্ফিফীন ঃ ১-৬)*

৮। ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতারণা করতে নিষেধ করেছে ইসলাম।

একদা আল্লাহর রসূল ﷺ (বাজারে) এক রাশীকৃত খাদ্য (শস্যের) কাছে গিয়ে তার ভিতরে হাত প্রবেশ করালেন। তিনি আঙ্গুল দ্বারা অনুভব করলেন যে, ভিতরের শস্য ভিজে আছে। বললেন, "ওহে ব্যাপারী! এ কী ব্যাপার?" ব্যাপারী বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! বৃষ্টিতে ভিজে গেছে।' তিনি বললেন, "ভিজেগুলোকে শস্যের উপরে রাখলে না কেন, যাতে লোকে দেখতে পেত? যে আমাদেরকে ধোঁকা দেয়, সে আমার দলভুক্ত নয়।" *(মুসলিম ১০২, ইবনে মাজাহ ২২২৪, তিরমিযী ১৩১৫, আবূ দাউদ ৩৪৫২নং)*

৯। ইসলামে যা হারাম, তার ব্যবসা হারাম। তার মাধ্যমে উপার্জন হারাম।

মহানবী ﷺ বলেন, আমাদের প্রিয় নবী ﷺ কুকুরের মূল্য,

বেশ্যাবৃত্তির কামাই ও গণকের উপার্জন গ্রহণ ও ভক্ষণ করতে নিষেধ করেছেন। *(সহীহুল জামে' ৬৯৫১নং)* তিনি বেশ্যাবৃত্তির মাধ্যমে কামানো অর্থকে 'খাবীষ' বা অপবিত্র বলেছেন। *(সহীহুল জামে' ৩০৭৭নং)* কখনো বলেছেন ঐ উপার্জন হল হারাম। *(সহীহুল জামে' ৩০৭৬নং)* তিনি বলেছেন, "বেশ্যাবৃত্তির অর্থ হালাল নয়।" *(আবূ দাউদ ৩৪৮৪নং)*

রাসূলুল্লাহ ﷺ কুকুরের মূল্য, ব্যভিচারের বিনিময় এবং গণকের পারিতোষিক গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

১০। ছোট-বড় ঋণ নেওয়া-দেওয়ার ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম বিধান দিয়েছে ইসলাম। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِيراً أَو كَبِيراً إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} البقرة ٢٨٢

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য পরস্পর ঋণ দেওয়া-নেওয়া কর, তখন তা লিখে নাও। আর তোমাদের মধ্যে কোন লেখক যেন ন্যায়ভাবে তা লিখে দেয় এবং আল্লাহ যেরূপ শিক্ষা দিয়েছেন---সেইরূপ লিখতে কোন লেখক যেন অস্বীকার না করে। অতএব তার লিখে দেওয়াই উচিত। আর ঋণগ্রহীতা যেন লিখার বিষয় বলে দিয়ে লিখিয়ে নেয় এবং সে যেন স্বীয় প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে এবং লেখার মধ্যে বিন্দুমাত্র কম-বেশী না করে। অনন্তর ঋণগ্রহীতা যদি নির্বোধ হয় কিংবা দুর্বল হয় অথবা নিজে লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে অক্ষম হয়, তাহলে তার অভিভাবক যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে তা লেখায়। আর তোমাদের মধ্যে দু’জন পুরুষকে (এই আদান-প্রদানের) সাক্ষী কর। যদি দু’জন পুরুষ না পাও, তাহলে সাক্ষীদের মধ্যে যাদেরকে তোমরা পছন্দ কর তাদের মধ্য হতে একজন পুরুষ ও দু’জন মহিলাকে সাক্ষী কর; যাতে মহিলাদ্বয়ের একজন ভুলে গেলে যেন অন্য জন তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আর যখন (সাক্ষ্য দিতে) ডাকা হয়, তখন যেন সাক্ষীরা অস্বীকার না করে। (ঋণ) ছোট হোক, বড় হোক, তোমরা মেয়াদসহ লিখতে কোনরূপ অলসতা করো না। এ লেখা আল্লাহর নিকট ন্যায্যতর ও সাক্ষ্য (প্রমাণের) জন্য দৃঢ়তর এবং তোমাদের মধ্যে সন্দেহ উদ্রেক না হওয়ার অধিক নিকটতর। কিন্তু তোমরা পরস্পরে ব্যবসায় যে নগদ আদান-প্রদান কর, তা না লিখলে কোন দোষ নেই। তোমরা যখন পরস্পর বেচা-কেনা কর, তখন সাক্ষী রাখ। আর কোন লেখক ও সাক্ষী যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। যদি তোমরা তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত কর, তাহলে তা হবে তোমাদের পক্ষে পাপের বিষয়। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ তোমাদেরকে শিক্ষা দেন। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী। *(বাক্বারাহ ঃ ২৮২)*

১১। যথাসময়ে ঋণ পরিশোধ করতে আদেশ করে ইসলাম। পরিশোধে টাল-বাহানা করাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে ইসলামে।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন,

“যে ব্যক্তি লোকের মাল (ঋণ) নিয়ে তা আদায় করার সংকল্প রাখে, সে ব্যক্তির তরফ থেকে আল্লাহ তা আদায় করে দেন। (অর্থাৎ পরিশোধের উপায় সহজ করে দেন।) আর যে ব্যক্তি আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্য রেখে লোকেদের মাল গ্রহণ করে, আল্লাহ তাকে ধ্বংস করেন।” *(বুখারী ২৩৮৭, ইবনে মাজাহ ২৪১১নং)*

“ঋণ পরিশোধে সামর্থ্যবান ব্যক্তির টালবাহানা করা যুলুম। আর যখন কোন (ঋণদাতা) ব্যক্তিকে কোন ধনীর বরাত দেওয়া হয়, তখন সে যেন তার অনুসরণ করে।” *(বুখারী ২২৮৮, মুসলিম ১৫৬৪নং, আসহাবে সুনান)*

“(ঋণ পরিশোধে) সক্ষম ব্যক্তির টালবাহানা করা তার সম্ভ্রম ও শাস্তিকে হালাল করে দেয়।” *(আহমাদ ৪/২২২, আবূ দাঊদ ৩৬২৮, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ২৪২৭, ইবনে হিব্বান ৫০৮৯, হাকেম ৪/১০২, সহীহুল জামে’ ৫৪৮৭নং)*

১২। কেউ কারো সম্পদ নষ্ট করলে তার খেসারত দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে ইসলামে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ} (١٩٤) سورة البقرة

অর্থাৎ, যে তোমাদেরকে আক্রমণ করবে, তোমরাও তাকে অনুরূপ আক্রমণ কর। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ সাবধানীদের সাথী। (বাক্বারাহ ঃ ১৯৪)

১৩। ধন-সম্পদ রক্ষার করার দায়িত্ব ও অধিকার আছে খোদ মালিকের। আর তার ফলে সে যদি খুন হয়ে যায়, তাহলে ইসলাম তাকে ‘শহীদ’-এর মর্যাদা দেয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি তার ধন-সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে খুন হয়, সে শহীদ।” *(বুখারী-মুসলিম)*

১৪। অর্থ-সম্পদ অপচয় করতে নিষেধ করে ইসলাম। অপব্যয়কারীকে মহান আল্লাহ পছন্দ করেন না। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (٢٦) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا} (٢٧)

অর্থাৎ, তুমি আত্মীয়-স্বজনকে তার প্রাপ্য প্রদান কর এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও। আর কিছুতেই অপব্যয় করো না। নিশ্চয় যারা অপব্যয় করে, তারা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ। (বানী ইস্রাঈল ঃ ২৬-২৭)

অবৈধ পথে অর্থ ব্যয় করা অথবা বৈধ পথে অপরিমিত ব্যয় করার নাম অপব্যয় করা।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} (٣١) سورة الأعراف

অর্থাৎ, হে আদমের বংশধরগণ! তোমরা প্রত্যেক নামাযের সময় সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান কর। পানাহার কর, কিন্তু অপচয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না। (আ’রাফ ঃ ৩১)

রাসূলুল্লাহ ﷺ অহেতুক কথাবার্তা বলতে, ধন-সম্পদ বিনষ্ট করতে এবং অধিকাধিক প্রশ্ন করতে নিষেধ করতেন। আর তিনি মাতা-পিতার সাথে অবাধ্যাচরণ করতে, মেয়েদেরকে জীবন্ত প্রোথিত করতে এবং প্রাপকের নায্য অধিকার রোধ করতে ও অনধিকার বস্তু তলব করতেও

নিষেধ করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

অবশ্য ব্যয়কুণ্ঠ হতেও নিষেধ করে ইসলাম। এ ব্যাপারেও ইসলাম মধ্যমপন্থাকে পছন্দ করে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا} (٢٩) سورة الإسراء

অর্থাৎ, তুমি বদ্ধমুষ্টি হয়ো না এবং একেবারে মুক্ত হস্তও হয়ো না; হলে তুমি তিরস্কৃত ও নিঃস্ব হয়ে পড়বে। (বানী ইস্রাঈল ঃ ২৯)

তিনি ধনব্যয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বনকারীর প্রশংসা করে বলেছেন, (পরম দয়াময়ের দাস তারা,)

{وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا} (٦٧)

অর্থাৎ, যারা ব্যয় করলে অপচয় করে না, কার্পণ্যও করে না; বরং তারা এ দুইয়ের মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করে। (ফুরক্বান ঃ ৬৭)

পানভোজন ও বিলাস-ব্যসনেও মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে আদেশ করে ইসলাম। মহানবী ﷺ বলেন, "তোমরা যা ইচ্ছা তাই খাও এবং যেমন ইচ্ছা তেমনিই পর, তবে তাতে যেন দু'টি জিনিস না থাকে; অপচয় ও অহংকার।" (বুখারী, মিশকাত ৪৩৮০নং)

১৫। নষ্ট হবে অথবা অবৈধ পথে ব্যয় হবে---এই আশঙ্কায় নির্বোধ (শিশু বা পাগল)দের হাতে টাকা-পয়সা দিতে নিষেধ করেছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا} (٥) سورة النساء

অর্থাৎ, আর আল্লাহ তোমাদের সম্পদকে---যা তোমাদের উপজীবিকা (জীবনযাত্রার অবলম্বন) করেছেন---তা নির্বোধদের

(হাতে) অর্পণ করো না। তা হতে তাদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা কর এবং তাদের সাথে মিষ্ট কথা বল। (নিসা ঃ ৫)

যেহেতু ধন-সম্পদ মহান আল্লাহর দান। তাই তা কেবল সেই পথে ব্যয় করতে হয়, যাতে তিনি সন্তুষ্ট ও সম্মত হন। তিনি বলেছেন,

{آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ} (٧) سورة الحديد

অর্থাৎ, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং আল্লাহ তোমাদেরকে যা কিছুর উত্তরাধিকারী করেছেন, তা হতে ব্যয় কর। তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে ও ব্যয় করে, তাদের জন্য আছে মহাপুরস্কার। (হাদীদ ঃ ৭)

১৬। ইসলাম মানুষকে উপার্জন করতে উদ্বুদ্ধ করে। মহান আল্লাহ বলেন,

{هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ } (١٥) سورة الملك

অর্থাৎ, তিনিই তো তোমাদের জন্য ভূমিকে সুগম ক'রে দিয়েছেন; অতএব তোমরা ওর দিক-দিগন্তে বিচরণ কর এবং তাঁর দেওয়া রুযী হতে আহার্য গ্রহণ কর। আর পুনরুত্থান তো তাঁরই নিকট। (মুল্ক ঃ ১৫)

{فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } (١٠) سورة الجمعة

অর্থাৎ, অতঃপর নামায সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান কর ও আল্লাহকে অধিকরূপে স্মরণ কর;

যাতে তোমরা সফলকাম হও। (জুমুআহ ঃ ১০)

১৭। স্বহস্তে উপার্জিত খাদ্য ভক্ষণ করতে উৎসাহিত করে ইসলাম।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "স্বহস্তে উপার্জন করে যে খায়, তার চেয়ে উত্তম খাদ্য অন্য কেউ ভক্ষণ করে না। আল্লাহর নবী দাঊদ ﵇ স্বহস্তে উপার্জিত খাদ্য ভক্ষণ করতেন।" (বুখারী ২০৭২ নং)

"তোমরা যে খাদ্য ভক্ষণ কর, তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম খাদ্য হল তোমাদের নিজের হাতে কামাই করা খাদ্য। আর তোমাদের সন্তানগণ তোমাদের উপার্জিত ধনের পর্যায়ভুক্ত।" (বুখারীর তারীখ, তিরমিযী, নাসাঈ, বাইহাক্বী, সহীহুল জামে' ১৫৬৬ *নং)*

১৮। ইসলাম ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতে নিষেধ করে। চিৎ হস্তের লোককে অপছন্দ করে।

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "সর্বদা যাঞ্চ্ঞা করলে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎকালে তার চেহারায় কোন মাংসপিন্ড থাকবে না।" (বুখারী ও মুসলিম)

"যাঞ্চ্ঞাকারী যদি যাঞ্চ্ঞায় কী শাস্তি আছে তা জানত, তাহলে সে যাঞ্চ্ঞা করত না।" (সঃ তারগীব ৭৮৯নং)

"অভাব না থাকা সত্ত্বেও যে যাচনা করে, কিয়ামতের দিন তার মুখমন্ডলে তা কলঙ্কের ছাপ হবে।" (ঐ ৭৯১নং)

"যে ব্যক্তি দৈন্য না থাকা সত্ত্বেও চেয়ে খায়, সে যেন আঙ্গার খায়।" (ঐ ৭৯৩নং)

"আল্লাহ নাছোড়-বান্দা হয়ে ভিক্ষাকারীকে ঘৃণা করেন।" (সহীহুল জামে ৮৭২নং)

"বান্দা যাঞ্চ্ঞার দরজা খুললে আল্লাহ তার জন্য অভাবের দরজা খুলে দেন।" (ঐ ৩০২১নং)

“তোমাদের মধ্যে কারো রশি নিয়ে কাঠ সংগ্রহ ক’রে পিঠে ক’রে বয়ে আনা, কোন লোকের কাছে এসে ভিক্ষা করার চেয়ে অনেক ভাল; চাহে সে দিক বা না দিক।” *(বুখারী ও মুসলিম)*

১৯। জীবনে বাঁচার জন্য ইসলাম হালাল উপার্জন করতে এবং হারাম উপার্জন থেকে দূরে থাকতে মুসলিমকে উদ্বুদ্ধ করে। মহান আল্লাহ নিজ রসূলগণকে বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ}

(٥١) سورة المؤمنون

অর্থাৎ, হে রসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু হতে আহার কর এবং সৎকর্ম কর; তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে আমি সবিশেষ অবগত। (মু’মিনূন ঃ ৫১)

একই নির্দেশ করেছেন তাঁর প্রতি বিশ্বাসী মুসলিমদেরকে,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} (١٧٢) سورة البقرة

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! আমি তোমাদেরকে যে রুযী দিয়েছি, তা থেকে পবিত্র বস্তু আহার কর এবং আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর; যদি তোমরা শুধু তাঁরই উপাসনা ক’রে থাক। (বাক্বারাহ ঃ ১৭২)

মহানবী ﷺ বলেন, তার দুআ কিভাবে কবুল হতে পারে, যে লম্বা সফর করে আলুথালু ধূলিমলিন বেশে নিজ হাত দু’টিকে আকাশের দিকে লম্বা করে তুলে দুআ করে বলে, ‘হে আমার প্রতিপালক! হে আমার প্রভু!’ কিন্তু তার আহার্য হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পরিধেয় লেবাস হারাম এবং হারাম দ্বারাই তার পুষ্টিবিধান হয়েছে? *(মুসলিম ১০১৫, তিরমিযী ২৯৮৯নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ একদা কা’ব বিন উজরার উদ্দেশ্যে বললেন, “হে কা’ব বিন উজরাহ! সে মাংস কোন দিন বেহেশ্ত্ প্রবেশ করতে পারবে না, যার পুষ্টিসাধন হারাম খাদ্য দ্বারা করা হয়েছে।” *(দারেমী ২৬৭৪ নং)*

“--- হে কা’ব বিন উজরাহ! যে মাংস হারাম খাদ্য দ্বারা প্রতিপালিত হবে, তার জন্য জাহান্নামই উপযুক্ত।” *(সহীহ তিরমিযী ৫০১নং)*

২০। উপার্জনে অক্ষম ব্যক্তিদের দায়ভার বহন করে ইসলাম। তার জন্য মুসলিমদেরকে সাদকাহ বা দান-খয়রাত করতে উৎসাহিত করেছে। দানের বিনিময়ে বহুগুণ প্রতিদান দেওয়ার অঙ্গীকার করেছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} (٢٦١)

অর্থাৎ, যারা আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তাদের উপমা একটি শস্য-বীজের মত, যা থেকে সাতটি শীষ জন্মে, প্রতিটি শীষে থাকে একশত শস্য-দানা। আর আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা বহুগুণে বৃদ্ধি ক’রে দেন। আল্লাহ মহাদানশীল, মহাজ্ঞানী। (বাক্বারাহ ঃ ২৬১)

{وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (١٣٣) الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} (١٣٤) سورة آل عمران

অর্থাৎ, তোমরা প্রতিযোগিতা (ত্বরা) কর, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে ক্ষমা এবং বেহেশ্তের জন্য, যার প্রস্থ আকাশ ও পৃথিবীর সমান, যা ধর্মভীরুদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে। যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় দান করে, ক্রোধ সংবরণ করে এবং মানুষকে ক্ষমা

ক'রে থাকে। আর আল্লাহ (বিশুদ্ধচিত্ত) সৎকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন। (আলে ইমরান ঃ ১৩৩-১৩৪)

মহানবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি (তার) বৈধ উপায়ে উপার্জিত অর্থ থেকে একটি খেজুর পরিমাণও কিছু দান করে ---আর আল্লাহ তো বৈধ অর্থ ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণই করেন না---সে ব্যক্তির ঐ দানকে আল্লাহ ডান হাতে গ্রহণ করেন। (অতঃপর তা ঐ ব্যক্তির জন্য লালন-পালন করেন;) পরিশেষে তা রহমানের করতলে বৃদ্ধিলাভ ক'রে পাহাড় থেকেও বড় হয়ে যায়। যেমন তোমাদের কেউ তার অশ্ব-শাবককে লালন-পালন ক'রে থাকে।" (বুখারী ১৪১০, মুসলিম ১০১৪নং, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ প্রভৃতি)

২১। বরং নির্দিষ্ট পরিমাণ পশুসম্পদ, ফসল, স্বর্ণ-রৌপ্য বা অর্থ থাকলে নির্দিষ্ট শর্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ যাকাত ফরয করেছেন মহান সৃষ্টিকর্তা। আর তা হল ইসলামের তৃতীয় রুক্ন। তা আদায় না করলে মহাশাস্তির ঘোষণা রয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ}

অর্থাৎ, যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তুমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দাও। যেদিন জাহান্নামের আগুনে ঐগুলোকে উত্তপ্ত করা হবে। অতঃপর তা দিয়ে তাদের ললাট, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশ দাগা হবে, (আর বলা হবে,) 'এ হচ্ছে তাই যা তোমরা নিজেদের জন্য সঞ্চয় করে

রেখেছিলে। সুতরাং এখন নিজেদের সঞ্চিত জিনিসের স্বাদ গ্রহণ কর।' (তাওবাহ ঃ ৩৪-৩৫)

২২। যা হারাম, তা স্পষ্ট করেছে ইসলাম। যা হালাল তাও স্পষ্ট আছে। কিন্তু কিছু এমন জিনিস আছে, যা অস্পষ্ট ও সন্দিগ্ধ। এ ব্যাপারে ইসলামের বিধান হল,

"হালাল স্পষ্ট, হারামও স্পষ্ট। আর উভয়ের মাঝে রয়েছে কিছু সন্ধিগ্ধ বিষয়-বস্তু। যে ব্যক্তি কোন সন্ধিগ্ধ পাপকে বর্জন করবে, সে তো (সন্দেহহীন) স্পষ্ট পাপকে অধিকরূপে বর্জন করবে। আর যে ব্যক্তি সন্ধিগ্ধ কিছু করার দুঃসাহস করবে, সে ব্যক্তি অদূরেই স্পষ্ট পাপেও আপতিত হয়ে যাবে। পাপ আল্লাহর সংরক্ষিত চারণভূমি। যে ঐ চারণভূমির ধারে-পাশে চরবে সে অদূরে সম্ভবতঃ তার ভিতরেও চরতে শুরু করে দেবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

"যা তোমাকে সন্দেহে ফেলে তা বর্জন করে যা সন্দেহে ফেলে না তা গ্রহণ কর। যেহেতু সত্যবাদিতা প্রশান্তি এবং মিথ্যাবাদিতা সংশয় (সৃষ্টি করে)।" (তিরমিযী, নাসাঈ)

মানুষের চরিত্র গঠনে ইসলামের বৈশিষ্ট্য

১। মানুষেরই প্রকৃতিতে আছে মানুষের ছয়টি শত্রু ঃ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য। এ ষড়্রিপুর সুদৃঢ় কেল্লা হল মানুষের মন। তাই মনের বিরুদ্ধে সদা যুদ্ধ করতে হয় মানুষকে। সেখানে সে বিজয়ী হলে চরিত্রবান হয়ে গড়ে ওঠে। আর যে চরিত্রে ভালো, সে সবার চেয়ে ভালো।

এ জন্যই মনের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ বলে ইসলাম।

মহানবী ﷺ বলেছেন, "মুজাহিদ তো সেই, যে আল্লাহর সন্তুষ্টিতে

নিজের আত্মার বিরুদ্ধে জিহাদ করে।” (সহীহুল জামে’ ৬৫৫৫নং)

“স্বীয় আত্মা ও কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ হল মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ।” (ঐ ১১১০নং)

এমন সংগ্রামে আত্মবিজয়ী সুপথ পায়। আত্মসংযমী হয় সৎলোক। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ} (٦٩)

অর্থাৎ, যারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথসমূহে পরিচালিত করব। আর আল্লাহ অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণদের সঙ্গেই থাকেন। (আনকাবূত ঃ ৬৯)

২। উক্ত ষড়্‌রিপুর মধ্যে অহংকার হল অতি সর্বনাশী শত্রু। ইসলামে তা মহাপাপ। অহংকারী ব্যক্তির ঠিকানা হবে জাহান্নামে।

মহানবী ﷺ বলেছেন, “যার অন্তরে অণু পরিমাণও অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।” (এ কথা শুনে) এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, ‘মানুষ তো পছন্দ করে যে, তার কাপড়-চোপড় সুন্দর হোক, তার জুতা সুন্দর হোক, (তাহলে সেটাও কি অহংকারের মধ্যে গণ্য হবে?)’ তিনি বললেন, “নিশ্চয় আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্য ভালবাসেন। অহংকার হচ্ছে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা ও মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান করা।” *(মুসলিম ২৭৫নং)*

অহংকারের সাথে দম্ভভরে চলাফেরা করতে নিষেধ করে ইসলাম। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً} (٣٧) سورة الإسراء

অর্থাৎ, ভূ-পৃষ্ঠে দম্ভভরে বিচরণ করো না, তুমি তো কখনোই

পদভারে ভূ-পৃষ্ঠ বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনোই পর্বত-প্রমাণ হতে পারবে না। (বানী ইস্রাঈল ঃ ৩৭)

৩। ইসলাম একের কথা অন্যকে লাগিয়ে চুগলখোরি করতে নিষেধ করে। কিয়ামত প্রতিষ্ঠার আগেই কবরেই আযাব শুরু হয় চুগলখোরের। (বুখারী)

আর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "চুগলখোর জান্নাতে যাবে না।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

৪। মিথ্যা কথা বলতে নিষেধ করেছে ইসলাম। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} (٣٠) سورة الحـج

অর্থাৎ, তোমরা দূরে থাক মূর্তিরূপ অপবিত্রতা হতে এবং দূরে থাক মিথ্যা কথন হতে। (হাজ্জ ঃ ৩০)

রসূল ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয় সত্যবাদিতা পুণ্যের পথ দেখায়। আর পুণ্য জান্নাতের দিকে পথ নির্দেশনা করে। আর মানুষ সত্য কথা বলতে থাকে, শেষ পর্যন্ত আল্লাহর নিকট তাকে 'মহাসত্যবাদী' রূপে লিপিবদ্ধ করা হয়। আর নিঃসন্দেহে মিথ্যাবাদিতা নির্লজ্জতা ও পাপাচারের দিকে নিয়ে যায়। আর পাপাচার জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। আর মানুষ মিথ্যা বলতে থাকে, শেষ পর্যন্ত আল্লাহর নিকট তাকে 'মহামিথ্যাবাদী' রূপে লিপিবদ্ধ করা হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

ইসলাম বলে, মিথ্যাবাদিতা মুসলিমের আচরণ নয়, মিথ্যাবাদিতা হল কপটচারী (মুনাফিক)এর নিদর্শন। (বুখারী, মুসলিম)

৫। ইসলামে কারো প্রতি কুধারণা করা, কারো গোপন দোষ অনুসন্ধান বা ছিদ্রান্বেষণ করা, পরচর্চা, পরনিন্দা ও গীবত করা হারাম। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ} (١٢) سورة الحجرات

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা বহুবিধ ধারণা হতে দূরে থাক; কারণ কোন কোন ধারণা পাপ। আর তোমরা অপরের গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান করো না এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা (গীবত) করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভ্রাতার গোশ্‌ত ভক্ষণ করতে চাইবে? বস্তুতঃ তোমরা তো এটাকে ঘৃণ্যই মনে কর। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ তাওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু। *(হুজুরাত ঃ ১২)*

৬। মুখ, চোখ ও হাতের ইশারায় নিন্দা করাকে ইসলাম খুবই খারাপ জানে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ} (١) سورة الهمزة

অর্থাৎ, দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে। (হুমাযাহ ঃ ১)

৭। ইসলাম পরস্পরকে ক্ষমা করতে উদ্বুদ্ধ করে। মানুষকে ক্ষমা করার বিনিময়ে সৃষ্টিকর্তার ক্ষমালাভে ধন্য হতে আগ্রহান্বিত করে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}

অর্থাৎ, তারা যেন ওদেরকে ক্ষমা করে এবং ওদের দোষ-ত্রুটি মার্জনা করে। তোমরা কি পছন্দ করো না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা ক'রে দিন? আর আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়। (নূর ঃ ২২)

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (١٤) سورة التغابن

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে তোমরা সতর্ক থেকো। আর তোমরা যদি তাদেরকে মার্জনা কর, তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা কর এবং তাদেরকে ক্ষমা কর, তাহলে (জেনে রেখো যে,) নিশ্চয় আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (তাগাবুন ঃ ১৪)

{وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (١٣٣) الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} (١٣٤) سورة آل عمران

অর্থাৎ, তোমরা প্রতিযোগিতা (ত্বরা) কর, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে ক্ষমা এবং বেহেশ্তের জন্য, যার প্রস্থ আকাশ ও পৃথিবীর সমান, যা ধর্মভীরুদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে। যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় দান করে, ক্রোধ সংবরণ করে এবং মানুষকে ক্ষমা ক'রে থাকে। আর আল্লাহ (বিশুদ্ধচিত্ত) সৎকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন। (আলে ইমরান ঃ ১৩৩- ১৩৪)

এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা দাস-দাসীকে কতবার ক্ষমা করব?' এ কথা শুনে তিনি নীরব থাকলেন। অতঃপর সেই ব্যক্তি পুনরায় একই প্রশ্ন করল। কিন্তু এবারেও তিনি চুপ থাকলেন। অতঃপর তৃতীয়বারে উত্তরে তিনি বললেন, "প্রত্যহ তাকে সত্তর বার ক্ষমা কর!" *(আবূ দাঊদ ৫১৬৪, তিরমিযী ১৯৪৯, সিঃ সহীহাহ ৪৮৮নং)*

৮। ইসলাম আপোসে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে উদ্বুদ্ধ

করে। নিজেদের মাঝে ও বিবদমান মানুষদের মাঝে মিলন সংসাধন ও সন্ধি স্থাপন করতে আদেশ করে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَاتَّقُواْ اللّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بِيْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ}

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং নিজেদের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন কর; যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর। (আন্‌ফাল ঃ ১)

{لاَّ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتَغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا}

অর্থাৎ, তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোন কল্যাণ নেই, তবে যে (তার পরামর্শে) দান খয়রাত, সৎকাজ ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের নির্দেশ দেয় (তাতে কল্যাণ আছে)। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আকাঙ্ক্ষায় যে ঐরূপ করবে, তাকে আমি মহা পুরস্কার দান করব। (নিসা ঃ ১১৪)

{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}

অর্থাৎ, সকল বিশ্বাসীরা তো পরস্পর ভাই ভাই, সুতরাং তোমরা তোমাদের দুই ভাই-এর মধ্যে সন্ধি স্থাপন কর এবং আল্লাহকে ভয় কর; যাতে তোমরা করুণাপ্রাপ্ত হও। (হুজুরাত ঃ ১০)

এমন সন্ধি স্থাপন ও মিলন সংসাধন করতে ইসলাম মিথ্যা বলাকেও বৈধ করেছে।

৯। গালাগালি করতে নিষেধ করে ইসলাম।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “মুসলিমকে গালি দেওয়া ফাসেকী (আল্লাহর অবাধ্যাচরণ) এবং তার সাথে লড়াই ঝগড়া করা কুফরী।” *(বুখারী ও মুসলিম)*

১০। ইসলাম অশ্লীল কথাকে অপছন্দ করে। কেউ স্পষ্টবাদী হলেও তার নোংরা কথাকে ঘৃণা করে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{لاَّ يُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا} (١٤٨) سورة النساء

অর্থাৎ, মন্দ কথা প্রকাশ করাকে আল্লাহ পছন্দ করেন না; তবে যার উপর যুলুম করা হয়েছে তার কথা স্বতন্ত্র। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (নিসা ঃ ১৪৮)

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "অশ্লীলতা (নির্লজ্জতা) যে বিষয়ে থাকে সে বিষয়কে তা সৌন্দর্যহীন (ম্লান) করে ফেলে। আর লজ্জাশীলতা যে বিষয়ে থাকে সে বিষয়কে তা সৌন্দর্যময় (মনোহর) করে তোলে।" *(সহীহ তিরমিযী ১৬০৭ নং, ইবনে মাজাহ)*

১১। লজ্জাশীলতা পুরুষের আবরণ ও নারীর আভরণ। তাই ইসলাম নারী-পুরুষ সকলকেই লজ্জাশীলতার পোশাক ও অলংকার ব্যবহার করতে উদ্বুদ্ধ করে।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "অবশ্যই লজ্জাশীলতা ও ঈমান একই সূত্রে গাঁথা। একটি চলে গেলে অপরটিও চলে যায়।" (হাকেম, মিশকাত ৫০৯৪, সহীহুল জামে ১৬০৩নং)

"প্রত্যেক ধর্মে সচ্চরিত্রতা আছে, ইসলামের সচ্চরিত্রতা হল লজ্জাশীলতা।" (ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে ২১৪৯নং)

"লজ্জার সবটুকুই মঙ্গলময়।" "লজ্জা কেবল মঙ্গলই আনয়ন করে।" *(বুখারী, মুসলিম, সহীহুল জামে ৩১৯৬, ৩২০২নং)*

১২। লোকপ্রদর্শনের জন্য কোন প্রকার ইবাদত ও আমল করতে নিষেধ করা হয়েছে। যে কাজ লোক-দেখানির জন্য করা হবে, তাকে

বাতিল করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেন, "আমি সমস্ত অংশীদারদের চাইতে অংশীদারি (শির্ক) থেকে অধিক অমুখাপেক্ষী। কেউ যদি এমন কাজ করে, যাতে সে আমার সঙ্গে অন্য কাউকে অংশীদার স্থাপন করে, তাহলে আমি তাকে তার অংশীদারি (শির্ক) সহ বর্জন করি।" (অর্থাৎ তার আমলই নষ্ট করে দিই।) (মুসলিম)

তিনি আরো বলেছেন, "হে মানুষ! তোমরা সালাম প্রচার কর, অন্নদান কর, জ্ঞাতি-বন্ধন অক্ষুন্ন রাখ এবং লোকেরা যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন তোমরা নামায পড়। এতে তোমরা নির্বিঘ্নে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।" *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, হাকেম,সহীহ তারগীব ৬১০নং)*

১৩। মুসলিমকে কোন প্রকার কষ্ট দিতে নিষেধ করে ইসলাম।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا} (٥٨) سورة الأحزاب

অর্থাৎ, যারা বিনা অপরাধে বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীদেরকে কষ্ট দেয়, তারা অবশ্যই মিথ্যা অপবাদ এবং স্পষ্ট অপরাধের বোঝা বহন করে। (আহ্যাব ঃ ৫৮)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "প্রকৃত মুসলিম সেই, যার মুখ ও হাত হতে মুসলিমগণ নিরাপদে থাকে। আর প্রকৃত মুহাজির (দ্বীন বাঁচানোর উদ্দেশ্যে স্বদেশ ত্যাগকারী) সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর নিষিদ্ধ কর্মসমূহ ত্যাগ করে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

১৪। প্রতিবেশীকে কষ্ট দিতে বারণ করেছে ইসলাম। সে ভালো লোক তো নয়ই, প্রকৃত মুসলিমও নয়, যে তার প্রতিবেশীকে কোনভাবে কষ্ট

দেয়।

মহানবী ﷺ বলেছেন, "আল্লাহর কসম! সে ব্যক্তি মু'মিন নয়। আল্লাহর কসম! সে ব্যক্তি মু'মিন নয়। আল্লাহর কসম! সে ব্যক্তি মু'মিন নয়।" জিজ্ঞেস করা হল, 'কোন্ ব্যক্তি? হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "যে লোকের প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদে থাকে না।" (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদে থাকে না।

১৫। ইসলাম মুসলিমকে পরোপকারী ও সমাজসেবী হতে উদ্বুদ্ধ করে। মানুষের সেবা করতে নির্দেশ দেয়।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ)

অর্থাৎ, সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ সেই ব্যক্তি, যে মানুষের জন্য সবচেয়ে বেশি উপকারী। (সঃ জামে' ৩২৮৯, দারাক্বুত্বনী, সিঃ সহীহাহ ৪২৬নং)

« إِنَّ أَحَبَّ أَلاعْمَالِ إِلَى اللَّـهِ تعَـالَى بَعْـدَ الفَـرَائِضِ إِدْخَـالُ الـسُّرُورِ عَلَـى المُسْلِمِ ».

অর্থাৎ, ফরয আমলসমূহের পর মহান আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশি প্রিয় আমল হল, মুসলিমের মনে আনন্দ ভরে দেওয়া। (ত্বাবারানী, সিঃ সহীহাহ ৯০৬নং)

তিনি আরো বলেন, "আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়তম লোক হল সেই ব্যক্তি যে মানুষের জন্য সবচেয়ে বেশী উপকারী। আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়তম আমল হল, একজন মুসলিমের হৃদয়কে খুশীতে পরিপূর্ণ করা অথবা তার কোন কষ্ট দূর করে দেওয়া অথবা তার তরফ

থেকে তার ঋণ আদায় করে দেওয়া অথবা (কাপড় দান করে তার ইজ্জত ঢেকে দেওয়া অথবা) তার নিকট থেকে তার ক্ষুধা দূর করে দেওয়া। মসজিদে একমাস ধরে ই'তিকাফ করার চাইতে আমার মুসলিম ভাইয়ের কোন প্রয়োজন মিটাতে যাওয়া আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়। যে ব্যক্তি নিজ ক্রোধ সংবরণ করে নেবে, আল্লাহ তার দোষ গোপন করে নেবেন। যে ব্যক্তি নিজ রাগ সামলে নেবে; অথচ সে ইচ্ছা করলে তা প্রয়োগ করতে পারত, সে ব্যক্তির হৃদয়কে আল্লাহ কিয়ামতের দিন সন্তুষ্ট করবেন। যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করার জন্য যাবে এবং তা পূরণ করে দেবে, আল্লাহ সেদিন তার পদযুগলকে সুদৃঢ় রাখবেন, যেদিন পদযুগল পিছল কাটবে। আর মন্দ চরিত্র আমলকে নষ্ট করে, যেমন সির্কা মধুকে নষ্ট করে ফেলে।" (সহীহ তারগীব ২০৯০, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৪৯৪নং, সহীহুল জামে' ১৭৬নং)

বারা' ইবনে আযেব ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে সাতটি কাজ করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং সাতটি কাজ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি রোগী দেখতে যেতে, জানাযায় অংশগ্রহণ করতে, কেউ হাঁচি দিলে তার জবাব দিতে, শপথকারীর শপথ রক্ষা করতে, নিপীড়িতদের সাহায্য করতে, সালামের প্রসার ঘটাতে এবং কেউ দাওয়াত দিলে তা গ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর তিনি আমাদেরকে সোনার আংটি পরতে, রূপার পাত্র ব্যবহার করতে, রেশমের জিনপোশ, কাস্সী, ইস্তাবরাক ও দীবাজ (সর্বপ্রকার রেশম-বস্ত্র) ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

শেষোক্ত কর্মাবলীতে যেহেতু মানুষের মনে সাধারণতঃ অহংকার সৃষ্টি হয়, তাই ইসলামে তা নিষিদ্ধ হয়েছে।

১৬। যারা পৃথিবীর বুকে ফিতনা-ফাসাদ ও অশান্তি সৃষ্টি করে,

ইসলাম তাদেরকে পছন্দ করে না।

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ} (٢٠٥) سورة البقرة

অর্থাৎ, যখন সে (তোমার কাছ থেকে) প্রস্থান করে, তখন পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে এবং শস্যক্ষেত্র ও (জীব-জন্তুর) বংশনিপাতের চেষ্টা করে। কিন্তু আল্লাহ অশান্তি পছন্দ করেন না। (বাক্বারাহ ঃ ২০৫)

{وَلاَ تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ} (٧٧)

অর্থাৎ, পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেয়ো না। আল্লাহ অবশ্যই বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে ভালবাসেন না। (ক্বাস্বাস্ব ঃ ৭৭)

১৭। অন্যায়-অত্যাচারকে ইসলাম হারাম ঘোষণা করেছে। মহান আল্লাহ অত্যাচারীকে পছন্দ করেন না। পরন্তু পরকালে তার জন্য প্রস্তুত রেখেছেন উচিত শাস্তি। আর কোন যুলমের শাস্তি দিয়ে থাকেন ইহকালেই। তিনি বলেছেন,

{وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ} (٥٧) سورة آل عمران

অর্থাৎ, যারা বিশ্বাস করেছে এবং সৎকার্য করেছে, তিনি তাদের প্রতিদান পুরোপুরিভাবে প্রদান করবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ অত্যাচারিগণকে ভালবাসেন না।' (আলে ইমরান ঃ ৫৭)

{إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُوْلَئِكَ لَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ} (٤٢) سورة الشورى

অর্থাৎ, কেবল তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, যারা মানুষের

ওপর অত্যাচার করে এবং পৃথিবীতে অহেতুক বিদ্রোহাচরণ ক'রে বেড়ায়। তাদের জন্যই রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। (শূরা ঃ ৪২)

{وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ}

অর্থাৎ, এরূপই তোমার প্রতিপালকের পাকড়াও; যখন তিনি কোন অত্যাচারী জনপদের অধিবাসীদেরকে পাকড়াও করেন। নিঃসন্দেহে তাঁর পাকড়াও অত্যন্ত যাতনাদায়ক, কঠিন। (হূদ ঃ ১০২)

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "তোমরা যুলুম থেকে বাঁচ; কারণ, যুলুম হল কিয়ামতের দিনের অন্ধকার। আর কার্পণ্য থেকেও বাঁচ; কারণ কার্পণ্য তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতকে ধ্বংস করেছে; তা তাদেরকে আপোসের মধ্যে রক্তপাত ঘটাতে এবং হারামকে হালাল করে ব্যবহার করতে প্ররোচিত করেছে।" *(মুসলিম ২৫৭৮নং)*

তিনি আরো বলেছেন, "মহান আল্লাহ বলেন, 'হে আমার বান্দারা! আমি নিজের উপর যুলুমকে হারাম করেছি এবং তোমাদের মাঝেও তা হারাম ঘোষণা করছি। সুতরাং তোমরা একে অন্যের উপর যুলুম করো না।---" *(মুসলিম ২৫৭৭নং)*

১৮। ইসলাম আমানতদার হতে মানুষকে নির্দেশ দেয় এবং খিয়ানত করতে নিষেধ করে।

মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا}

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, আমানত তার মালিককে প্রত্যর্পণ করবে। আর যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচার-কার্য পরিচালনা করবে, তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার

করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে যে উপদেশ দেন, তা কত উৎকৃষ্ট ! নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (নিসা ঃ ৫৮)

{وَلاَ تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا} (١٠٧) سورة النساء

অর্থাৎ, তুমি তাদের পক্ষে কথা বলো না, যারা নিজেদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে। নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বাসঘাতক পাপিষ্ঠকে ভালবাসেন না। (নিসা ঃ ১০৭)

মহানবী ﷺ বলেন, "তোমার কাছে যে আমানত রেখেছে, তা তাকে প্রত্যর্পণ কর এবং যে তোমার খেয়ানত করেছে, তার খেয়ানত করো না।" (সিলসিলাহ সহীহাহ ৪২৩নং)

আল্লাহর রসূল ﷺ প্রায় খুতবাতে বলতেন, "যার আমানতদারী নেই, তার ঈমান নেই। আর যে অঙ্গীকার পালন করে না, তার দ্বীন নেই।" (আহমাদ, বাইহাক্বী, সহীহুল জামে' ৭১৭৯নং)

১৯। প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে ও অঙ্গীকার পালন করতে নির্দেশ দেয় ইসলাম।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً} (٣٤) سورة الإسراء

অর্থাৎ, প্রতিশ্রুতি পালন করো; নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে। (বানী ইস্রাঈল ঃ ৩৪)

{وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلاَ تَنقُضُواْ الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ} (٩١) سورة النحل

অর্থাৎ, তোমরা যখন পরস্পর অঙ্গীকার কর তখন আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ করো এবং আল্লাহকে তোমাদের যামিন ক'রে শপথ দৃঢ়

করবার পর তোমরা তা ভঙ্গ করো না; তোমরা যা কর, অবশ্যই আল্লাহ তা জানেন। (নাহ্ল ঃ ৯১)

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ} (١) سورة المائدة

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা অঙ্গীকার (ও চুক্তিসমূহ) পূর্ণ কর। (মায়িদাহ ঃ ১)

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "তোমরা তোমাদের তরফ থেকে আমার জন্য ছয়টি বিষয়ের জামিন হও, আমি তোমাদের জন্য বেহেশ্তের জামিন হয়ে যাব; কথা বললে সত্য বল, অঙ্গীকার করলে তা পালন কর, তোমাদের নিকটে কোন আমানত রাখা হলে তা আদায় কর, তোমাদের যৌনাঙ্গের হিফাযত কর, তোমাদের চক্ষুকে (অবৈধ কিছু দেখা হতে) অবনত রাখ, আর তোমাদের হাতকে (অন্যায় ও অত্যাচার করা হতে) সংযত রাখ।" *(আহমাদ, ত্বাবারানী, ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৪৭০ নং)*

অঙ্গীকার, প্রতিশ্রুতি বা চুক্তি পালন না করা মুনাফিকের লক্ষণ। মুসলিমের মাঝে সে দোষ থাকতে পারে না।

এমনকি শত্রুপক্ষের সাথেও যে চুক্তি করা হয়, তাও পালনীয়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ} (٤)

অর্থাৎ, তবে অংশীবাদীদের মধ্যে যাদের সাথে তোমরা চুক্তিতে আবদ্ধ ও পরে যারা তোমাদের চুক্তি রক্ষায় কোন ত্রুটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকেও সাহায্য করেনি, তোমরা তাদের সাথে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত চুক্তি পালন কর। নিশ্চয় আল্লাহ সাবধানীদেরকে

ভালোবাসেন। (তাওবাহ ঃ ৪)

যে ব্যক্তি সংযমশীলতার সাথে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে, মহান আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন। তিনি বলেছেন,

{بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ} (٧٦) آل عمران

অর্থাৎ, অবশ্যই যে তার অঙ্গীকার পালন করে এবং সংযত হয়ে চলে, নিশ্চয় আল্লাহ সংযমীদেরকে ভালবাসেন। (আলে ইমরান ঃ ৭৬)

২০। এমন আনন্দ ও উল্লাস ইসলামে বৈধ নয়, যাতে দম্ভ ও অহমিকা থাকে। মাল-ধন, সুখ-শান্তি পেয়ে এমন খোশ হওয়া বৈধ নয়, যাতে গর্বের মিশ্রণ থাকে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لاَ تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْفَرِحِينَ} (٧٦) سورة القصص

অর্থাৎ, কারূন ছিল মূসার সম্প্রদায়ভুক্ত, কিন্তু সে তাদের প্রতি যুলুম করেছিল। আমি তাকে ধনভান্ডার দান করেছিলাম, যার চাবিগুলি বহন করা একদল বলবান লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল। স্মরণ কর, তার সম্প্রদায় তাকে বলেছিল, 'দম্ভ করো না, আল্লাহ দাম্ভিকদেরকে পছন্দ করেন না। (ক্বাস্বাস্ব ঃ ৭৬)

২১। সবরে মেওয়া ফলে। ধৈর্যশীলদের সঙ্গে থাকেন আল্লাহ। তিনি ধৈর্যশীলদেরকে ভালোবাসেন। সাফল্যের পথে ধৈর্যের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। তাই তিনি বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (٢٠٠) سورة آل عمران

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা ধৈর্য ধারণ কর। ধৈর্য ধারণে প্রতিযোগিতা কর এবং (শত্রুর বিপক্ষে) সদা প্রস্তুত থাক; আর আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। (আলে ইমরান ঃ ২০০)

وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (٣)

অর্থাৎ, মহাকালের শপথ। মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয়। আর উপদেশ দেয় ধৈর্য ধারণের।(আস্‌র ঃ ১-৩)

মহানবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি চাওয়া থেকে পবিত্র থাকার চেষ্টা করবে, আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখবেন। আর যে ব্যক্তি (চাওয়া থেকে) অমুখাপেক্ষিতা অবলম্বন করবে, আল্লাহ তাকে অমুখাপেক্ষী করবেন। যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করার চেষ্টা করবে আল্লাহ, তাকে ধৈর্য ধারণের ক্ষমতা প্রদান করবেন। আর কোন ব্যক্তিকে এমন কোন দান দেওয়া হয়নি, যা ধৈর্য অপেক্ষা উত্তম ও বিস্তর হতে পারে।" *(বুখারী-মুসলিম)*

রাগ ও ক্রোধ দমন করা ধৈর্যশীলতার পরিচয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কুস্তিগীর বীর সে নয়, যে প্রতিদ্বন্দ্বীকে চিৎপাত ক'রে দেয়। প্রকৃতপক্ষে বীর সেই, যে ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

২২। মানুষ যত বড়ই হোক না কেন, কর্মে অপরের পরামর্শ নেওয়ার প্রয়োজন আছে। ইসলাম আত্মকেন্দ্রিক একনায়কতন্ত্রী হতে নিষেধ করে। ইসলাম সকলকে নিয়ে পরামর্শভিত্তিক কর্ম করতে বলে, পরামর্শভিত্তিক সিদ্ধান্ত নিতে বলে এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হতে উদ্বুদ্ধ করে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ} (١٥٩) سورة آل عمران

অর্থাৎ, আল্লাহর দয়ায় তুমি তাদের প্রতি হয়েছিলে কোমল-হৃদয়; যদি তুমি রূঢ় ও কঠোর-চিত্ত হতে, তাহলে তারা তোমার আশপাশ হতে সরে পড়ত। সুতরাং তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। আর কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর। অতঃপর তুমি কোন সংকল্প গ্রহণ করলে আল্লাহর প্রতি নির্ভর কর। নিশ্চয় আল্লাহ (তাঁর উপর) নির্ভরশীলদের ভালবাসেন। (আলে ইমরান ঃ ১৫৯)

{وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ} (٣٨) سورة الشورى

অর্থাৎ, (আল্লাহর নিকট যা আছে, তা উত্তম ও চিরস্থায়ী তাদের জন্য, যারা বিশ্বাস করে -----) এবং যারা তাদের প্রতিপালকের আহবানে সাড়া দেয়, নামায প্রতিষ্ঠা করে, আপোসে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে এবং তাদেরকে যে রুযী দিয়েছি, তা হতে ব্যয় করে। (শূরা ঃ ৩৮)

২৩। ন্যায়পরায়ণতার ধর্ম ইসলাম। আপন-পর, বন্ধু ও শত্রু সকলের সাথে ন্যায়াচরণ করতে আদেশ দেয়। মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا}

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, আমানত

তার মালিককে প্রত্যর্পণ করবে। আর যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচার-কার্য পরিচালনা করবে, তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে যে উপদেশ দেন, তা কত উৎকৃষ্ট ! নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (নিসা ঃ ৫৮)

{سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَآؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} (٤٢) سورة المائدة

অর্থাৎ, তারা মিথ্যা শ্রবণে অত্যন্ত আগ্রহশীল এবং অবৈধ উপায়ে লব্ধ বস্তু ভক্ষণে অত্যন্ত আসক্ত, তারা যদি তোমার নিকট আসে, তাহলে তাদের বিচার-নিষ্পত্তি কর অথবা তাদেরকে উপেক্ষা কর। আর যদি তাদেরকে উপেক্ষা কর, তাহলে তারা তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। পক্ষান্তরে যদি বিচার-নিষ্পত্তি কর, তাহলে তাদের মাঝে ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার-নিষ্পত্তি কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালবাসেন। (মায়িদাহ ঃ ৪২)

{إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} (٩٠) سورة النحل

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসৎকার্য ও সীমালংঘন করা হতে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন; যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর। (নাহ্ল ঃ ৯০)

{وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا

بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ } (٩) سورة الحجرات

অর্থাৎ, বিশ্বাসীদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে সন্ধি স্থাপন কর; অতঃপর তাদের একদল অপর দলের প্রতি বিদ্রোহাচরণ করলে তোমরা বিদ্রোহী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে, যদি তারা ফিরে আসে, তাহলে তাদের মধ্যে ন্যায়ের সাথে সন্ধি স্থাপন কর এবং সুবিচার কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিচারকারীদেরকে ভালবাসেন। (হুজুরাত ঃ ৯)

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقَيرًا فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا}

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা ন্যায় বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাক, তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য দাও; যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়। সে বিত্তবান হোক অথবা বিত্তহীনই হোক, আল্লাহ উভয়েরই যোগ্যতর অভিভাবক। সুতরাং তোমরা ন্যায়-বিচার করতে খেয়াল-খুশীর অনুগামী হয়ো না। যদি তোমরা পেঁচালো কথা বল অথবা পাশ কেটে চল, তাহলে (জেনে রাখ) যে, তোমরা যা কর, আল্লাহ তার খবর রাখেন। (নিসা ঃ ১৩৫)

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} (٨) سورة المائدة

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে (হকের উপর)

দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত (এবং) ন্যায়পরায়ণতার সাথে সাক্ষ্যদাতা হও। কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনও সুবিচার না করাতে প্ররোচিত না করে। সুবিচার কর, এটা আত্মসংযমের নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা যা কর, আল্লাহ তার খবর রাখেন। (মায়িদাহ ঃ ৮)

{لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ } (٨)

অর্থাৎ, দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে স্বদেশ হতে বহিষ্কার করেনি, তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায় বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়-পরায়ণদেরকে ভালবাসেন। (মুমতাহিনাহ ঃ ৮)

২৪। ইসলাম হক কথা বলতে নির্দেশ দেয়। স্বজনের বিরুদ্ধে হলেও ন্যায্য কথা বলতে উৎসাহিত করে। মহান আল্লাহ বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} (٧٠) الأحزاب

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। (আহ্‌যাব ঃ ৭০)

{وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللّهِ أَوْفُواْ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} (١٥٢) سورة الأنعام

অর্থাৎ, পিতৃহীন বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সৎ উদ্দেশ্য ছাড়া তার সম্পত্তির নিকটবর্তী হয়ো না এবং পরিমাপ ও ওজন ন্যায়ভাবে পুরাপুরি প্রদান কর। আমি কাউকেও তার সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করি

না। আর যখন তোমরা কথা বলবে, তখন স্বজনের বিরুদ্ধে হলেও ন্যায় কথা বল এবং আল্লাহকে প্রদত্ত অঙ্গীকার পূর্ণ কর। এভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। (আন্‌আম ঃ ১৫২)

২৫। ইসলাম মানুষকে অন্যের জন্য শুভানুধ্যায়ী ও হিতাকাঙ্ক্ষী হতে নির্দেশ দেয়। মহানবী ﷺ বলেন, "দ্বীন হল হিতাকাঙ্ক্ষার নাম।" সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কার জন্য হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "আল্লাহ, তাঁর কিতাব, তাঁর রসূল, মুসলিমদের নেতৃবর্গ এবং তাদের জনসাধারণের জন্য।" *(মুসলিম ৫৫নং)*

২৬। ইসলাম আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখতে নির্দেশ দেয়। জ্ঞাতিবন্ধন ছিন্ন করতে নিষেধ করে।

মহান আল্লাহ বলেন,

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} (١) سورة النساء

অর্থাৎ, হে মানবসম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন ও তা হতে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যিনি তাদের দু'জন থেকে বহু নরনারী (পৃথিবীতে) বিস্তার করেছেন। সেই আল্লাহকে ভয় কর, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচ্ঞা কর এবং জ্ঞাতি-বন্ধন ছিন্ন করাকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। *(নিসাঃ ১)*

{فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (٢٢) أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ} (٢٣) سورة محمد

অর্থাৎ, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবতঃ তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং তোমাদের আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। ওরা তো তারা, যাদেরকে আল্লাহ অভিশপ্ত ক'রে বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন করেন। *(মুহাম্মাদঃ ২২-২৩)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, তার রুযী প্রশস্ত হোক এবং আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি হোক, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে।" (বুখারী + মুসলিম)

"যে ব্যক্তি আল্লাহতে ও পরকালে ঈমান রাখে, সে যেন তার আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখে।" (বুখারী)

"জ্ঞাতিবন্ধন (আল্লাহর) আরশে ঝুলানো আছে; সে বলে, 'যে ব্যক্তি আমাকে বজায় রাখবে, সে ব্যক্তির সাথে আল্লাহ সম্পর্ক বজায় রাখবেন এবং যে ব্যক্তি আমাকে ছিন্ন করবে, সে ব্যক্তির সাথে আল্লাহও সম্পর্ক ছিন্ন করবেন।" (বুখারী ৫৯৮৯, মুসলিম ২৫৫৫ নং)

২৭। ইসলাম মুসলিমকে মানুষের সাথে সেইরূপ আচরণ ও ব্যবহার করতে নির্দেশ দেয়, যে আচরণ ও ব্যবহার সে অপরের কাছ থেকে নিজের জন্য পেতে পছন্দ করে।

মহানবী ﷺ বলেছেন, "ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কেউ প্রকৃত ঈমানদার হবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।" (বুখারী ও মুসলিম)

তিনি আরো বলেছেন, "যে পছন্দ করে যে, তাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হোক এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হোক, তার মরণ যেন এমন অবস্থায় হয় যে, সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান রাখে এবং অন্যের প্রতি এমন ব্যবহার দেখায়, যেমন সে নিজের জন্য পছন্দ করে।" (মুসলিম ৪৮৮২নং)

২৮। ইসলাম মুসলিমদেরকে আপোসে সম্প্রীতি ও ভালোবাসা

প্রতিষ্ঠা করতে আদেশ দেয়। সেই লক্ষ্যে সাক্ষাতের সময় আপোসে 'সালাম' ব্যাপক করতে নির্দেশ দেয়। হাতে হাত মিলিয়ে মুসাফাহাহ করতে উদ্বুদ্ধ করে। আর বলে,

"তুমি কোন ভালো কাজকে তুচ্ছ মনে করো না। যদিও তুমি তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করতে পার।" (মুসলিম) তার মানে, মুসলিম ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করাও একটি পুণ্যের কাজ।

২৯। ইসলাম মুসলিমকে কোন ফালতু কাজে জড়াতে নিষেধ করে, কোন অপ্রয়োজনীয় কথা বলতে নিষেধ করে, কোন পরকীয় বিষয়ে নাক গলাতে নিষেধ করে। দ্বীন-দুনিয়ার কোন লাভ নেই, এমন অনর্থক বিষয় থেকে দূরে থাকতে বলে।

মহানবী ﷺ বলেন, "পরকীয় বিষয়ীভূত কথা ত্যাগ করা মানুষের সুন্দর ইসলামের প্রমাণ।" (তিরমিযী, সঃ তারগীব ২৮৮ ১নং)

স্থান-কাল-পাত্রভেদে প্রয়োজনীয়তা ও সমঞ্জসতায় ইসলামের বৈশিষ্ট্য

ইসলাম কালজয়ী ধর্ম। সকল স্থানে সকল মানুষের জন্য তার প্রয়োজনীয়তা আছে। সকল ক্ষেত্রে তার সমঞ্জসতা আছে। প্রত্যেক নতুনত্বের মাঝেও তার গ্রহণযোগ্যতা আছে।

১। ইসলাম মানা কঠিন নয়। ইসলাম সরল ধর্ম।

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ} (٧٨)

অর্থাৎ, তোমরা সংগ্রাম কর আল্লাহর পথে যেভাবে সংগ্রাম করা

উচিত; তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন। তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠিনতা আরোপ করেননি; এটা তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের মিল্লাত (ধর্মাদর্শ)। (হাজ্জ ঃ ৭৮)

২। কারো সাধ্যের অতীত ভার অর্পণ করে না ইসলাম।

মহান আল্লাহ বলেন,

{لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ}

অর্থাৎ, আল্লাহ কাউকেও তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করেন না। যে ভাল উপার্জন করবে সে তার (প্রতিদান পাবে) এবং যে মন্দ উপার্জন করবে, সে তার (প্রতিফল পাবে)। (বাক্বারাহ ঃ ২৮৬)

{لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} (٧) الطلاق

অর্থাৎ, সামর্থ্যবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে এবং যার জীবনোপকরণ সীমিত, সে আল্লাহ তাকে যা দান করেছেন তা হতে ব্যয় করবে। আল্লাহ যাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন, তার চেয়ে গুরুতর বোঝা তিনি তার উপর চাপান না। আল্লাহ কষ্টের পর স্বস্তি দান করবেন। (ত্বালাক্ব ঃ ৭)

{وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (٤٢) سورة الأعراف

অর্থাৎ, আমি কাউকেও তার সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করি না। যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, তারাই হবে জান্নাতবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। (আ'রাফ ঃ ৪২)

{وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ}

অর্থাৎ, আমি কাউকেও তার সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পণ করি না এবং আমার নিকট আছে এক গ্রন্থ; যা সত্য ব্যক্ত করে এবং তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না। (মু'মিনূন ঃ ৬২)

{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (١٦) سورة التغابن

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় কর এবং শোনো, আনুগত্য কর ও ব্যয় কর, তোমাদের নিজেদেরই কল্যাণ হবে। আর যারা অন্তরের কার্পণ্য হতে মুক্ত, তারাই সফলকাম। (তাগাবুন ঃ ১৬)

৩। নিরুপায় বা বাধ্য হলে ইসলামে 'হারাম' জিনিস হালাল হয়ে যায়। মহান আল্লাহ্‌ বলেন,

{إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (١٧٣) البقرة

অর্থাৎ, নিশ্চয় (আল্লাহ) তোমাদের জন্য শুধু মৃত জীব, রক্ত, শূকরের মাংস এবং যে সব জন্তুর উপরে (যবেহ কালে) আল্লাহ ছাড়া অন্যের নাম উচ্চারণ করা হয়ে থাকে তা তোমাদের জন্য অবৈধ করেছেন। কিন্তু যে অনন্যোপায় অথচ অন্যায়কারী কিংবা সীমালংঘনকারী নয়, তার কোন পাপ হবে না। আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। (বাক্বারাহ ঃ ১৭৩)

{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ

نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (٣) سورة المائدة

অর্থাৎ, তোমাদের জন্য হারাম (অবৈধ) করা হয়েছে মৃত পশু, রক্ত ও শূকর-মাংস, আল্লাহ ভিন্ন অন্যের নামে উৎসর্গীকৃত পশু, শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত জন্তু, ধারবিহীন কিছু দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মৃত জন্তু, পতনে মৃত জন্তু, শৃঙ্গাঘাতে মৃত জন্তু এবং হিংস্র পশুর খাওয়া জন্তু; তবে তোমরা যা যবেহ দ্বারা পবিত্র করেছ তা ছাড়া। আর যা মূর্তি পূজার বেদীর উপর বলি দেওয়া হয় তা এবং জুয়ার তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করা, এ সব পাপকার্য। আজ অবিশ্বাসিগণ তোমাদের ধর্মের বিরুদ্ধাচরণে হতাশ হয়েছে। সুতরাং তাদেরকে ভয় করো না, শুধু আমাকে ভয় কর। আজ তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম (ইসলাম) পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের ধর্ম হিসাবে মনোনীত করলাম। তবে যদি কেউ ক্ষুধার তাড়নায় (নিষিদ্ধ জিনিষ খেতে) বাধ্য হয়; কিন্তু ইচ্ছা ক'রে পাপের দিকে ঝুঁকে না, তাহলে (তার জন্য) আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (মায়িদাহ ঃ ৩)

{قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (١٤٥) الأنعام

অর্থাৎ, বল, আমার প্রতি যে প্রত্যাদেশ হয়েছে, তাতে আহারকারী যা আহার করে, তার মধ্যে আমি কিছুই নিষিদ্ধ পাই না। তবে মৃতপ্রাণী, বহমান রক্ত ও শূকরের মাংস; কেননা তা অপবিত্র। অথবা (যবেহকালে) আল্লাহ ছাড়া অন্যের নাম নেওয়ার কারণে যা অবৈধ।

তবে কেউ অবাধ্য না হয়ে এবং সীমালংঘন না করে তা গ্রহণে বাধ্য হলে, তোমার প্রতিপালক অবশ্যই চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (আন্‌আম ঃ ১৪৫)

{إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (١١٥) سورة النحل

অর্থাৎ, আল্লাহ তো শুধু মৃত, রক্ত, শূকরের মাংস এবং যার যবেহকালে আল্লাহর পরিবর্তে অন্যের নাম নেওয়া হয়েছে তা-ই তোমাদের জন্য অবৈধ করেছেন; কিন্তু কেউ অন্যায়কারী কিংবা সীমালংঘনকারী না হয়ে (তা খেতে) অনন্যোপায় হলে নিশ্চয় আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (নাহ্‌ল ঃ ১১৫)

{وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ} (١١٩) سورة الأنعام

অর্থাৎ, আর তোমাদের কী হয়েছে যে, যার যবেহকালে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়েছে, তোমরা তা ভক্ষণ করবে না? অথচ তোমরা নিরুপায় না হলে যা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ, তা তিনি বিশদভাবেই তোমাদের নিকট বিবৃত করেছেন। অনেকে অজ্ঞানতাবশতঃ নিজেদের খেয়াল-খুশী দ্বারা অবশ্যই অন্যকে বিপথগামী করে। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক সীমা লংঘনকারীদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। (আন্‌আম ঃ ১১৯)

৪। ভুল হয়ে গেলে অথবা ভুল করে কিছু করে ফেললে ইসলামে তা ধর্তব্য নয়।

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا } (٥) سورة الأحزاب

অর্থাৎ, যে বিষয়ে তোমরা ভুল কর সে বিষয়ে তোমাদের কোন অপরাধ নেই, কিন্তু তোমাদের আন্তরিক ইচ্ছা থাকলে (তাতে অপরাধ আছে)। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (আহ্যাব ঃ ৫)

এমন ভুলের ক্ষমা চাইতেও ইসলাম নির্দেশ দেয়।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} (٢٨٦) سورة البقرة

অর্থাৎ, আল্লাহ কাউকেও তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করেন না। যে ভাল উপার্জন করবে সে তার (প্রতিদান পাবে) এবং যে মন্দ উপার্জন করবে, সে তার (প্রতিফল পাবে)। হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি, তাহলে তুমি আমাদেরকে অপরাধী করো না। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পূর্ববর্তিগণের উপর যেমন গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছিলে, আমাদের উপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ করো না। হে আমাদের প্রতিপালক! এমন ভার আমাদের উপর অর্পণ করো না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর, আমাদের পাপ মোচন কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমি আমাদের অভিভাবক। অতএব সত্য প্রত্যাখ্যানকারী (কাফের) সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে (সাহায্য

ও) জয়যুক্ত কর। (বাক্বারাহ ঃ ২৮৬)

৫। দ্বীন মানার ব্যাপারে সীমালংঘন, বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জন করতে নিষেধ করে ইসলাম।

মহান আল্লাহ বলেন,

{يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلاَ تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ إِلاَّ الْحَقِّ}

অর্থাৎ, হে গ্রন্থধারিগণ! তোমরা ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহ সম্বন্ধে সত্য ছাড়া (মিথ্যা) বলো না। (নিসা ঃ ১৭১)

{قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعُواْ أَهْوَاء قَوْمٍ قَدْ ضَلُّواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيرًا وَضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّبِيلِ} (٧٧) المائدة

অর্থাৎ, বল, 'হে ঐশীগ্রন্থধারিগণ! তোমরা তোমাদের ধর্ম সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি করো না এবং যে সম্প্রদায় ইতিপূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে ও অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে এবং সরল পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে, তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না।' (মায়িদাহ ঃ ৭৭)

{فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَوْاْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ}

অর্থাৎ, অতএব তুমি যেভাবে আদিষ্ট হয়েছ, সেইভাবে সুদৃঢ় থাক এবং সেই লোকেরাও যারা (কুফরী হতে) তওবা ক'রে তোমার সাথে রয়েছে; আর সীমালংঘন করো না। নিশ্চয় তিনি তোমাদের কার্যকলাপ সম্যকভাবে প্রত্যক্ষ করেন। (হূদ ঃ ১১২)

{كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى} (٨١) سورة طه

অর্থাৎ, তোমাদের যে উপজীবিকা দান করলাম, তা হতে পবিত্র বস্তু ভক্ষণ কর এবং এ বিষয়ে সীমালংঘন করো না। করলে তোমাদের

উপর আমার ক্রোধ পতিত হবে। আর যার উপরে আমার ক্রোধ পতিত হয়, সে অবশ্যই ধ্বংস হয়। (ত্বা-হা ঃ ৮১)

৬। ইসলাম হল মধ্যমপন্থী ধর্ম। কোন বিষয়ে না তাতে অবজ্ঞা করা যাবে, আর না অতিরঞ্জন।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} (١٤٣) سورة البقرة

অর্থাৎ, এভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ হতে পার এবং রসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হবে। (বাক্বারাহ ঃ ১৪৩)

মহানবী ﷺ বলেন, "নিশ্চয় দ্বীন সহজ। যে ব্যক্তি অহেতুক দ্বীনকে কঠিন বানাবে, তার উপর দ্বীন জয়ী হয়ে যাবে। (অর্থাৎ মানুষ পরাজিত হয়ে আমল ছেড়ে দেবে।) সুতরাং তোমরা সোজা পথে থাক এবং (ইবাদতে) মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর। তোমরা সুসংবাদ নাও। আর সকাল-সন্ধ্যা ও রাতের কিছু অংশে ইবাদত করার মাধ্যমে সাহায্য নাও।" (বুখারী)

বুখারীর অন্য এক বর্ণনায় আছে, "তোমরা সরল পথে থাকো, মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর, সকাল-সন্ধ্যায় চল (ইবাদত কর) এবং রাতের কিছু অংশে। আর তোমরা মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর, মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর, তাহলেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাবে।"

সাহাবী আনাস رضي الله عنه বলেন যে, তিন ব্যক্তি নবী ﷺ-এর স্ত্রীদের বাসায় এলেন। তাঁরা নবী ﷺ-এর ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। অতঃপর যখন তাঁদেরকে এর সংবাদ দেওয়া হল তখন তাঁরা যেন তা অল্প মনে করলেন এবং বললেন, 'আমাদের সঙ্গে নবী ﷺ-এর তুলনা

কোথায়? তাঁর তো আগের ও পরের সমস্ত গোনাহ মোচন ক'রে দেওয়া হয়েছে। (সেহেতু আমাদের তাঁর চেয়ে বেশী ইবাদত করা প্রয়োজন)।' সুতরাং তাঁদের মধ্যে একজন বললেন, 'আমি সারা জীবন রাতভর নামায পড়ব।' দ্বিতীয়জন বললেন, 'আমি সারা জীবন রোযা রাখব, কখনো রোযা ছাড়ব না।' তৃতীয়জন বললেন, 'আমি নারী থেকে দূরে থাকব, জীবনভর বিয়েই করব না।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের নিকট এলেন এবং বললেন, "তোমরা এই এই কথা বলেছ? শোনো! আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের চেয়ে বেশী আল্লাহকে ভয় করি, তার ভয় অন্তরে তোমাদের চেয়ে বেশী রাখি। কিন্তু আমি (নফল) রোযা রাখি এবং রোযা ছেড়েও দিই, নামায পড়ি এবং নিদ্রাও যাই। আর নারীদের বিয়েও করি। সুতরাং যে আমার সুন্নত হতে মুখ ফিরিয়ে নেবে, সে আমার দলভুক্ত নয়।" *(বুখারী-মুসলিম)*

৭। দ্বীনের প্রতি আহবানের ক্ষেত্রেও নম্রতা ও সরলতা প্রয়োগ করার বিধান দিয়েছে ইসলাম। মহান আল্লাহ তাঁর দূতকে বলেছেন,

{فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ} (١٥٩) سورة آل عمران

অর্থাৎ, আল্লাহর দয়ায় তুমি তাদের প্রতি হয়েছিলে কোমল-হৃদয়; যদি তুমি রূঢ় ও কঠোর-চিত্ত হতে, তাহলে তারা তোমার আশপাশ হতে সরে পড়ত। সুতরাং তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। আর কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর। অতঃপর তুমি কোন সংকল্প গ্রহণ করলে আল্লাহর প্রতি নির্ভর কর। নিশ্চয় আল্লাহ (তাঁর উপর) নির্ভরশীলদের ভালবাসেন। (আলে

ইমরান ঃ ১৫৯)

আর বিশ্বশান্তির দূত বলেছেন,

“দ্বীন সহজ, দ্বীনের ব্যাপারে যে শক্ত হবে দ্বীন তাকে পরাজিত করবে। অতএব তোমরা সঠিক পন্থা অবলম্বন কর, মানুষদেরকে নিকটবর্তী কর, তাদের সুসংবাদ দাও এবং সকাল-সন্ধ্যা ও রাত্রের কিছু অন্ধকার থাকতে আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর ।” (বুখারী মুসলিম)

“তোমরা সহজ কর, কঠিন করো না। সুসংবাদ দাও, বীতশ্রদ্ধ করো না। পরস্পর মেনে-মানিয়ে চলো, মতবিরোধ করো না।” (বুখারী ৩০৩৮, মুসলিম ৪৫২৬নং)

“নিশ্চয় মহান আল্লাহ নম্র, তিনি নম্রতাকে ভালবাসেন। তিনি নম্রতার উপরে যা দেন তা তিনি কঠোরতা এবং অন্য কোন জিনিসের উপর দেন না।” (মুসলিম)

“নম্রতা যে জিনিসেই থাকে, তাকে তা সুন্দর বানিয়ে দেয় এবং তা যে জিনিস থেকেই বের করে নেওয়া হয়, তাকে তা অসুন্দর বানিয়ে দেয়।” (মুসলিম)

মহান আল্লাহর আম নির্দেশ হল,

{ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ}

অর্থাৎ, তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহবান কর হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে আলোচনা কর সদ্ভাবে। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক, তাঁর পথ ছেড়ে কে বিপথগামী হয়, সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত এবং কে সৎপথে আছে তাও সবিশেষ অবহিত। (নাহল ঃ ১২৫)

৮। ইসলামের বিধান পালন করা যে সহজ, তার কিছু নমুনা।

(ক) পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রে ইসলামের সহজ বিধান দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (٦) سورة المائدة

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! যখন তোমরা নামাযের জন্য প্রস্তুত হবে, তখন তোমরা তোমাদের মুখমন্ডল ও কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত কর এবং তোমাদের মাথা মাসাহ কর এবং পা গ্রন্থি পর্যন্ত ধৌত কর। আর যদি তোমরা অপবিত্র থাক, তাহলে বিশেষভাবে (গোসল ক'রে) পবিত্র হও। যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ প্রস্রাব-পায়খানা হতে আগমন করে, অথবা তোমরা স্ত্রী-সহবাস কর এবং পানি না পাও, তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর; তা দিয়ে তোমাদের মুখমন্ডল ও হস্তদ্বয় মাসাহ কর। আল্লাহ তোমাদেরকে কোন প্রকার কষ্ট দিতে চান না, বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান ও তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। (মায়িদাহ ঃ ৬)

(খ) সফরে নামায কসর করার (৪ রাকাত নামাযকে ২ রাকাত পড়ার) বিধান দিয়ে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا} (١٠١)

অর্থাৎ, তোমরা যখন দেশ-বিদেশে সফর করবে, তখন যদি তোমাদের আশংকা হয় যে, অবিশ্বাসিগণ তোমাদেরকে বিপন্ন করবে, তাহলে নামায কসর (সংক্ষিপ্ত) করলে তোমাদের কোন দোষ নেই। নিশ্চয় অবিশ্বাসিগণ তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (নিসা ঃ ১০১)

সফরে যোহর-আসর এবং মাগরিব-এশাকে একত্রে জমা করার বিধানও আছে। বৃষ্টি ইত্যাদির কারণে মসজিদে যেতে বাধা হলে অনুরূপ নামায জমা করে পড়ার অনুমতি রয়েছে।

(গ) যুদ্ধের ময়দানে নামায সংক্ষেপের বিশেষ বিধান দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ اللّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا (١٠٢) فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَاذْكُرُواْ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا} (١٠٣) سورة النساء

অর্থাৎ, তুমি যখন তাদের মাঝে অবস্থান করবে ও তাদের নিয়ে নামায পড়বে, তখন একদল যেন তোমার সঙ্গে দাঁড়ায়, আর তারা যেন

সশস্ত্র থাকে। অতঃপর সিজদাহ করা হলে তারা যেন তোমাদের পিছনে অবস্থান করে; আর অপর একদল যারা নামাযে শরীক হয়নি, তারা তোমার সাথে যেন নামাযে শরীক হয় এবং তারা যেন সতর্ক ও সশস্ত্র থাকে। অবিশ্বাসিগণ কামনা করে, যেন তোমরা তোমাদের অস্ত্র-শস্ত্র ও আসবাবপত্র সম্বন্ধে অসতর্ক হও, যাতে তারা তোমাদের উপর হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। আর অস্ত্র রাখাতে তোমাদের কোন দোষ নেই; যদি বৃষ্টি-বাদলের জন্য তোমাদের কষ্ট হয় অথবা তোমাদের অসুখ হয়। কিন্তু অবশ্যই তোমরা হুঁশিয়ার থাকবে। নিশ্চয় আল্লাহ অবিশ্বাসীদের জন্য লাঞ্ছনাকর শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। তারপর যখন তোমরা নামায শেষ করবে, তখন দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ কর। অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ হবে, তখন যথাযথভাবে নামায পড়। নিশ্চয় নামাযকে বিশ্বাসীদের জন্য নির্ধারিত সময়ে অবশ্য কর্তব্য করা হয়েছে। (নিসা ঃ ১০২-১০৩)

(ঘ) রোগীর সাধ্যমতো নামায পড়ার বিধান আছে। মহানবী ﷺ বলেছেন, "তুমি দাঁড়িয়ে নামায পড়। না পারলে বসে পড়। তাও না পারলে পার্শ্বদেশে শুয়ে পড়।" *(বুখারী, আবূ দাঊদ, আহমাদ, মিশকাত ১২৪৮ নং)*

(ঙ) নিসাব পরিমাণ না হলে কারো উপর যাকাত ফরয নয়।

(চ) রোযা রাখতে অক্ষম ব্যক্তিদের বিশেষ বিধান দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

{أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٤) شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (١٨٥)

অর্থাৎ, (রোযা) নির্দিষ্ট কয়েক দিনের জন্য। তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে বা সফর অবস্থায় থাকলে অন্য দিনে এ সংখ্যা পূরণ করে নেবে। আর যারা রোযা রাখার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও রোযা রাখতে চায় না (যারা রোযা রাখতে অক্ষম), তারা এর পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করবে। পরন্তু যে ব্যক্তি খুশীর সাথে সৎকর্ম করে, তা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যদি তোমরা রোযা রাখ, তাহলে তা তোমাদের জন্য বিশেষ কল্যাণপ্রসূ; যদি তোমরা উপলব্ধি করতে পার। রমযান মাস, এতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। অতএব তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাস পাবে সে যেন তাতে রোযা পালন করে। আর যে অসুস্থ অথবা মুসাফির থাকে, তাকে অন্য দিনে এ সংখ্যা পূরণ করতে হবে। আল্লাহ তোমাদের (জন্য যা) সহজ (তা) করতে চান, তিনি তোমাদের কষ্ট চান না। যেন তোমরা (রোযার) নির্ধারিত সংখ্যা পূরণ করে নিতে পার এবং তোমাদেরকে যে সুপথ দেখিয়েছেন, তার জন্য তোমরা আল্লাহর তকবীর পাঠ (মহিমা বর্ণনা) কর এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পার। (বাক্বারাহ ঃ ১৮৪-১৮৫)

(ছ) যে কাজের কাফ্ফারা আছে, সে কাজ করে ফেললে এবং তা আদায় করতে সক্ষম না হলে মাফ হয়ে যায়।

আর আবূ হুরাইরা ﵁ বলেন, একদা আমরা নবী ﷺ-এর কাছে বসে ছিলাম। এমন সময় তাঁর নিকট এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে বলল, 'হে

আল্লাহর রসূল! আমি ধ্বংসগ্রস্ত হয়ে পড়েছি।' তিনি বললেন, "কোন্ জিনিস তোমাকে ধ্বংসগ্রস্ত ক'রে ফেলল?" লোকটি বলল, 'আমি রোযা অবস্থায় আমার স্ত্রীর সাথে সঙ্গম ক'রে ফেলেছি।' এ কথা শুনে আল্লাহর রসূল ﷺ তাকে বললেন, "তুমি কি একটি ক্রীতদাস মুক্ত করতে পারবে?" লোকটি বলল, 'জী না।' তিনি বললেন, "তাহলে কি তুমি একটানা দুই মাস রোযা রাখতে পারবে?" সে বলল, 'জী না।' তিনি বললেন, "তাহলে কি তুমি ষাট জন মিসকীনকে খাদ্যদান করতে পারবে?" লোকটি বলল, 'জী না।' কিছুক্ষণ পর নবী ﷺ এক ঝুড়ি খেজুর এনে বললেন, "এগুলি নিয়ে দান ক'রে দাও।" লোকটি বলল, 'আমার চেয়ে বেশী গরীব মানুষকে হে আল্লাহর রসূল? আল্লাহর কসম! (মদীনার) দুই হার্রার মাঝে আমার পরিবার থেকে বেশী গরীব অন্য কোন পরিবার নেই!' এ কথা শুনে নবী ﷺ হেসে ফেললেন এবং তাতে তাঁর ছেদক দাঁত দেখা গেল। অতঃপর বললেন, "তোমার পরিবারকেই তা খেতে দাও!" *(বুখারী ১৯৩৭, মুসলিম ১১১১নং)*

(জ) আর্থিক ও দৈহিক সামর্থ্য না থাকলে হজ্জ ফরয নয়। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْـهِ سَـبِيلاً وَمَـن كَفَـرَ فَـإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ } (٩٧) سورة آل عمران

অর্থাৎ, মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্জ্ব করা তার (পক্ষে) অবশ্য কর্তব্য। আর যে অস্বীকার করবে (সে জেনে রাখুক যে), আল্লাহ জগতের প্রতি অমুখাপেক্ষী। (আলে ইমরান ঃ ৯৭)

(ঝ) অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য জিহাদ ফরয করা হয়নি। মহান আল্লাহ বলেন,

{لَّيْسَ عَلَى الضُّعَفَاء وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}

অর্থাৎ, দুর্বল, পীড়িত এবং অর্থব্যয় করতে যারা অসমর্থ তাদের কোন অপরাধ নেই; যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি হিতাকাঙ্ক্ষী হয়। সৎকর্মপরায়ণদের বিরুদ্ধে অভিযোগের কোন পথ নেই। আর আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়। *(তাওবাহঃ ৯১)*

(ঞ) এমন কিছু সৌন্দর্য আছে, যা আনয়ন করলে সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিতে পরিবর্তন সাধন করা হয়, তা করতে নিষেধ করা হয়েছে।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ ﷺ বলেন, 'আল্লাহর অভিশাপ হোক সেই সব নারীদের উপর, যারা দেহাঙ্গে উলকি উৎকীর্ণ করে এবং যারা উৎকীর্ণ করায় এবং সে সব নারীদের উপর, যারা ভ্রূ চেঁছে সরু করে, যারা সৌন্দর্যের মানসে দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করে, যারা আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে পরিবর্তন আনে।' জনৈক মহিলা এ ব্যাপারে তাঁর (ইবনে মাসঊদের) প্রতিবাদ করলে তিনি বললেন, 'আমি কি তাকে অভিসম্পাত করব না, যাকে আল্লাহর রসূল ﷺ অভিসম্পাত করেছেন এবং তা আল্লাহর কিতাবে আছে? আল্লাহ বলেছেন, "রসূল যে বিধান তোমাদেরকে দিয়েছেন তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাক।" (সূরা হাশ্র ৭ আয়াত, বুখারী ও মুসলিম)

কিন্তু কোন বিকৃত অঙ্গে স্বাভাবিক সৌন্দর্য আনয়নকে ইসলাম হারাম বলে না।

(ট) মন্দ কাজে বাধা দেওয়ার পর্যায়ক্রম আছে। সে ক্ষেত্রেও সামর্থ্য বিবেচ্য হয়েছে। মহানবী ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোন গর্হিত কাজ দেখবে, সে যেন তা নিজ হাত দ্বারা পরিবর্তন ক'রে দেয়। যদি (তাতে) ক্ষমতা না রাখে, তাহলে নিজ জিভ দ্বারা (উপদেশ দিয়ে

পরিবর্তন করে)। যদি (তাতেও) সামর্থ্য না রাখে, তাহলে অন্তর দ্বারা (ঘৃণা করে)। আর এ হল সবচেয়ে দুর্বল ঈমান।” *(মুসলিম)*

৯। ইসলাম মান্যতার ধর্ম, স্বেচ্ছায় বরণীয় দ্বীন। অনিচ্ছায় বরণ করলে তা কোন কাজে লাগে না। এই জন্য ভাবনা-চিন্তা করে মনে পরিতুষ্ট হয়ে গ্রহণ করতে আহবান জানায়। ইসলাম মানুষকে সৃষ্টিকর্তার পরিচয় দিতে ও এবং সঠিক ধর্মের দিশা দিতে জোর-জবরদস্তি করে না। অবিশ্বাসী নাস্তিককে বিশ্বাসী আস্তিক বানাতে বল প্রয়োগ করে না। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (٢٥٦)

অর্থাৎ, ধর্মের জন্য কোন জোর-জবরদস্তি নেই। নিশ্চয় সুপথ প্রকাশ্যভাবে কুপথ থেকে পৃথক হয়েছে। সুতরাং যে তাগূতকে (অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য বাতিল উপাস্যসমূহকে) অস্বীকার করবে ও আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করবে, নিশ্চয় সে এমন এক শক্ত হাতল ধরবে, যা কখনো ভাঙ্গার নয়। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী। *(বাক্বারাহ ঃ ২৫৬)*

{وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ (٩٩) وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ} (١٠٠) سورة يونس

অর্থাৎ, যদি তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করতেন, তাহলে বিশ্বের সকল লোকই বিশ্বাস করত; তাহলে তুমি কি বিশ্বাসী হওয়ার জন্য মানুষের উপর জবরদস্তি করবে? অথচ আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কারো বিশ্বাস স্থাপন করার সাধ্য নেই; আর আল্লাহ নির্বোধ লোকদের উপর (কুফরীর) অপবিত্রতা স্থাপন ক’রে দেন। (ইউনুস ঃ ৯৯- ১০০)

ইসলাম মানুষকে চিন্তা-গবেষণা করে সৃষ্টিকর্তা ও তাঁর দ্বীনের পরিচয় পেতে উদ্বুদ্ধ করে।

চিন্তা করে দেখো হে মানুষ! তুমি কি স্রষ্টা ছাড়াই সৃষ্ট হয়েছ?

{أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ (٣٥) أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بَل لاَ يُوقِنُونَ (٣٦) أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ}

অর্থাৎ, তারা কি কোন কিছু ব্যতিরেকে আপনা-আপনিই সৃষ্ট হয়েছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা? নাকি তারা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে? বরং তারা নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে না। নাকি তোমার প্রতিপালকের ভান্ডারসমূহ তাদের নিকট রয়েছে, না তারা এ সমুদয়ের নিয়ন্ত্রক? (তূর ঃ ৩৫-৩৭)

প্রকৃতির নিয়মে সব কিছু হলেও, সেই স্রষ্টাই কি নিয়ামক নন? তুমি কি বলতে পারো, ফল আগে, না গাছ আগে? ডিম আগে, না মুরগী আগে?

আবার কোন্ মাথায় বল যে, নর প্রথমে বানর ছিল? এ কুবিশ্বাসকে প্রমাণ করার জন্য কোটি-কোটি ডলার ব্যয় কর? দেশ হিসাবে নরের বর্ণ ও ভাষাবৈচিত্র, তোমার নিজের দেহ নিয়ে গবেষণা করে কি সত্যের সন্ধান পাও না?

{وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ (٢٠) وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ} (٢١)

অর্থাৎ, নিশ্চিত বিশ্বাসীদের অনেক নিদর্শন রয়েছে পৃথিবীতে এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও! তোমরা কি ভেবে দেখবে না? (যারিয়াত ঃ ২০-২১)

{سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ} (٥٣) سورة فصلت

অর্থাৎ, আমি ওদের জন্য আমার নিদর্শনাবলী বিশ্বজগতে ব্যক্ত করব এবং ওদের নিজেদের মধ্যেও; ফলে ওদের নিকট স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এ (কুরআন) সত্য। এ কি যথেষ্ট নয় যে, তোমার প্রতিপালক সর্ববিষয়ের প্রত্যক্ষদর্শী? (হা-মীম সাজদাহ ঃ ৫৩)

বিশ্বজগৎ নিয়ে গবেষণা করে দেখো, সে সব কি বিনা স্রষ্টার সৃষ্টি?

{تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاء بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُّنِيرًا (٦١) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا} (٦٢) سورة الفرقان

অর্থাৎ, কত প্রাচুর্যময় তিনি যিনি নভোমন্ডলে রাশিচক্র সৃষ্টি করেছেন এবং ওতে স্থাপন করেছেন প্রদীপ (সূর্য) ও জ্যোতির্ময় চন্দ্র। এবং যারা উপদেশ গ্রহণ ও কৃতজ্ঞতা করতে ইচ্ছুক তাদের জন্য রাত এবং দিনকে সৃষ্টি করেছেন পরস্পরের অনুগামীরূপে। *(ফুরক্বান ঃ ৬১-৬২)*

{هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاء وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللّهُ ذَلِكَ إِلاَّ بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ}

অর্থাৎ, তিনিই সেই সত্তা যিনি সূর্যকে দীপ্তিমান ও চন্দ্রকে আলোকময় বানিয়েছেন এবং ওর (গতির) জন্যে কক্ষসমূহ নির্ধারিত করেছেন, যাতে তোমরা বছরসমূহের সংখ্যা ও (সময়ের) হিসাব জানতে পার। আল্লাহ এসব বস্তু অযথা সৃষ্টি করেননি, তিনি জ্ঞানবান সম্প্রদায়ের জন্য এই সমস্ত নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করেন। *(ইউনুস ঃ ৫)*

{فَالِقُ الإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ} (٩٦) سورة الأنعام

অর্থাৎ, তিনিই উষার উন্মেষ ঘটান, আর তিনিই বিশ্রামের জন্য

রাত এবং গণনার জন্য চন্দ্র ও সূর্যকে সৃষ্টি করেছেন, এ সব পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ কর্তৃক সুবিন্যস্ত। (আন্‌আম ঃ ৯৬)

{أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاء فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ}

অর্থাৎ, তারা কি তাদের উপরিস্থিত আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে না যে, আমি কিভাবে ওটা নির্মাণ করেছি ও তাকে সুশোভিত করেছি এবং ওতে কোন ফাটলও নেই? (ক্বাফ ঃ ৬)

{الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ (٣) ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِأً وَهُوَ حَسِيرٌ (٤) وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ} (٥) سورة الملك

অর্থাৎ, তিনি সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে সপ্তাকাশ। দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে তুমি কোন খুঁত দেখতে পাবে না; আবার তাকিয়ে দেখ, কোন ত্রুটি দেখতে পাচ্ছ কি? অতঃপর তুমি বারবার দৃষ্টি ফিরাও, সেই দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে। আমি নিকটবর্তী আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুশোভিত করেছি এবং ওগুলোকে করেছি শয়তানদের প্রতি ক্ষেপণাস্ত্র স্বরূপ এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি। (মুল্‌ক ঃ ৩-৫)

পৃথিবীর বুকে তাকিয়ে দেখো, পর্বত ও নদীমালা, কত রকমের বৃক্ষলতা, ফুল-ফল-ফসল! একই মাটির বুকে একই পানিতে সিঞ্চিত হয়ে সকল গাছ-পালা দর্শনে এক নয়, ডাল-পাতায় এক নয়, ফুল-ফলের রঙ, গন্ধ ও স্বাদে অভিন্ন নয়। একই মাটি ও একই পানির একটি গাছের ফল ঝাল, অন্যটির তেঁতো, মিষ্টি বা টক! মহান আল্লাহ বলেন,

{وَفِي الأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاء وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ} (٤) سورة الرعد

অর্থাৎ, পৃথিবীতে রয়েছে পরস্পর সংলগ্ন ভূ-খন্ড; ওতে আছে আঙ্গুর-কানন, শস্যক্ষেত্র, একাধিক ফেঁকড়া-বিশিষ্ট অথবা ফেঁকড়াহীন খেজুর বৃক্ষ, যা একই পানিতে সিঞ্চিত হয়ে থাকে। ফল হিসাবে ওগুলির কতককে কতকের উপর আমি উৎকৃষ্টতা দিয়ে থাকি, অবশ্যই বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য এতে রয়েছে নিদর্শন। (রা'দঃ ৪)

তোমার সৃষ্টি নিয়ে ভেবে দেখো, তোমাদের ছড়ানো বীজ ও অঙ্কুরিত ফসলের কথা, আকাশ থেকে বর্ষণ করা বৃষ্টির কথা এবং আগুনের কথা ভেবে দেখো।

{أَفَرَأَيْتُم مَا تُمْنُونَ (٥٨) أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ (٥٩) نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ (٦٠) عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لاَ تَعْلَمُونَ (٦١) وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الأُولَى فَلَوْلا تَذكَّرُونَ (٦٢) أَفَرَأَيْتُم مَا تَحْرُثُونَ (٦٣) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (٦٤) لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَاماً فَظَلَلْتُمْ تَتَفَكَّهُونَ (٦٥) إِنَّا لَمُغْرَمُونَ (٦٦) بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ (٦٧) أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ (٦٨) أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنْ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ (٦٩) لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجاً فَلَوْلا تَشْكُرُونَ (٧٠) أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ (٧١) أَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ (٧٢) نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً

وَمَتَاعاً لِلْمُقْوِينَ} (٧٣) الواقعة

অর্থাৎ, তোমরা কি ভেবে দেখেছ, তোমাদের বীর্যপাত সম্বন্ধে? ওটা কি তোমরা সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি? আমি তোমাদের জন্য মৃত্যু নির্ধারিত করেছি এবং আমি অক্ষম নই---তোমাদের স্থলে তোমাদের অনুরূপ আনয়ন করতে এবং তোমাদেরকে এমন এক আকৃতি দান করতে, যা তোমরা জান না। তোমরা তো অবগত হয়েছ প্রথম সৃষ্টি সম্বন্ধে। তবে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর না কেন? তোমরা যে বীজ বপন কর, সে সম্পর্কে চিন্তা করেছ কি? তোমরা কি ওকে অঙ্কুরিত কর, না আমি অঙ্কুরিত করি? আমি ইচ্ছা করলে অবশ্যই একে টুকরা-টুকরা (খড়-কুটায়) পরিণত করতে পারি, তখন হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে তোমরা। (বলবে,) 'নিশ্চয় আমরা সর্বনাশগ্রস্ত! বরং আমরা হৃতসর্বস্ব।' তোমরা যে পানি পান কর, সে সম্পর্কে তোমরা চিন্তা করেছ কি? তোমরাই কি তা মেঘ হতে বর্ষণ কর, না আমি বর্ষণ করি? আমি ইচ্ছা করলে ওটা লবণাক্ত ক'রে দিতে পারি। তবুও তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না কেন? তোমরা যে আগুন জ্বালিয়ে থাক, তা লক্ষ্য ক'রে দেখেছ কি? তোমরাই কি ওর বৃক্ষ সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি? আমি একে করেছি উপদেশের বিষয় এবং মরুচারীদের প্রয়োজনীয় বস্তু। (ওয়াক্বিআহ ঃ ৫৮-৭৩)

ভেবে দেখো, এ বিশ্বে কি একাধিক স্রষ্টা, প্রতিপালক, পরিচালক, নিয়ামক বা নিয়ন্তা আছে?

{مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ} (٩١) سورة المؤمنون

অর্থাৎ, আল্লাহ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সাথে অপর কোন উপাস্য নেই; যদি থাকত, তাহলে প্রত্যেক উপাস্য স্বীয় সৃষ্টি নিয়ে

পৃথক হয়ে যেত এবং একে অপরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করত। তারা যা বলে, তা হতে আল্লাহ কত পবিত্র! (মু'মিনূন ঃ ৯১)

{لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ} (٢٢) سورة الأنبياء

অর্থাৎ, যদি আল্লাহ ব্যতীত আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে বহু উপাস্য থাকত, তাহলে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত। সুতরাং ওরা যে বর্ণনা দেয়, তা থেকে আরশের অধিপতি আল্লাহ পবিত্র, মহান। (আম্বিয়া ঃ ২২)

আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বে ইসলামের বৈশিষ্ট্য

১। ইসলামে পিতামাতার মর্যাদা রয়েছে অনেক। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا (٢٣) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا} (٢٤) سورة الإسراء

অর্থাৎ, তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করবে না এবং পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে; তাদের এক জন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে বিরক্তিসূচক কিছু বলো না এবং তাদেরকে ভর্ৎসনা করো না; বরং তাদের সাথে বলো সম্মানসূচক নম্র কথা। অনুকম্পায় তাদের প্রতি বিনয়াবনত থেকো এবং বলো, 'হে আমার প্রতিপালক! তাদের উভয়ের প্রতি দয়া কর; যেভাবে শৈশবে তারা

আমাকে প্রতিপালন করেছে।’ (বানী ইস্রাঈল ঃ ২৩-২৪)

মহানবী ﷺ বলেছেন, “পিতা-মাতা জান্নাতের দুয়ারসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দুয়ার। সুতরাং তুমি যদি চাও, তাহলে এ দুয়ারকে নষ্ট কর অথবা তার রক্ষণাবেক্ষণ কর।” (তিরমিযী)

অমুসলিম হলেও তাদের পার্থিব অধিকার আদায় করতে বলা হয়েছে ইসলামে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ} (١٥) سورة لقمان

অর্থাৎ, তোমার পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার অংশী করতে পীড়াপীড়ি করে, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাদের কথা মান্য করো না, তবে পৃথিবীতে তাদের সঙ্গে সদ্ভাবে বসবাস কর এবং যে ব্যক্তি আমার অভিমুখী হয়েছে তার পথ অবলম্বন কর, অতঃপর আমারই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন এবং তোমরা যা করতে, আমি সে বিষয়ে তোমাদেরকে অবহিত করব। (লুক্বমান ঃ ১৫)

২। ইসলাম আত্মীয়-স্বজন, অনাথ-দরিদ্র ও প্রতিবেশীর প্রতি অনুগ্রহশীল সদ্ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا}

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর ও কোন কিছুকে তাঁর অংশী করো না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত,

আত্মীয় ও অনাত্মীয় প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, পথচারী এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার কর। নিশ্চয় আল্লাহ আত্মম্ভরী দাম্ভিককে ভালবাসেন না। (নিসা ঃ ৩৬)

দাস-দাসীদের প্রতি যথোচিত ন্যায়াচরণ করতে নির্দেশ দেয় ইসলাম।

একদা আবূ যার্র ﷺ নিজ দাসকে তার মা ধরে খোঁটা দিয়ে কথা বললে, নবী ﷺ তাঁকে বলেছিলেন, "নিশ্চয় তুমি এমন লোক; যার মধ্যে জাহেলিয়াত আছে।" আবূ যার্র বলেছিলেন, 'আমার বৃদ্ধ বয়সের এই সময়েও?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ, ওরা তোমাদের ভাই স্বরূপ। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের মালিকানাধীন করে দিয়েছেন। সুতরাং যে ব্যক্তির ভাইকে আল্লাহ তার মালিকানাধীন করেছেন, সে ব্যক্তি যেন তাকে (দাসকে) তাই খাওয়ায়; যা সে নিজে খায়, তাই পরায় যা সে নিজে পরে এবং এমন কাজের যেন ভার না দেয়, যা করতে সে সক্ষম নয়। পরন্তু যদি সে এমন দুঃসাধ্য কাজের ভার দিয়েই ফেলে, তবে তাতে যেন তাকে সহযোগিতা করে।" *(বুখারী ৬০৫০, মুসলিম ১৬৬১নং)*

৩। ইসলাম বিধবা ও অনাথ-এতীমদের তত্ত্বাবধান করতে উদ্বুদ্ধ করে। মহানবী ﷺ বলেন, "আমি এবং নিজের অথবা অপরের অনাথ (এতীমের) তত্ত্বাবধায়ক জান্নাতে (পাশাপাশি) থাকব। আর বিধবা ও দুঃস্থ মানুষকে দেখাশুনাকারী ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর সমতুল্য।" (ত্বাবারানীর আওসাত্ব, সহীহুল জামে' ১৪৭৬নং)

তিনি আরো বলেন, "আমি ও অনাথ (এতীমের) তত্ত্বাবধায়ক জান্নাতে এরূপ (পাশাপাশি) বাস করব।" এর সাথে তিনি তাঁর তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলি দ্বারা ইঙ্গিত করলেন এবং দুটির মাঝে একটু ফাঁক করলেন।" *(বুখারী ৫৩০৪ নং)*

আর তাদের প্রাপ্যের ব্যাপারে ইসলাম বলে, "মজুরকে তার ঘাম শুকাবার পূর্বে তোমরা তার মজুরী দিয়ে দাও।" (সহীহুল জামে' ১০৫৫নং)

৪। আত্মীয় ও বন্ধুদের সম্পর্কে ঘনিষ্ঠতা আনতে বিধান দিয়ে কুরআন বলেছে,

{لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} (٦١)

অর্থাৎ, অন্ধের জন্য, খঞ্জের জন্য, রুগ্ণের জন্য এবং তোমাদের নিজেদের জন্য তোমাদের নিজেদের গৃহে আহার করা দূষণীয় নয় অথবা তোমাদের পিতৃগণের গৃহে, মাতৃগণের গৃহে, ভ্রাতৃগণের গৃহে, ভগিনীগণের গৃহে, পিতৃব্যদের গৃহে, ফুফুদের গৃহে, মাতুলদের গৃহে, খালাদের গৃহে অথবা সে সব গৃহে যার চাবি তোমাদের হাতে আছে অথবা তোমাদের বন্ধুদের গৃহে; তোমরা একত্রে আহার কর অথবা পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে আহার কর, তাতে তোমাদের জন্য কোন অপরাধ নেই; তবে যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে, তখন তোমরা তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম বলবে। এ হবে আল্লাহর নিকট হতে কল্যাণময় ও পবিত্র অভিবাদন। এভাবে তোমাদের জন্য নিদর্শনাবলী বিশদভাবে বিবৃত করেন; যাতে তোমরা বুঝতে পার। (নূর ঃ ৬১)

৫। তা বলে তাদের মাঝে বেগানা নারী-পুরুষের একাকার হওয়াতে অনুমতি দেয়নি। বরং বাড়ি প্রবেশেরে বিশেষ বিধান দিয়েছে ইসলাম। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٢٧) فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} (٢٨) سورة النـور

অর্থাৎ, যদি তোমরা গৃহে কাউকেও না পাও, তাহলে তোমাদেরকে যতক্ষণ না অনুমতি দেওয়া হয়, ততক্ষণ ওতে প্রবেশ করবে না। যদি তোমাদেরকে বলা হয়, 'ফিরে যাও' তবে তোমরা ফিরে যাবে; এটিই তোমাদের জন্য উত্তম। আর তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত। (নূর ঃ ২৮)

৬। ইসলাম বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা ও ছোটদের প্রতি স্নেহ করতে নির্দেশ দেয়।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "সে ব্যক্তি আমার উম্মতের দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি আমাদের বড়দেরকে সম্মান দেয় না, ছোটদেরকে স্নেহ করে না এবং আলেমের অধিকার চেনে না।" *(আহমাদ, ত্বাবারানী, হাকেম, সহীহ তারগীব ৯৫নং)*

অপরাধীদের প্রতি দন্ডবিধি প্রয়োগে ইসলামের বৈশিষ্ট্য

১। অপরাধীর শাস্তি প্রয়োগ করবে শাসন কর্তৃপক্ষ। কোন ব্যক্তিবিশেষ কোন দন্ডবিধি প্রয়োগ করতে পারে না। চোরের হাত কাটা, মৃত্যুদন্ডের যোগ্য ব্যক্তিকে হত্যা করা ইত্যাদি কোন সাধারণ মানুষ করতে পারে না। রাষ্ট্রনেতা বা মুসলিম নেতা ছাড়া ব্যক্তি পর্যায়ে জিহাদ ঘোষণাও করতে পারে না।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ).

অর্থাৎ, ইমাম (রাষ্টনায়ক) তো ঢাল স্বরূপ; যার আড়ালে থেকে যুদ্ধ করা হয় এবং যার সাহায্যে নিজেকে বাঁচানো যায়। (বুখারী ২৯৫৭, মুসলিম ১৮৪১ নং)

২। পৃথিবীর বুকে অপরাধী গ্রেফতার হয়ে সাজাপ্রাপ্ত হলে পরকালে আর সাজা ভোগ করতে হবে না অথবা পরকালের সাজা হাল্কা হয়ে যাবে।

৩। ইসলামের বিধানে বিদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকের সাজা মৃত্যুদন্ড। ইসলাম কাউকে ইসলাম গ্রহণে জোর-জবরদোস্তি করে না। কিন্তু কেউ স্বেচ্ছায় সর্বশেষ ও সৃষ্টিকর্তার একমাত্র মনোনীত দ্বীন ইসলাম গ্রহণ করার পর তা ত্যাগ করলে তাকে বিদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক মনে করে। আর তার দ্বারা ইসলামের বিশাল ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। তাই তার শাস্তি এত কঠিন।

তাছাড়া তার পারলৌকিক শাস্তি তো আছেই। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (٢١٧)

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যে কেউ নিজ ধর্ম ত্যাগ করে এবং সে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী (কাফের)রূপে মৃত্যুবরণ করে, তাদের ইহকাল ও পরকালের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। তারাই দোযখবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। (বাক্বারাহ ঃ ২১৭)

এ হল মানুষের পঞ্চপ্রয়োজনীয় জিনিসের অন্যতম, ঈমান রক্ষার তাকীদ।

৪। ইসলাম নরহত্যাকে হারাম ঘোষণা করেছে। কেউ কাউকে হত্যা করলে এবং সরকারের হাতে ধরা না পড়লে পরকালে তার শাস্তি জাহান্নাম রেখেছে। ধরা পড়লে তার সাজার ব্যাপারে হত ব্যক্তির ওয়ারেসদেরকে এখতিয়ার দিয়েছে, তারা চাইলে তাকে ক্ষমা করে দিতে পারে অথবা তার প্রাণদন্ড মাফ করে অর্থদন্ড গ্রহণ করতে পারে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (١٧٨) سورة البقرة

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! নরহত্যার ব্যাপারে তোমাদের জন্য ক্বিস্বাসের (প্রতিশোধ গ্রহণের বিধান) বিধিবদ্ধ করা হল; স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস ও নারীর বদলে নারী। কিন্তু তার ভাইয়ের পক্ষ হতে কিছুটা ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে,

প্রচলিত প্রথার অনুসরণ করা ও সদয়ভাবে তার দেয় পরিশোধ করা উচিত। এ তো তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে ভার লাঘব ও অনুগ্রহ। এর পরও যে সীমালংঘন করে, তার জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে। (বাক্বারাহ ঃ ১৭৮)

তারা সম্মত না হলে সরকারের করার কিছু নেই। খুনের বদলে খুন করা হবে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (١٧٩)

অর্থাৎ, (হে বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! তোমাদের জন্য ক্বিসাসে (প্রতিশোধ গ্রহণের বিধানে) জীবন রয়েছে, যাতে তোমরা সাবধান হতে পার। (বাক্বারাহ ঃ ১৭৯)

যখন হত্যাকারীর এই ভয় হবে যে, আমাকেও ক্বিস্বাসে হত্যা করা হবে, তখন সে কাউকে হত্যা করতে সাহস পাবে না। যে সমাজে ক্বিস্বাসের আইন বলবৎ থাকে, সে সমাজে এ (ক্বিস্বাসে হত্যা হওয়ার) ভয় সমাজকে হত্যা ও খুনোখুনি থেকে সুরক্ষিত রাখে এবং এরই ফলে সমাজে নিরাপত্তা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

তাছাড়া এ ব্যবস্থা না হলে হত ব্যক্তির ওয়ারেসরা নিজের হাতে বদলা নিতে গিয়ে একটার জায়গায় দুইটা বা তারও বেশি, অনুরূপ পাল্টা আক্রমণে তাদের মধ্যে আরও অনেকে খুন হতে পারে। আর এইভাবে খুনের সিলসিলা চালু থাকলে মানুষের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। তাই ইসলামের ঐ সুন্দর ব্যবস্থা।

আর এ হল মানুষের পঞ্চপ্রয়োজনীয় জিনিসের অন্যতম, প্রাণ রক্ষার তাকীদ।

৫। ইসলাম মানুষের জ্ঞানের কদর করে। ইসলামী ভার অর্পিত হওয়ার একটি শর্তই হল জ্ঞান। জ্ঞানহীন বা জ্ঞানশূন্য মানুষের জন্য

ইসলাম ফরয নয়। জ্ঞানবত্তাই মানুষ ও পশুর মাঝে পার্থক্য সূচিত করে। জ্ঞানবত্তাই মানবকে মানবতার উচ্চাসন দান করে। অতএব তার সুরক্ষা ও প্রতিপালনের প্রয়োজন আছে। সেই জ্ঞান উজ্জ্বল করার প্রয়োজন আছে, যে জ্ঞান দিয়ে মানুষ তার সৃষ্টিকর্তাকে খুঁজে নিতে পারে। সৎ ও সঠিক পথ বেছে নিতে পারে। সেই জ্ঞানের সুরক্ষার প্রয়োজন আছে, যা কোন প্রকার বাতিলের অনুপ্রবেশে অথবা অবিশ্বাস ও নাস্তিকতার জীবাণু মিশ্রণে নষ্ট হতে পারে। অথবা কোন মাদকদ্রব্য সেবনের ফলে বিলীন বা দুর্বল হয়ে যেতে পারে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ} (٩١) سورة المائدة

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্যনির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও নামাযে বাধা দিতে চায়! অতএব তোমরা কি নিবৃত্ত হবে না? (মায়িদাহ ঃ ৯০-৯১)

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি মদ পান করবে সে ব্যক্তির ৪০ দিনের নামায কবুল হবে না। কিন্তু এরপর যদি সে তওবা করে, তবে আল্লাহ তার তওবা গ্রহণ করে নেবেন। অন্যথা যদি সে পুনরায় পান করে, তাহলে অনুরূপ তার ৪০ দিনের নামায কবুল হবে না। যদি এর

পরেও সে তওবা করে, তবে আল্লাহ তার তওবা কবুল করে নেবেন। অন্যথা যদি সে তৃতীয়বার পান করে, তাহলে অনুরূপ তার ৪০ দিনের নামায কবুল হবে না। কিন্তু এর পরেও যদি সে তওবা করে, তবে আল্লাহ তার তওবা গ্রহণ করে নেবেন। অন্যথা যদি সে চতুর্থবার তা পান করে, তাহলে অনুরূপ তার ৪০ দিনের নামায কবুল হবে না। কিন্তু এরপরে সে যদি তওবা করে, তবে আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন না, তিনি তার প্রতি ক্রোধান্বিত হন এবং (পরকালে) তাকে 'খাবাল নদী' থেকে পানীয় পান করাবেন।"

ইবনে উমার ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে আবূ আব্দুর রহমান! 'খাবাল-নদী' কী?' উত্তরে তিনি বললেন, 'তা হল জাহান্নামবাসীদের পুঁজ দ্বারা প্রবাহিত (জাহান্নামের) এক নদী।' *(তিরমিযী, হাকেম ৪/ ১৪৬, নাসাঈ, সহীহুল জামে' ৬৩১২-৬৩১৩নং)*

তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি মদ্যপানে অভ্যাস থাকা অবস্থায় মারা যাবে সে ব্যক্তি মূর্তিপূজকের মত (পাপী) হয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে।" (ত্বাবারানীর কাবীর, সিলসিলাহ সহীহাহ ৬৭৭নং)

আর এ হল মানুষের পঞ্চপ্রয়োজনীয় জিনিসের অন্যতম, জ্ঞান রক্ষার তাকীদ।

৬। ইসলাম মনুষ্য-সমাজকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন দেখতে চায়। অশ্লীলতা ও চারিত্রিক নোংরামি থেকে মানুষকে শুদ্ধ করতে চায়। সুন্দর চরিত্র গঠনের মাঝে উন্নত সমাজ গড়তে চায়। নারী-পুরুষের বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কের মাধ্যমে সৃষ্ট সকল প্রকার নোংরামি থেকে সমাজকে পবিত্র রাখতে চায়। তাই ইসলাম ব্যভিচারকে হারাম ঘোষণা করে এবং উক্ত কুকর্মের ধারেপাশেও যেতে নিষেধ করে। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً} (٣٢) سورة الإسراء

অর্থাৎ, তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না, নিশ্চয় তা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ। (বানী ইস্রাঈল ঃ ৩২)

কিন্তু সে নিষেধ অমান্য করে যে ব্যক্তি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, ইসলাম তাকে সাজা দেয়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ} (٢) سورة النــور

অর্থাৎ, ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী---ওদের প্রত্যেককে একশো কশাঘাত কর। আল্লাহ্‌র বিধান কার্যকরীকরণে ওদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে অভিভূত না করে; যদি তোমরা আল্লাহ্‌তে এবং পরকালে বিশ্বাসী হও। আর বিশ্বাসীদের একটি দল যেন ওদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। (নূর ঃ ২)

এ হল অবিবাহিত ব্যভিচারী নারী-পুরুষের সাজা। পক্ষান্তরে বিবাহিত ব্যভিচারী নারী-পুরুষের সাজা হল কোমর পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে পাথর ছুড়ে হত্যা।

এক বেদুঈন পরিবারে এক অবিবাহিত যুবক কর্মচারী নিযুক্ত ছিল। বাড়ির বধূর সাথে তার প্রকৃতিগত আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছিল। সংযমের বাঁধ ভাঙ্গলে এক সময় তাদের মাঝে ব্যভিচার সংঘটিত হয়ে গেল! ধরাও পড়ে গেল তারা। লোকমুখে ফতোয়া এল যে, যুবককে পাথর ছুড়ে হত্যা করতে হবে। কিন্তু যুবকটির বাপ একশটি বকরী ও একটি ক্রীতদাসী মুক্তিপণ দিয়ে তাকে মুক্ত করে নিল। অতঃপর উলামাদেরকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারল যে, যুবকটিকে ১০০ চাবুক

লাগিয়ে এক বছর নির্বাসনে পাঠাতে হবে। আর বধূটিকে পাথর ছুড়ে হত্যা করতে হবে।

মহিলাটির স্বামী ও যুবকটির বাপ আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট এসে মহান আল্লাহর কিতাবের ফায়সালা জানতে চাইল। তিনি বললেন,

« وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَـذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا ».

অর্থাৎ, সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ আছে! আমি অবশ্যই তোমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব দিয়ে ফায়সালা করব। বাঁদী ও বকরী তুমি ফিরে পাবে। তোমার ছেলেকে একশ চাবুক লাগিয়ে এক বছর নির্বাসনে পাঠাতে হবে। আর হে উনাইস! তুমি সকালে এর স্ত্রীর কাছে যাও। অতঃপর সে যদি ব্যভিচারের কথা স্বীকার করে, তাহলে তাকে পাথর ছুড়ে হত্যা করে দাও।" সুতরাং সে ব্যভিচারের কথা স্বীকার করলে তাকে পাথর ছুড়ে হত্যা করা হল। *(বুখারী ২৬৯৫, মুসলিম ৪৫৩১নং)*

অনুরূপ বিবাহিত-অবিবাহিত সমকামী ও পশুগমনকারীর সাজাও মৃত্যুদন্ড।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমরা যে ব্যক্তিকে লূত নবীর উম্মতের মত সমকামে লিপ্ত পাবে সে ব্যক্তি ও তার সহকর্মীকে হত্যা করে ফেলো।" *(আহমাদ, আবূ দাউদ ৪৪৬২, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ২৫৬১, বাইহাকীর শুআবুল ঈমান, সহীহুল জামে' ৬৫৮৯নং)*

তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তিকে কোন পশু-সঙ্গমে লিপ্ত পাবে, সে ব্যক্তি ও সে পশুকে তোমরা হত্যা করে ফেলবে।" (তিরমিযী, হাকেম, সহীহুল জামে' ৬৫৮৮নং)

কেউ কোন সতী নারীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিলে, তার সাজা হল আশি চাবুক। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (٤) النــور

অর্থাৎ, যারা সাধ্বী রমণীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশি বার কশাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না; এরাই তো সত্যত্যাগী। (নূর ঃ ৪)

আর এ হল মানুষের পঞ্চপ্রয়োজনীয় জিনিসের অন্যতম, মান রক্ষার তাকীদ।

৭। ইসলাম মানুষের ধনরক্ষার তাকীদ দেয়। অন্যের ধন ভক্ষণকে হারাম ঘোষণা করে। সূদ, ঘুস, জুচ্চোরি প্রভৃতি বাতিল উপারে পরের ধন গ্রহণ করতে নিষেধ করে। নিষেধ করে চুরি করতে। ঘোষণা করে চোরের শাস্তি।

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } (٣٨) سورة المائدة

অর্থাৎ, চোর এবং চোরনীর হাত কেটে ফেলো, এ তাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহর তরফ হতে শাস্তি। বস্তুতঃ আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। (মায়িদাহ ঃ ৩৮)

এ ছাড়া ডাকাতি, রাহাজানি, ছিন্তাই প্রভৃতির মাধ্যমে পৃথিবীর বুকে ফাসাদ ছড়ায়, তাদের জন্য রয়েছে পৃথক শাস্তি।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ } (٣٣) المائدة

অর্থাৎ, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করে (অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়) তাদের শাস্তি এই যে, তাদের হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে অথবা বিপরীত দিক হতে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ হতে নির্বাসিত করা হবে। ইহকালে এটাই তাদের লাঞ্ছনা ও পরকালে তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে। (মায়িদাহ ঃ ৩৩)

আর এ হল মানুষের পঞ্চপ্রয়োজনীয় জিনিসের অন্যতম, ধন রক্ষার তাকীদ।

পরিশিষ্ট

১। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম প্রত্যেক ময়দানে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে চলতে পারে।

২। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক উভয় দিকে পরিপূর্ণ।

৩। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম মানুষকে সভ্যতা ও উন্নয়নের প্রতি আহবান করে।

৪। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্মকে সত্য বলে সভ্য জগতের (বহু) দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য দিয়েছেন।

৫। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম অভিজ্ঞতা দ্বারা উপলব্ধি করা অতি সহজ।

৬। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্মের মূলনীতি হল, সমস্ত নবী-রসূল এবং আসমানী গ্রন্থকে সত্য বলে স্বীকার করা।

৭। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্মে মানুষের জীবনের প্রয়োজনীয় যাবতীয় বিষয়-বস্তুতে পরিব্যপ্ত।

৮। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্মে অধিক অধিক সরলতা ও নমনীয়তা বিদ্যমান।

৯। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্মের সাক্ষ্য দেয় নিত্য-নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার।

১০। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম সকল জাতি ও যুগের জন্য উপযোগী।

১১। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম অনুযায়ী সর্বাবস্থায় আমল করা সহজ।

১২। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্মে অতিরঞ্জন (সীমাতিরিক্ততা, অসংযম) ও অবজ্ঞা নেই।

১৩। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্মের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ অবিকল সংরক্ষিত ও অবিকৃত আছে।

১৪। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্মের ধর্মগ্রন্থ স্পষ্ট ঘোষণা করেছে যে, তা সমগ্র মানব জাতির জন্য অবতীর্ণ।

১৫। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম সকল প্রকার উপকারী জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা করতে আদেশ দেয়।

১৬। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম বর্তমান সভ্যতার মূল উৎস।

১৭। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম বর্তমান ব্যাধিগ্রস্ত সভ্যতার অব্যর্থ ঔষধ হতে পারে।

১৮। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্মের সভ্যতা আধ্যাত্মিক

ও জাগতিক সকল বিষয়ে পরিব্যাপ্ত।

১৯। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম দ্বারা বিশ্বশান্তি কায়েম হতে পারে।

২০। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম বিজ্ঞান-বিশ্লেষণ দ্বারা প্রমাণ সহজ হতে পারে।

২১। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম সকল মানুষের জন্য অভিন্ন ব্যবহারিক আইন প্রণয়ন করতে পেরেছে।

২২। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম জাতপাত ও আতরাফ-আশরাফের ভেদাভেদের সকল প্রাচীর তুলে দিয়েছে।

২৩। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম সামাজিক ও দাম্পত্য ন্যায়-নিষ্ঠা বাস্তবায়িত করেছে।

২৪। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম মানুষের প্রকৃতি থেকে দূরে নয়।

২৫। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম স্বৈরতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র প্রতিহত করে পরামর্শ-ভিত্তিক রাজনীতি প্রণয়ন করেছে।

২৬। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম শত্রুপক্ষের প্রতিও ন্যায় বিচার ও ব্যবহার করতে আদেশ দিয়েছে।

২৭। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্মের সুসংবাদ দিয়েছে আসমানী গ্রন্থাবলী।

২৮। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম নারীকে মা, স্ত্রী ও কন্যা; তার সকল অবস্থায় যথার্থ অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করেছে।

২৯। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম বর্ণ-বৈষম্যের অন্তরাল তুলে দিয়ে শ্বেতকায়-কৃষ্ণকায় এবং আরব-আজমের মাঝে সাম্য প্রতিষ্ঠা করেছে।

৩০। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম শিক্ষাকে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ফরয (আবশ্যিক) করেছে এবং শিক্ষা বা জ্ঞান গুপ্ত করাকে অবৈধ ঘোষণা করেছে।

৩১। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়ন করেছে।

৩২। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্মের সুস্বাস্থ্য বিষয়ক উপদেশাবলী আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অনুকূল।

৩৩। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম ক্রীতদাসকে পাশবিক আচরণের হাত থেকে রক্ষা করেছে, প্রভুর সাথে সমতার মর্যাদা রক্ষা করেছে এবং দাসমুক্ত করতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

৩৪। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম বিবেক-বুদ্ধির স্থান রেখেছে এবং তার যুক্তিকে মেনে নিয়েছে।

৩৫। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম ধনীর নিকট থেকে নির্ধারিত পরিমাণ ধন নিয়ে দরিদ্রের মাঝে বিতরণ করে ধনী-গরীব উভয়কেই রক্ষা করেছে।

৩৬। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম মানুষের প্রকৃতি ও ঐশ্বরিক হিকমত অনুযায়ী এমন আচার-আচরণ বা চরিত্র নির্ধারণ করেছে, যা প্রয়োজনে কঠোর হতে এবং প্রয়োজনে দয়ার্দ্র হতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে।

৩৭। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম সমগ্র সৃষ্টির প্রতি করুণা ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করতে আদেশ করেছে।

৩৮। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম প্রকৃতিগত ভিত্তির উপর দেওয়ানী আইনের মৌলনীতি প্রণয়ন করেছে।

৩৯। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম মানুষের স্বাস্থ্য ও সম্পদ বিষয়ে বিশেষ যত্ন নিয়েছে।

৪০। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম হৃদয়, চরিত্র ও বিবেককে প্রভাবান্বিত করতে পেরেছে।

(ক্বাত্বারের শরয়ী আদালতের বিচারপতি শায়খ আহমাদ বিন হাজার আল বুত্বামী প্রণীত 'আল-ইসলামু অর্রাসূল ফী নাযারি মুনসিফীশ শারক্বি অল-গার্ব' ১১৭-১১৯পৃষ্ঠা থেকে গৃহীত)

কথাগুলি 'পথের সন্ধান' পুস্তিকাতেও সন্নিবিষ্ট হয়েছে। বিষয়ের সাথে গাঢ় সম্পর্ক থাকার দরুণ এ পুস্তিাকাতেও সংযোজিত হল।

وصلى الله وسلم وبـارك علـى نبينـا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه أجمعـين

والحمد لله الذي جعلنا مسلمين.